কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন '৯৭

স্মরণিকা

ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লীজীবনের
গভীর স্তর থেকে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত উৎস,
অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা
সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর
কখনো হয় নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে
আপনি ধন্য। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা
কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭
স্মরণিকা

সম্পাদক
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ স্মরণিকা

সম্পাদক ঃ
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

সম্পাদনা সহকারী ঃ
সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিঞা
এডভোকেট মতিউল হাসান

প্রচ্ছদ ঃ
গোলাম মোহাম্মদ

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
দি লিমা এন্টারপ্রাইজ
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৪১৭৫৯

প্রকাশকাল ঃ
২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ঈসায়ী
১০ পৌষ ১৪০৪ বাংলা
২৩ শাবান, ১৪১৮ হিজরী

কিসাসপ ঃ প্রকাশনা নম্বর ঃ সাত

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ
ক. ৪ অক্টোবর ১৯৯৭ তারিখে জেলা পাবলিক লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন-এ প্রদত্ত পদক, ক্রেস্ট ও পরিষদের মনোগ্রাম।
খ. এ এলাকার সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত স্বীকৃতি।

প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান
সাধারণ সম্পাদক
কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ
কবি ভবন, ১৮২, পুরাণ থানা
কিশোরগঞ্জ

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ বিশ টাকা মাত্র

সূচীর পাতা

- সম্পাদকের নিবেদন- ৩-৪
- প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সেমিনার ৫-২২
- দ্বিতীয় অধিবেন কবিতা পাঠের আসর ও প্রতিনিধি সমাবেশ ২৩-৩৩
- তৃতীয় অধিবেশ ঃ সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. বিতরণ ৩৪-৪৪
- চতুর্থ অধিবেশন ঃ ৪৫-৫৪ গুণীজন সম্বর্ধনা
- কবি আজহারুল ইসলাম স্মরণে ক্রোড়পত্র ৫৫-৬৩

www.pathagar.com

সম্পাদকের নিবেদন

১৯২৫-৩৮ সময়কাল কিশোরগঞ্জে নিয়মিত সাহিত্য সম্মেলনের খবর পাওয়া যায়। ঐ সময় এ অঞ্চলটি ময়মনসিংহ জেলার অংশ হওয়ার কারণেই পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতি নামে সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সম্মেলনের আয়োজনে করা হতো। কালের পরিক্রমায় পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলটিই কিশোরগঞ্জ জেলা নামে একটি স্বতন্ত্র জেলায় রূপ নিয়েছে। পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর বদলে সেই সোনালী ঐতিহ্যের সিড়ি বেয়ে আমরাও পুনঃ নবযাত্রা শুরু করেছি নতুন নামে নতুন অবয়বে। কিশোরগঞ্জ শহরের গোড়াপত্তনকারী ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলার অধস্তনদের আবাসস্থল হয়বতনগর হাবেলীতে ১৯৯৩ সনে সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন ছিল আমাদের নব যাত্রার প্রথম উদ্যোগ। এ সম্মেলনেই আমরা কিশোরগঞ্জের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি আজহারুল ইসলামকে কবি সম্বর্ধনা দেই। যে সম্বর্ধনায় সরকারী বেসরকারী ৩৬টি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ছিল। পরবর্তীতে ৮ এপ্রিল ১৯৯৪ সনে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৪ অনুষ্ঠিত হয় জেলা শিল্পকলা একাডেমী হলে।

১৯৯৫ ও ৯৬ সনে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান থাকায় আমরা সাহিত্য সম্মেলনের মত বড় উদ্যোগ আয়োজনের সাহস পাইনি। তবে জানুয়ারী ১৯৯৫ সনে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও ইতিহাস প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান রচিত ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা' বইয়ের প্রকাশনা উৎসব, সীরাতুন্নবী পদক১৪১৬ হিজরী বিতরণ, হাবিবুল হক সাহিত্য পদক বিতরণ ১টি উপলক্ষে এবং অন্যান্য যেসব সমাবেশের আয়োজন করা হয় এগুলোও কোন কোনটি একাধিক পর্বে বিভক্ত ছিল। পাবলিক লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবটি সাহিত্য সম্মেলনের একটি পর্বের মর্যাদা রাখে। এ উপলক্ষে একটি স্যুভেনীর প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৬ সনে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী (সা.) পদক বিতরণী অনুষ্ঠানটি ছিল রীতিমত সাহিত্য সম্মেলনের মত। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে পদক বিতরণ এবং সেমিনার নামে দুটি পর্ব ছিল। এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়। ঢাকা থেকে মেহমানগণ এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে পরিষদের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী হলে তৃতীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোট চার পর্বে সকাল ৯টা থেকে রাত্র ৯.৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সেমিনার, কবিতা পাঠের আসর, পদক বিতরণী এবং গুণীজন সম্বর্ধনা এ চারটি পর্ব ছিল। সম্মেলনে ঢাকা- ময়মনসিংহ থেকে মেহমান অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন আয়োজনে বরাবরই যেদিকটি আমাদের সাহসকে অনুপ্রাণিত করে উৎসাহ দেয় তা হলো সুধীজনদের সহযোগিতা।

এবারের সম্মেলনের আয়োজনও নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে এবং সম্মেলনের দাওয়াত কার্ড ছেপে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আন্তর্জাতিক বলয়ে খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

সম্মেলন বাস্তবায়নে নগদ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন কিশোরগঞ্জ পৌরসভার মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ আবু তাহের মিয়া। তিনি পৌরসভা থেকে এবং নিজস্ব তহবিল থেকে মোট চার হাজার টাকা এ সম্মেলনের জন্য দান করেন। তিনি অতীতেও সম্মেলনের জন্য বদান্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করার ঘোষণা দেন।

সম্মেলনের ব্যাপারে নগদ অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন কিশোরগঞ্জের একজন মহিয়সী মহিলা- এডিশনাল কর কমিশনার-পারসা বেগম।

নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ঐতিহাসিক বেলাই সাহেব বাড়ীর কৃতি সন্তান বিশিষ্ট ব্যাংকার সৈয়দ আনিসুল হক।

সম্মেলনের স্বরণিকা প্রকাশে বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সোস্যাল ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, SAMYCON (BD) LIMITED. DHAKA, খান ইউনানী দাওয়াখানা (কিশোরগঞ্জ), ফিরোজা নার্সিং হোম ও চক্ষু ক্লিনিক, কিশোরগঞ্জ, আলিমুদ্দিন লাইব্রেরী, কিশোরগঞ্জ; শাহাজাদী জর্দা ঘর, কিশোরগঞ্জ।

সীরাতুন্নবী পদক বিতরণে সকল প্রতিযোগীকে একটি করে সৌজন্য পুরস্কার দেবার জন্য ১২০টি সিরাত পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন কিশোরগঞ্জের গৌরব দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি মরহুম জহিরুল ইসলাম সাহেবের ভাই আলহাজ শফিউল ইসলাম কামাল।

উপদেষ্টা মাওলানা খুরশীদ উদ্দিন, সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, কার্যকরী সভাপতি কবি শাহাবুদ্দিন আহমদ, কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক আবদুল করিম মাস্টার, সহ সভাপতি এডভোকেট মতিউল হাসান সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়া, শামছুল আলম সেলিম, ওয়াহিদ উদ্দিন ইয়াকুব, জি, এম, ইয়াহিয়া ভূঞা, মোহাম্মদ রমজান আলী, অধ্যাপক মজির হোসেন চৌধুরী, মুহাম্মদ মুছলেহ

www.pathagar.com

উদ্দিন, নুরুর রহমান বাচ্চু, প্রমুখের সহযোগিতা ছিল উল্লেখ করার মত। কিশোরগঞ্জ আল ফারুক ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাওলানা তৈয়বুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম খান, মাওলানা নূরুল ইসলাম জেহাদী, বাবু সুধেন্দু বিশ্বাস, প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের কার্যক্রমে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হয়েছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ জেলা অফিস, তাদের হল ব্যবহার সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ও অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে সহযোগিতা দিয়েছেন এজন্য আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আগামী সম্মেলনের জন্য প্রাক্তন এম, পি, মাওলানা আতাউর রহমান খান সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫০০০/- টাকার অনুদান ঘোষণা করে আমাদের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করেছেন। এ লাইনে কিশোরগঞ্জের বিত্তবান সুধীজন আরও এগিয়ে আসতে তার এ ঘোষণা উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন ৯৩ এবং ৯৪ এ জেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিষদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল- আর্থিক অনুদানও ছিল। এবারের সম্মেলনে জেলা প্রশাসক সাহেব সকালের উদ্বোধনী অধিবেশনে এবং গুণীজন সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হবার কথা থাকলেও তিনি সম্মেলনের এক পর্বেও আসেননি বা কোন প্রতিনিধিও প্রেরণ করেননি- যা আমাদেরকে দারুণভাবে মর্মাহত করেছে। সাহিত্য সংস্কৃতির কার্যক্রমে এ ধরনের উদ্যোগ আয়োজনে জেলা প্রশাসনের এ ভূমিকা আগামী দিনে অব্যাহত থাকলে সাহিত্য সাংস্কৃতির অংগনে হতাশা নেমে আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা এ অবস্থার অবসান কামনা করি।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৮৪-৯৭ এ দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময় ধরে যেসব কর্ম সম্পাদন করেছে এগুলোর কিছু কিছু জাতীয় পত্রিকার পাতায় কিছু আমাদের স্মরণিকাগুলোতে স্থান পেয়েছে। সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বক্তাদের মূল্যবান বক্তব্য অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেটবদ্ধও হয়েছে অনেক। এগুলো ক্যাসেট থেকে শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে রিপোর্ট আকারে ছাপানো প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্য থেকে যারা বিদায় নিয়েছেন তাদের স্বকণ্ঠ বক্তৃতা, আবৃত্তি, ভিডিও চিত্র ইত্যাদি এক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। আগামীতে পরিষদের অনুপুঙ্খ কার্যক্রমের তথ্যাদি রিপোর্ট আকারে প্রকাশের ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। এবারের সাহিত্য সম্মেলনের গোটা অংশটি আমরা স্মরণিকায় পত্রস্থ করার উদ্যোগ নিয়েছি। অপ্রধান কিছু বিষয় বাদে নির্ধারিত বক্তাদের প্রায় সকলের বক্তৃতা অনেক ক্ষেত্রেই হুবহু এবং ক্ষেত্রবিশেষে সারাংশ অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট থেকে উদ্ধার করে ছাপার ব্যবস্থা নিয়েছি। এ পরিশ্রমী কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিনী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী রহিমা হুমায়রা। আমার আত্মীয় জেবুন্নাহার পুষ্প ভিডিও ক্যাসেট থেকে বক্তৃতা উদ্ধারের দীর্ঘ সময় ধরে তার টিভি, ভিসিপি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে এ কাজে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের সকলের এ সহযোগিতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে বরণ করছি। এবারের সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেব ছাত্রগণ যোগদান করে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন তাদেরকেও সাধুবাদ জানাই। সম্মেলন আয়োজনে একটি জায়গায় আমাদের ব্যর্থতা স্বীকার না করলেই নয়। এ সম্মেলনে আমরা কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পৃক্ত অনেক গুণী ব্যক্তিত্বকেই হাজির করতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমাদের কমতি ছিল মূলতই যোগাযোগের। সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হিসাবে সরকারী চাকুরীর কারণে আমার ঢাকায় অবস্থান এবং একই কারণে পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান সাহেবের শাহজাদপুর অবস্থান, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা কবি আজহারুল ইসলাম এবং অন্য একজন উপদেষ্টা অধ্যাপক খান আবদুস সালাম খান সাহেবের পরলোক গমন, সহঃ সাধারণ সম্পাদক জনাব শামছুল আলম সেলিম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সৈয়দ নাসিমুল হক কর্মব্যপদেশে কিশোরগঞ্জের বাইরে অবস্থান ইত্যাদি কারণগুলো আমাদের এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী। তদুপরি কিশোরগঞ্জে অবস্থানরত পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ যদি আন্তরিক না হতেন তাহলে এ সম্মেলন বাস্তবায়ন অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়াত।

পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা কবি আজহারুল ইসলামের পরলোক গমনে তাঁর উপর একটি স্মরণিকা প্রকাশ ছিল সময়ের দাবী। আমরা আপাতত সাধ এবং সাধ্যের যোগ বিয়োগে সাধ্যের কাছে হার মেনে আলাদা সংকলন করতে না পেরে সাহিত্য সম্মেলন স্মরণিকায় তাঁর উপর একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। এ কৃতি ব্যক্তিত্বের উপর আগামীতে আলাদা সংকলন বের করার ইচ্ছা রইল। কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত সৃষ্টি পত্রিকায় তাঁর উপর একটি সংখ্যা প্রকাশ করায় আমরা তাঁদের সাধুবাদ জানাই। ১৯৯৪ এর সম্মেলনে পরিষদ কর্তৃক সম্বর্ধিত গুণীজন হিসাবে কান্দাইলের অধ্যাপক খান আবদুস সালাম খান [মৃত্যু ২০ জানুয়ারী ১৯৯৭] এবং একই এলাকার পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় পরিচালক এ. ইউ. রাশিদ আহম্মদ খান [মৃত্যু-৯ মে, ১৯৯৭ঈ.] হোসেন পুরের কবি মুহম্মদ ইসমাইল ফকীর [মৃত্যু] এর রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। সাহিত্য পরিষদের প্রতি তাদের অনুরাগ এবং সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের স্মরণ করছি।

www.pathagar.com

সম্মেলন উদ্বোধন করছেন কিশোরগঞ্জের মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ জনাব শাহ মোঃ জামশেদুর রহমান। সভাপতির বক্তব্য রাখছেন 'সৃষ্টি' সম্পাদক অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ।

প্রথম অধিবেশন
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সেমিনার

(বাম থেকে) স্বাগত ভাষণ দিচ্ছেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করছেন এডভোকেট নাসিরুদ্দিন ফারুকী ও অধ্যাপক জালাল আহমদ।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন '৯৭ এবার ৪ ও ৫ অক্টোবর দুইদিনব্যাপী করার পরিকল্পনা থাকলেও বিরোধীদল আহূত ৫ অক্টোবর দেশব্যাপী ধর্মঘট কর্মসূচী ঘোষণা করায় সম্মেলন একদিনেই চারটি অধিবেশনে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে সম্মেলন উদ্বোধনের সময় নির্ধারণ করা হয় ৪ অক্টোবর সকাল ৯টায়। কোন সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের পক্ষে সকাল ৯টায় সম্মেলন উদ্বোধনে লোকের উপস্থিতি অবশ্যই একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। সকাল থেকে সম্মেলন শুরুর অতীত অভিজ্ঞতার বলেই এবারও আমরা এরকম সাহসী সিদ্ধান্ত নেই। নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ, অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কিশোরগঞ্জের মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ জনাব শাহ্ মোঃ জামশেদুর রহমান ও অন্যান্য আলোচকবৃন্দ উপস্থিত হন। ভিডিও ক্যামেরার বিলম্বে উপস্থিতি জনিত সময়টুকুতে মেহমানদের নিয়ে সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মোহাম্মদ রমজান আলী পাবলিক লাইব্রেরীর নিচতলায় নিয়ে বসেন এবং হালকা আপ্যায়ন করান। ৯-৩০ মি. পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান মেহমানদের নিয়ে মঞ্চে আগমন করেন। সভাপিত, প্রধান অতিথি আলোচকবৃন্দ ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণের পর সভাপতির অনুমতিক্রমে সাহিত্য সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন পরিষদের সদস্য জনাব মৌলানা সৈয়দ আলী আনসার। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের স্বাগত ভাষণের পর সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা ও দায়রা জজ জনাব শাহ্ মোঃ জামশেদুর রহমান সাহেব। পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত ঈসাখাঁ মসনদ-ই-আলা'র তসবীরের ঠিক নিচেই স্থাপন করা হয়েছিল ডায়াস। সেখানটায় দাঁড়িয়ে মাননীয় জেলা জজ সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা দেন। এরপর পরিষদের উপদেষ্টা অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সুসাহিত্যিক মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন সাহেব অভ্যর্থনা মানপত্র পাঠ করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের মূল আকর্ষণ ছিল 'বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান' শীর্ষক সেমিনার। এ সেমিনারে মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি গবেষক-প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন কিশোরগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক জালাল আহমদ ও কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদক বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট নাসির উদ্দিন ফারুকী। একটানা এ অনুষ্ঠান চলাকালীন জেলা পাবলিক লাইব্রেরীর হল ছিল লোকে টইটুম্বুর। দুপুর ১টার দিকে অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদের সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রথম অধিবেশনের যবনিকা ঘটে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান। জোহরের সালাত এবং ডেলিগেটদের খাবার বিরতির ঘোষণা দিয়ে সমাপ্তি ঘটে বর্ণাঢ্য প্রথম অধিবেশনের।

মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ জনাব শাহ মোহাম্মদ জামশেদুর রহমান সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন, ১৯৯৭ এর উদ্বোধনী অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি, উপস্থিত শ্রদ্ধাভাজন গুণীজন, আলোচকবৃন্দ, সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধনের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে এখানে আহবান করা হয়েছে। আমি সাহিত্যিক নই-তথাপি এ গুরুদায়িত্ব আমাকে পালন করতে আমন্ত্রণ জানানোর কারণে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শুরুর আগেও একটা শুরু থাকে এবং শেষের পরেও একটা শেষ থাকে। আমি শুরুর আগে দু'একটি কথা বলার সুযোগ নিতে চাই। আসলে সাহিত্য সংস্কৃতির গুনীজন যারা এ আলোচনা তাদেরকেই মানায় বেশী।

সাহিত্য সংস্কৃতির আয়না আর সংস্কৃতি সমাজের তৎপরতা। সংস্কৃতি আমার, আমার পরিবারের, আমার সমাজের, আমার দেশের দৈনন্দিন, সাংবৎসরিক এবং যুগ যুগ ধরে যে কর্মতৎপরতা চলে আসছে তাই সংস্কৃতি। লেখক, কবি সাহিত্যিকরা তাই লিখার আকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। ধর্ম বলতেই আমি কর্তব্যের কথা বলছি। আমরা কিভাবে চলি, বলি আচরণ করি, এই কর্মৎপরতাটাকেই সাবলীল এবং সুশীলভাষায় আমরা সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করে থাকি। সংস্কৃতি এবং অপসংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে অপসংস্কৃতির অঙ্গনে পদচারণা করলে অগ্রসরমানতা ব্যাহত হয়-জাতির জীবনে নিয়ে আসে দুর্ভোগ। ঐকমঠটষ্ক ওমডধর্ণহ বা বিশ্বসম্প্রদায় থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। বিশ্বসম্প্রদায় বা বিশ্বসভ্যতায় অন্যের যা সুন্দর তা আমরা নিজেরাও অনুসরণ করি এ কারণেই সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতা থেকেও আমরা দূরে থাকতে পারিনা। আমাদের দেশ মুসলিম জন অধ্যুষিত দেশ। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রত্যেকের নিজস্ব ধর্ম থাকা সত্বেও আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কাজ করার তাগাদা অনুভব করি। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকে পরিবার, সমাজ ও দেশকে অগ্রসরমানতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা ইতিমধ্যেই স্থাপন করতে পেরেছি- এজন্য আমরা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছি।

আমাদের বিপুল সাহিত্য সম্ভার ছিল এবং এখনও আছে। আমরা উন্নত না হলে, সুসংস্কৃতির, সুসাহিত্যের ধারক না হলে দেশও জাতির সর্বক্ষেত্রে উন্নতি অর্জনে আমরা কামিয়াব হতে পারবোনা। দুনিয়ার বুকে আমাদের দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। নিজেদেরকে জানতে হবে। বৈশ্বিক পরিবেশে আমাদের অবস্থান কি এবং কি হওয়া উচিত তা নির্ণয় করে আমাদের অবস্থানকে সংহত করতে হবে। এ ধরনের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য সাহিত্য সংস্কৃতির তৎপরতা অপরিহার্য। আজকের এ সাহিত্য সম্মেলন কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সংস্কৃতির অতীত গৌরবের উর্বর মাঠকে নতুন করে চাষ করতে উৎসাহ যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। এর মাধ্যমেই কিশোরগঞ্জ পুনরায় তার নিজ অবস্থানে ফিরে এসে সারা বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে। আমাদের সাহিত্য সম্মেলন সকলের মধ্যে এ প্রত্যয়ের জন্ম দিক, কিশোরগঞ্জে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় উজ্জীবন ঘটুক এ কামনা করে এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান বিষয়টি কারও কারও কাছে হয়ত প্রশ্নের সৃষ্টি করবে। বিশ্বসাহিত্যের বিশাল পরিমন্ডলে একটি দেশের ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের অবস্থান কতটুকুই বা হতে পারে। তাই এ নিয়ে প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিকও নয়। বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ বিশ্বসাহিত্যে যতটা পরিচিতি পেয়েছে সে ব্যাপারে যদি কিশোরগঞ্জের মত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল হয়েও বিশ্বসাহিত্যের পরিমন্ডলে ছিটে-ফোঁটা প্রবেশাধিকারও পেয়ে থাকে তাহলে সে প্রসঙ্গে আলোচনা অবান্তর হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলাভাষা পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষা উপ-ভাষার মধ্যে ষষ্ঠ স্থানীয়। পৃথিবীর অনেক ভাষারই নিজস্ব বর্ণমালা পর্যন্ত নেই। এমনকি সারা পৃথিবীতে বর্তমানে যে ভাষাটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। সে *ইংরেজী ভাষারও নিজস্ব বর্ণমালা নেই। ইংরেজী ভাষার বর্ণমালাগুলো রোমান ভাষা থেকে ধার করা। এক সময় সারা পৃথিবীতে তাদের উপনিবেশ থাকায় ভাষা সাম্রাজ্যবাদের সুবাদে এটি আন্তর্জাতিক ভাষা হবার সুযোগ পায়।* আমাদের বাংলা ভাষাকেও পর্তুগীজরা রোমান হরফে লেখার উদ্যোগ নিয়েছিল। পর্তুগীজ পাদ্রী ম্যানো-এল-দা-আসসুম্পসাম ১৭৩৪ ঈ. পর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগরীতে রোমান অক্ষরে প্রথম বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা হওয়ায় এর শক্তি সামর্থ্যের সাথে রোমান হরফের আধিপত্য টিকেনি। বাংলাভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ মিলিয়ে পঞ্চাশ হরফের নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। *এছাড়াও সিলেটী নাগরী নামে সমান্তরাল আরেকটি বত্রিশ হরফের বর্ণমালাও রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও একই ভাষার দুই-দুইটি বর্ণমালা থাকার ইতিহাস নেই। এদিক থেকে বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা।* উল্লেখ্য- আমাদের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলটিও এ নাগরী চর্চার একটি অন্যতম কেন্দ্রস্থল। এখনও এখানে অনেক নাগরী চর্চাকারী রয়েছেন।

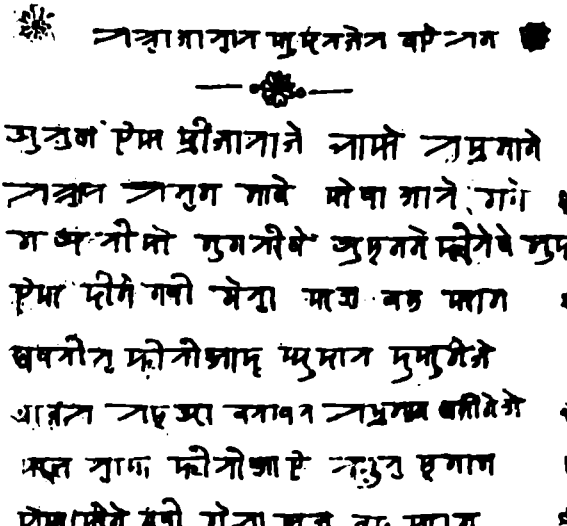

(প্রবন্ধকারের হাতে লেখা সিলেটী নাগরী লিপির নমুনা)

বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে আমি যে বিষয়গুলোকে এর পরিধির মধ্যে এনেছি তা হলো ঃ- (১) ভৌগোলিক সীমারেখা (২) এখানকার ঐতিহাসিক পরিচিতি (৩) এখানকার সাহিত্য পৃথিবীর কোন কোন দেশে এবং কোন কোন ভাষায় আলোচিত ও চর্চিত হয়েছে। (৪) পৃথিবীর কোন কোন দেশের খ্যাতিমান পন্ডিতগণ এ এলাকার সাহিত্যের রসাস্বাধনে এ এলাকায় এসেছেন, (৫) এখানকার সাহিত্যমান কি? (৬) বিশ্বসাহিত্যে এর মূল্যায়ন (৭) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রভাবশালী সাহিত্য কিশোরগঞ্জে কতটা চর্চিত হয়েছে (৮) সাহিত্যের অন্যান্য নন্দনতাত্ত্বিক শাখা যেমন- চিত্র শিল্প,

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র, হস্তলিপি এসব বিষয়ে এখানকার লোকদের অবস্থান (৯) বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এখানকার সাহিত্যকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন ইত্যাদি। উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আমাদের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। সে কারণেই আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা। পর্যায়ক্রমিকভাবে আমি বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান আলোচনা করবো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবদান ও অবস্থান বিষয়টি আলাদা নিরিখে আলোচনার অবকাশ থাকায় আমি এ প্রবন্ধে বিষয়টির আলোচনা খুব প্রয়োজন মনে করি না।

কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন ঃ

'এগারসিন্ধু' (Egarosindhu) দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 'Glimpses of old Dhaka' বইয়ের লেখক বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর সাহেব বানার এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর সংযোগস্থলের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র নদ সম্পর্কিত ফুটনোটে উল্লেখ করেন যে, "The remote antiquity of this river could be traced to Mahabharat and Puran. The writer recovered from the bank of Brahmaputra a mass of punch-marked coins of the Mourya period (3 or 4 centuries B.C.) These are now in the Dhaka Museum."

এ এলাকা সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ এর বিবরণ ঃ ৬৩৮ ঈ. চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ এদেশে আসেন। তাঁর ভ্রমণ বিবরণীর প্রসঙ্গ টেনে একই উদ্ধৃতির ফুটনোটে সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুর সাহেব উল্লেখ করেন যে- "When the Chinese Hiuen Tsang visited some places near Sonargaon on the Brahmaputra in the reign of king Harsha of ujjain in the seventh century A.C., he found the area under the suzereignty of the pala kings of Kamrup. Till long afterward rivers Brahmaputra and Lakhia formed the southern boundry of Kamrup of Assam." এ বিবরণী থেকে পাল শাসনামলে এ এলাকাটি কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল বলে জানা যায়।

আরব ভূগোলবিদদের আগমন ঃ

আরব ভূগোলবিদগণ 'টোক' নামক স্থানটিতে এসেছেন বলে জানা যায়। বানার নদী এ স্থানটিকে মালার মত ঘিরে রাখার কারণে আরবী 'তুক' বা মালা শব্দ থেকে স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে। তুক শব্দটিই সামান্য পরিবর্তিত রূপে 'টোক' উচ্চারণে রূপ নিয়েছে।

অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসে এ এলাকা ঃ

১০৩১ সনে রচিত আলবেরুনীর কিতাবুল হিন্দ নামক গ্রন্থে কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষ ইত্যাদির উল্লেখ এ এলাকারও পরিচয় বহন করে। মধ্য যুগে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যে এ এলাকার বিস্তর উল্লেখ রয়েছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন শাসকদের নামে এ এলাকার বিভিন্ন স্থানের নাম যেমন- হোসেনপুর, নাসিরুজিয়াল, হোসেনশাহী, জোয়ানশাহী, সিকান্দর নগর, করিমগঞ্জ ইত্যাদি নামগুলো সম্পৃক্ত। ফলে এ এলাকার সাথে প্রাচীন ইতিহাসের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

কিশোরগঞ্জে ইবনে বতুতা ঃ

মরক্কোর বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ ঈ. সনে বাংলাদেশ সফর করেন। ইমাম মোহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of the Muslims of Bengal গ্রন্থে ড. মোহর আলী তাঁর বিবরণীর মূল পাঠ থেকে উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে বলেন-

"Ibn Batuta travelled direct from Sadkawan to Assam, or the "Hills of Kamru", as he calls it, because his chief aim in breaking his journey to the Far East was to see the famous religious personage," shaikh Jalal al-Din Tabrizi, who had his abode in Assam (Sylhet)."

উল্লেখিত অংশে ইবনে বতুতা সাদকাওয়ান বা চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি আসামের পাহাড়ী কামরূপ এলাকার বিখ্যাত দরবেশ শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজীর সাথে দেখা করার কথা উল্লেখ আছে। ফুটনোটে "As Shaikh Shah Jalal's tomb exists in Sylhet, Ibn Batuta had infact travelled upto the district of Sylhet." উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

ইবনে বতুতার এ ভ্রমণ যে সিলেটে হযরত শাহজালাল (র.) এর কাছে ছিল এর প্রমাণ তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতেই পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় *তিনি যে আমাদের বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার সীমানার ভিতর দিয়েই ভ্রমণ করেছেন এরও স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।* তিনি সিলেট থেকে ফিরার পথের যে বর্ণনা দেন তা হলো- "After taking leave of the Shaik Ibn Batuta started on his return journey in the course of which he first visited the city of "Habang" which he describes as one of the biggest and nicest cities in the region. The river "Azraq" (The Blue river) originating in the "hills of Kamru" passed through that city and it was by that river that people travelled to" Bangalah" and the country of Laknawati." [page-129] উদ্ধৃতাংশে বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার বা তৎসংলগ্ন হবংটিলার নামোল্লেখসহ সুরমা নদীর কথা উল্লেখ থাকায় এবং সিলেট থেকে সোনারগাঁয়ে যাবার জন্য এ নদীপথে ভ্রমণকালীন এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনাও রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সুরমা নদীটিই কিশোরগঞ্জ জেলার ভেতরে প্রবেশ করে ধনু/ঘোড়াউত্রা ইত্যাদি নাম ধারণ করে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ইবনে বতুতা তাই তার ভ্রমণকালীন আমাদের বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার সীমানার ভেতরের নদীপথে যে ভ্রমণ করেছেন এ বিষয়টি এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

কিশোরগঞ্জে তৈরী মসলিন এক সময় সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। ঈসাখাঁর রাজধানী জঙ্গলবাড়ীতে তৈরী 'জঙ্গল খাস' নামক মসলিনের জন্য জঙ্গলবাড়ীতে মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দারোগা নিয়োগ করেছিলেন। এগারসিন্দুরে মানসিংহের সাথে যুদ্ধে খ্যাত বাংলার অকুতোভয় বীর সৈনিক ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলা এ এলাকার আরেক গর্ব। ১৫৮৬ সনে বৃটেনের রানী প্রথম এলিজাবেথের দূত রাল্‌ফ ফীচ সোনারগাঁয়ে ঈসা খাঁর সাথে দেখা করে তাকে King of all kings বলে মন্তব্য করেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ফাঁকফোকরে এ এলাকার অনেক গৌরব গাথা রয়েছে যা এলাকার গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক গন্ডিতেও রেকর্ডবন্দী হয়ে রয়েছে।

চর্যাপদে কিশোরগঞ্জের ভাষা ঃ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদে আমাদের কিশোরগঞ্জ এলাকার অনেক আঞ্চলিক শব্দ রয়েছে যেমন- কাউয়া (কাক), উজাএ (উজানদিকে যায়), সঙ্কম বা হাকম (সাকো অর্থে) নাঠা (নষ্ট), সামায় (ঢুকে) বুড়াইল (ডুবাইল), খাম্ভা (স্তম্ভ), আলাজালা (তুচ্ছবস্তু), ঘিন (ঘৃণা-ঘিন-পিত) ফাড়িমু (ছিন্ন করব) লাঙ্গ (অবৈধ প্রণয়কারী), দিশ (দৃশ্যমান হওয়া) দিশা, পথের দিশা ইত্যাদি। এতে চর্যাপদের রচনাকালে অর্থাৎ সপ্তম থেকে একাদশ শতকের চর্চিত সাহিত্যেও এ এলাকার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের বর্তমান কিশোরগঞ্জ এলাকাটি এক সময় কামরূপ রাজ্যের অধীন ছিল। চর্যাপদের লেখকদের মধ্যে লুইপাদকে বঙ্গদেশী ও 'গ্রাবওটাব' নামক তিব্বতী গ্রন্থে তাকে কামরূপের কৈবর্তের সন্তান বলা হয়েছে। কামরূপের প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম লৌহিত্য। লৌহিত্য নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী লৌহিত্য পাদকে লুইপাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে। শবরীপাদকেও কামরূপ অঞ্চলের বলে ধারণা করা হয়- কারণ তিনি ছিলেন লুইপাদের দীক্ষাগুরু।

এজন্য *'মথুরানাথ চৌধুরী লিখেছেন,* "পূর্বকালে বঙ্গদেশ বলিতে শ্রীহট্ট ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতিকেই বুঝাইত।(ভক্তি রত্নাকার)। দক্ষিণ বঙ্গ তখন সমুদ্র গর্ভেই ছিল, বর্তমান পূর্ববঙ্গ বিশেষভাবে *শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ হইতেই বাঙালীর বাঙলা সাহিত্য মূর্ত হইয়া উঠিয়া আজ ইহা বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।"*

কিশোরগঞ্জে শ্রী চৈতন্য ঃ

শ্রী চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) যে দুইবার পূর্ববঙ্গ সফর করেন এর মধ্যে প্রথমবারের সফরে ১৫টি স্থান চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ পনরটি স্থানের মধ্যে 'প্রাচীন নগর এগারসিন্দুর', প্রাচীন 'ভিটাদিয়া গ্রাম' এবং 'বেতাল' গ্রামের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কটিয়াদী এবং পাকুন্দিয়া থানার এ স্থানগুলোতে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান এবং নাম সংকীর্তন জারীর ফলে এসব স্থান পরবর্তীতে তীর্থস্থানে পরিণত হয়। শ্রী চৈতন্যের সাথে এ সময় এ এলাকার অনেক ভক্ত যোগদান করেন এবং তার সফর সঙ্গী থেকে ভাবশিষ্যে উত্তীর্ণ হন।

কিশোরগঞ্জের পুঁথি সাহিত্য ঃ লন্ডন কানেকশান

কিশোরগঞ্জ জেলার বর্তমান করিমগঞ্জ থানাধীন গোজাদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী (পরবর্তীতে চর

www.pathagar.com

দেহুন্দা গ্রামে বসতি স্থাপনকারী) বিখ্যাত পুথিকার *মুন্সী আজিমুদ্দিন (১৮৩৮-১৯২২)* এবং হোসেনপুর থানার গলাচিপা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী মুন্সী *আবদুর রহিম (১৮২৮-১৯১৩)* বহু পুঁথি-কিতাব রচনা করেন। এর মধ্যে মুন্সী আজিমুদ্দিন সাহেবের সর্বমোট রচিত ও প্রকাশিত পুঁথি/কিতাবের সংখ্যা ৪৫টি এবং মুন্সী আবদুর রহিম সাহেবের রচিত ও প্রকাশিত পুথির সংখ্যা ৪৬টি। *মুন্সী আজিমুদ্দিন সাহেবের খোলাছাতোল মারেফত (১৮৬৮), নাজাতুল ইসলাম (১৮৭০) এবং আসকনামা (১৮৬৫) এ তিনটি পুঁথি এবং মুন্সী আবদুর রহিম সাহেবের তিরিক্ষা জ্বরের পুথি (১৮৭৫), আকালের পুঁথি (১৮৭৫), ছহি সেখ ফরিদের পুঁথি (১৮৭৬) গাজির পুঁথি (১৮৭৬), গাজী কালু চম্পাবতী ও দেল দেওয়ানা (১৮৮৭) এ ছয়টি পুঁথি অর্থাৎ দুইজনের মোট ৯টি পুঁথি লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। কিশোরগঞ্জের লেখকদের লেখা এ পুঁথিগুলো মুদ্রিত ক্যাটালগের আবরণে সারা পৃথিবীর গবেষকগণ সহ সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে কিশোরগঞ্জের পরিচিতি সহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতিও বহন করে চলেছে।*

আরবী থেকে অনূদিত পুঁথি ও ভারতে এর নকল ঃ

মুন্সী আজিম উদ্দিন সাহেবের লেখা রিসালায়ে আজিমুদ্দিন হানাফি, (১৮৯৪), ছেফাতুন্নেছা, () তওল্লদ নামা, ( ) হাণ্ডে দেওয়ান ও মৌলুদে আজিমুদ্দিন হানাফি কিতাবগুলো আরবী এবং উর্দু ভাষায় রচিত। তিনি আরবী ইতিহাসবেত্তা আবু আবদুল্লা মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদী (৭৪৭-৮২২ ঈ.) রচিত ফতুহ অল শ্যাম ওয়াল ইরাক এবং ফতুহ আল বুলদান এর বাংলা অনুবাদ করে 'ফতহু শ্যাম নাম দিয়ে চার খন্ডে (৬৫৪ পৃষ্ঠার) ১৮৮২ সনে প্রকাশ করেন। কলিকাতার দুইজন অসাধু লেখক তাঁর এর অনুবাদ কর্মের প্রথম খন্ড বাদে বাকী তিন খন্ড নিজেদের নামে ছেপে মুন্সী সাহেবকে খুব দুঃখ দিয়েছিলেন।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর প্রভাব

মুন্সী আবদুর রহিম সাহেবের রচিত 'বিধবার বিরহ বৃত্তান্ত' ১৮৫৩ সনে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়ে পুনঃ পুনঃ সংস্করণ হতে থাকলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর এ পুঁথি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৮৫৫ সনে বিধবাদের বিবাহ রীতির প্রচলনের দাবী তুলেন। ১৮৫৬ সনে ইংরেজ সরকার বিধবা বিবাহের অনুমতি দিয়ে হিন্দুধর্মের এ গর্হিত আইন রদ করেন। বিধবা বিবাহের প্রচলনে মুন্সী আবদুর রহিম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য পরবর্তীতে এ ধারায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ সহ অনেকেই কাজ করেছেন।

নোবেল পুরস্কার পূর্ব বিশ্ব সাহিত্যে বাংলা ভাষা ঃ

১৯১৩ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলী কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পেয়েছে বলে একটি ধারণা সর্ব মহলে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

এ বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আমি এখানে পেশ করতে চাই। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ১৮৯৬ সনে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামে যে বইটি প্রকাশ করেন এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১১ সনে History of Bengali language and literature নামে। এ অনুবাদকর্ম প্রকাশের আগেই তাঁর অনেক ইংরেজী প্রবন্ধ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আলোচিত হতে থাকে। যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দীনেশ চন্দ্র সেন ১৯১১ সনে এর ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত বইয়ের নবম সংস্করণ- যেটি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে; এর সম্পাদক *অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় বলেন- "১৯১১ সালে তাঁহার History of Bengali language & literature প্রকাশিত হইলে পাশ্চাত্য দেশের পন্ডিত, সমালোচক ও সাহিত্য রসিক ব্যক্তিগণ সর্বপ্রথম ভারত বর্ষের পূর্ব প্রত্যন্তশায়ী বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর পরিচয় পাইলেন। তারপর ১৯১৪ [প্রকৃতপক্ষে ১৯১৩] সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। বিশ্ববাসী বুঝিল যে দীনেশ চন্দ্র বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহার সার্থক ফলশ্রুতি রবীন্দ্রনাথ। তাহার কিছুকাল পরেই* Eastern Bengal Ballads (১৯২৩) প্রকাশিত হইলে বিদেশী সাহিত্যিকেরা বাংলা সাহিত্যের আর এক পরিচয় পাইলেন।" Eastern Bengal Ballads এর ভূমিকা লিখেন তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড জেটল্যান্ড। কলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী হর্নলি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্রীয়ারসন, H. Beverige. Sylvain levi (Paris), Lord Carmichel সহ অনেক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের পূর্ববঙ্গ গীতিকাসহ তাঁর অন্যান্য সাহিত্য কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্র পূর্ব বিশ্বসাহিত্যে দীনেশ সেনের প্রভাবের মাত্রা

শুধুমাত্র ১৯১১ থেকে ১৯১২ সনের মধ্যে দীনেশ চন্দ্র সেনের History of Bengali language & Literature বইটি কি পরিমাণ আলোড়ন তুলে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি পেশ করছি। এ সময়ের মধ্যে Lord Harding, Lord Carmichael, Sylvain Levi (Paris), Barth (Paris), C.H. Tawney, Vincent Smith, F.W. Thomas, E.J. Rapson, F.H. Skrine, E.B. Havell, D.C. Phillot, L.D. Barnett, G. Hultzsch, J.F. Blumhardt, T.W. Rhys Davids, Jules Bloc (Paris), William Rothenstein, Emile Senart (Paris), Henry Van Dyke (U.S.A.), C.T. Winchester (U.S.A.) Mr. H. Bveridge, S.K. Ratchiffe, H. Kern, Dr. Oldenberg, F.G. Pargiter এ সমস্ত মনীষীগণ দীনেশ সেনের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে ব্যাপক মূল্যায়ন ও প্রশংসা করেন। তার জের ধরেই ১৯১৩ সনে বাংলা ভাষায় নোবেল পুরস্কার আসে এবং পরবর্তীতেও ড. সেন সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে পঠিত হতে থাকেন। যেহেতু ড. সেনের সবচে বড় কাজ হচ্ছে 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা', পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও Eastern Bengal Ballads, তাই এ গুলোও বিশ্ববাসীর ব্যাপক পাঠ পরিধিতে আসে। এভাবেই এ এলাকার সাহিত্য বিশ্ব পাঠ পরিধিতে পঠিত, আলোচিত ও গবেষণার বিষয় হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। ড. দীনেশচন্দ সেনের পথ ধরে কলকাতার লেখক *ক্ষিতিশ চন্দ্র মৌলিক তিন তিনবার কিশোরগঞ্জে আগমন করে এ পালাগুলোর উৎস অনুসন্ধান করেন এবং পাঠ ব্যতিক্রমসহ 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে ৭ খন্ডে প্রকাশ করেন।*

বঙ্গ সাহিত্যের আদিস্থান নিদের্শনায় কিশোরগঞ্জের কবি সাহিত্যিক

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য History of Bengali Language & Literature গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বঙ্গ সাহিত্যের আদিস্থান শিরোনামে একটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। উক্ত আলোচনায় 'উত্তর ও পূর্ববঙ্গই বঙ্গ সাহিত্যের আদি তীর্থ' উল্লেখ পূর্বক রামায়ণ প্রসঙ্গ আলোচনায় কিশোরগঞ্জের কবি 'চন্দ্রাবতী', মনসামঙ্গল প্রসঙ্গ আলোচনায় 'নারায়ণ দেব, 'বংশীদাস' ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এভাবে আদি বাংলার মৌলিক শাখাগুলোতে কিশোরগঞ্জের কবি সাহিত্যিকদের অবদান প্রসঙ্গটি ঐ সময়ই (১৯১১) সনে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও **The Ballads of Bengal** : বিশ্ব সাহিত্যে এর মূল্যায়ণ ঃ

চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত এখানকার অনেক লোক পালা সংগ্রহ এবং *ড. দীনেশ চন্দ্র সেন* কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে *'মৈমনসিংহ গীতিকা', পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং এর ইংরেজী তর্জমা The Ballads of Bengal (Four volumes) first published 1923 প্রকাশিত হবার পর সারা বিশ্বে এতদঞ্চলের লোক সাহিত্য এবং এখানকার প্রাচীন কবি সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে ময়মনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মোট ৫৪টি পালার মধ্যে মাত্র পাঁচটি পালা বাদে বাকী সবগুলো কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার। ভৌগোলিক অবস্থানে নতুন জেলার বিভাজনে এখন আর একটি পালাও ময়মনসিংহ জেলার নেই। আবার ২/১টি পালা নেত্রকোনার হলেও বাকী সবই কিশোরগঞ্জের। কাজেই ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং এর ইংরেজী তর্জমা Eastern Bengal Ballads বললে মূলতই কিশোরগঞ্জ গীতিকাই বুঝতে হবে।* ঐ সময়ই যে সব বিদেশী জ্ঞানীগুণী- এসব বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেন তাদের মধ্যে বিশ্ব বিখ্যাত অনেক কবি সাহিত্যিকও রয়েছেন।

Mr. Jules Block : প্যারিসের University de Paris বা Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক *মি. জুলস ব্লক* চন্দ্রাবতী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে ড. সেনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন- "Some of the European scholars took an interest in this account of mine and wrote complimentary things about *Chandravati*. Mr. Jules Block, in a private communication dated the 10th March 1921 wrote to me as follows : "I have just finished the romantic story of Chandravati. May I congratulate you on the good and well deserved luck of having discovered her after so many others and having added that new gem to the crown of Bengali literature?" *চন্দ্রাবতীর*

www.pathagar.com

আবিষ্কারকে মি. জুলস ব্লচ 'বাংলা সাহিত্যের মুকুটের একটি রত্ন' বলে আখ্যায়িত করে এ এলাকার সাহিত্যকে অত্যন্ত মর্যাদায় সিক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৬-২৮ সময়কালে ডক্টরেট ডিগ্রী নেওয়ার জন্য প্যারিস গেলে এই খ্যাতনামা অধ্যাপকের অধীনে থিসিস করেন।

Sir George Grierson : ড. সেন বলেন : Sir George Grierson reffered to Chandravati in his review of my "Bengali Ramayans published in the Royal Asiatic Society's journal (pp. 135-39; June 1921) in the following words :- "Space will not permit me to mention all Krittibasha's successors. Each had its own excellency and defects. I, therefore confine myself to calling attention to the incomplete *Ramayan of the Mymenshingh poetess Chandravati.* In another poem she tells her own beautiful and pathetic story, and there can be no doubt that her private grief's, nobly born inspired the pathos with which her tale of Sita's wees is distinguished. It is interesting that like one or two other authors she ascrived Sitas banishment to Ram's groundless jealousy. A treacherous sister-in-law, a daughter of kai kei, named kukua persuaded Sita much against her will to draw for her a portrait of Ravana. She then showed this to Ram as a prof that his wife loved and still louged for her abductor. This story was not inverted by the poetess. It must have been one of those orally current but not recorded by Valmiki or by the writer of the 7th book of the Sanskrit poem, for it re-appears in the Kashmiri Ramayan to which I have previously alluded."

Mr. W.F. Stutterhein : হল্যান্ডের Hon'ble secretary to the Indian society *Mr. W. F. Stutterhein* ড. দীনেশ চন্দ্র সেনকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে ঐ সময়ই *চন্দ্রাবতীর রামায়ন 'সম্পর্কে' তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।* তিনি উল্লেখ করেন- *"The accounts of the birth of Sita and of the Jealousy of Kukua as given by Chandravati also occur in the Javanese and Malaya versions of the Ramayana.* He put to me a score of queries in respect of these indigemous Ram-stories enquiring particularly as to the causes of their deviations from the epic of valmiki."

রোমাঁ রোলাঁ ঃ প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁ কিশোরগঞ্জ এলাকার এ লোকসাহিত্য পাঠে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি এখানকার পালাগুলো সম্পর্কে সরস মন্তব্য করেছেন। *রোমাঁ রোলাঁ মদীনা, মহুয়া, চন্দ্রাবতী এবং লীলা ও কঙ্কের উচ্চ প্রশংসা করে লিখেছিলেন, "I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story, and Mahua, Kanka and Lila are charming (to mention only those ones)". রোঁমা রোমাঁ রোলাঁ ইংরেজী জানতেন না, তাঁর ভগিনী মেডেলাইন রোঁলা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে Eastern Bengal Ballads এর প্রথম খন্ডটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। রোমাঁ রোলাঁ সেটি থেকেই পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।*

ড. দুসান জবাভিতেল ঃ *চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দুসান জবাভিতেল* ১৯৬০ ঈ. অক্টোবরে ইউনেস্কোর বৃত্তি নিয়ে পূর্ববঙ্গের গাঁথা গবেষণা করার অভিপ্রায়ে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যে ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সঙ্গে ছিলেন *কবি জসীম উদ্‌দীন।* ড. দুসান জবাভিতেল উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিখে Bengali Folk Ballads from Mymensingh (c.u.) শীর্ষক যে আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে তাঁকে আর অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়নি। ড. জবাভিতেল তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেন- "To ascertain the truth and to find out to what extent the editor re-arranged some parts of the individual ballads, as he mentioned in his prefaces, I tried to see the collector's manuscripts; they

www.pathagar.com

are in the keeping of one prof. D.C. Sen's sons. Unfortunately, I was able only to ascertain that they still exists, but was not given the opportunity to read them." রোঁমা রোলাঁর বোন মেডেলাইন কর্তৃক Eastern Bengali Ballads এর প্রথম খন্ডটির যে ফরাসী অনুবাদ করেন সে সম্পর্কে ড. জবাভিতেল বলেন- "However great its merit may have in presenting the ballads to non Bengali readers, it must be said that this translation does not faithfully reproduced the Bengali Text. Eastern Bengal Ballads ও ময়মনসিংহ গীতিকা- পূর্ববঙ্গ গীতিকার সম্পর্কটি অনেকটা ল্যাম্বের Tales from Shakespeare এর সঙ্গে মূল সেক্সপিয়ারের নাটকের মত।

পরবর্তীতে বিশ্বের আরও বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনেক গবেষক কিশোরগঞ্জ এলাকার লোক সাহিত্যের উপর তাদের গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেন। শুধুমাত্র বাংলাদেশ আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যেসব খ্যাতনামা লোকবিশারদ লোকসাহিত্যের 'খনি' খ্যাত কিশোরগঞ্জে তথ্য আহরণ, সরেজমিনে যাচাই এবং অন্যান্য গবেষনাকর্ম চালানোর জন্য এসে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

প্রফেসর হেনরি গ্লাসি ঃ *আমেরিকার* বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ, আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি ও ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং ফোকলোর ও আমেরিকান সভ্যতা বিষয়ের অধ্যাপক, *প্রফেসর হেনরি গ্লাসি* বাংলা একাডেমি আয়োজিত তৃতীয় জাতীয় ফোকলোর কর্মশালায় যোগদানশেষে লোক সাহিত্যের তীর্থভূমি কিশোরগঞ্জে আগমন করেন এবং এখানকার লোকসাহিত্যের নানা বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধানে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন।

প্রফেসর লরি হংকো ঃ *ইউনেস্কোর ফোকলোর বিশেষজ্ঞ সদস্য এবং ফিনিশ লিটারেরী সোসাইটির সভাপতি, নর্ডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রখ্যাত লোক বিশেষজ্ঞ প্রফেসর লরি হংকো* বিশ্ব সাহিত্যে নন্দিত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোকসাহিত্য সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়ে এ অঞ্চলে সফর করতে আসেন।

ড. সুজুকি ঃ *জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প্রখ্যাত লোকতত্ত্ববিধ ড. সুজুকি* গ্রাম্য গাঁথা ও গীতিকার সন্ধানে কিশোরগঞ্জে আগমন ও তিন দিন অবস্থান করে অনেক তথ্যসংগ্রহ করেন।

মিস হিরোকো ও ড. বোরিল ঃ *জাপানের খ্যাতনামা ফোকলোরবিদ মিস হিরোকো ও ড. বোরিল* দুইদিন কিশোরগঞ্জ অবস্থান করে 'লোকঐতিহ্য' বিষয়ে সমীক্ষা চালান।

ড. হেলি উসিকালা ঃ *ফিনল্যান্ডের হেলসিংকী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ড. হেলি উসিকালা* ১৯৭৭ সনে ফোকলোর বিষয়ে গবেষণার জন্য কিশোরগঞ্জে আসেন এবং দীর্ঘদিন অবস্থান করে এখানকার লোক সাহিত্যের খনি থেকে তথ্য আহরণ করেন।

ড. শীলা বসাক ঃ *ভারতের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শীলা বসাক* কিশোরগঞ্জে এসে 'ব্রতকথা' বিষয়ে তিনদিন কাজ করেন।

ড. দেব কন্যা সেন ঃ *ড. দনিশচন্দ্র সেনের সুযোগ্যা নাত্নী ড. দেবকন্যা সেন* লোককথার উপর গবেষণা কর্মের সরেজমিনে অভিজ্ঞতার জন্য কিশোরগঞ্জে এসে দুইদিন অবস্থান করে তার গবেষণা কর্ম চালান।

ড. নবনীতা দেবসেন ঃ ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. নবনীতা দেব সেন তিনদিন কিশোরগঞ্জে অবস্থান করে চন্দ্রাবতীর রামায়নের উপর কাজ করেন।

এছাড়া ভারতের বিশিষ্ট ফোকলোর বিদ মি. টি. টোম্বাসিংহ ও লোকসাহিত্যের তীর্থভূমি খ্যাত কিশোরগঞ্জে এসে তার গবেষণা কর্ম চালান।

এখানকার সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পন্ডিতদের মূল্যায়ন ঃ

কোন একটি অঞ্চলের সাহিত্য বিশ্বব্যাপী চর্চিত, পঠিত এবং নন্দিত হতে থাকলেও দেশের প্রথিতযশা পন্ডিত এবং খ্যাতিমান সাহিত্যিকগণের মূল্যায়নের বিষয়টিও এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয়। এ নিরিখে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোক সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষার শীর্ষস্থানীয় পন্ডিতগণের মতামত আলোচনার অবকাশ রাখে। এ এলাকার স্বতোৎসারিত এ লোক পালাগুলো যে বাংলা সাহিত্যের শুধু শ্রেষ্ঠই নয় বরং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে নন্দিত হবার আগে এ বিশ্বাসটি আমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

আগে বদ্ধমূলে হতে হবে। এবার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গুনীদের মতামত মূল্যায়ন করা যাক-

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত ঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৯ সনে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় অনুষ্ঠিত আল হক সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে এবং ১৩৪৫ বাংলা সনের (১৯৩৮ ঈ.) ১০ ও ১১ই আষাঢ় পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে দুইটি মূল্যবান অভিভাষণ রাখেন। দুটি অধিবেশনেই তিনি লোক সাহিত্য সম্পর্কে যে মূল্যবান অভিভভাষণ দেন তাতে এখানকার সাহিত্যের সাথে আন্তর্জাতিক লোক সাহিত্যের মিল বা সংযোগের প্রসংগটিও স্থান পায়। তাঁর এসব অভিভাষণ পাঠ্য তালিকায় ছিল ও আছে। কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে তিনি *ময়মনসিংহ গীতিকার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, "এ গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়াতে 'বঙ্গ' সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। যেমন চন্দন তরুগুলি মলয় পর্বতের নিজস্ব সম্পদ, ময়মনসিংহ গীতিকাগুলিও এই পূর্ব ময়মনসিংহের নিজস্ব সম্পদ।"* পত্র-সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বইয়ের লেখক আ. মু. মু. নূরুল ইসলাম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন। "*উক্ত গ্রন্থটি পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।* বইটিতে ১১টি চিত্র ও মূল্যবান একটি ভূমিকা ও সর্বমোট ৩৯২ পৃষ্ঠা আছে। *যাঁরা বাংলায়-অনার্স ও এম. এ. শ্রেণীতে পড়াশুনা করেন তাদের জন্য উক্ত গ্রন্থটি স্পর্শ না করল তাঁদের ডিগ্রী নেয়া শুদ্ধ হবে না।* গ্রন্থখানার দৈর্ঘ ও প্রস্থ ৯.৬।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষ্য

১৯২৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশিত হয়ে সারাবিশ্বে আলোড়ন তুলে। বিলম্বে হলেও ১৯৩৯ সনে (১৩৪৬ বাংলা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ড. দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একপত্রে এ গীতিকা সম্পর্কে যে প্রশংসা করেন তা এ এলাকার সাহিত্য কীর্তির আরেক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত পত্র থেকেই উদ্বৃত্ত করছি-

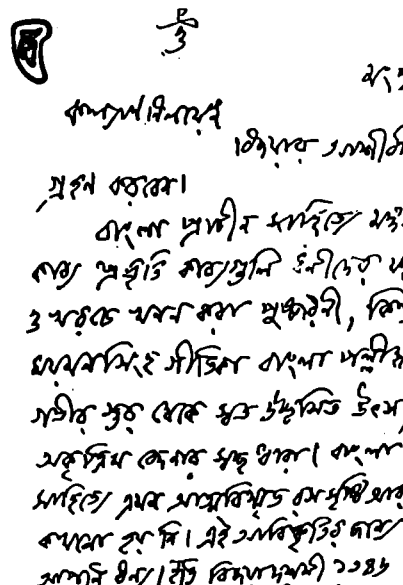

দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

www.pathagar.com

ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য

১৯৯৪ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর ঈসাখাঁ মসনদ-ই-আলার ৩৯৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ স্থানীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে *প্রখ্যাত লোক বিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী কিশোরগঞ্জকে লোক সাহিত্যের খনি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন- "মৈমনসিংহ গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ড. দীনেশ চন্দ্র সেন যেসব পালার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন এর দুই তৃতীয়াংশ কিশোরগঞ্জের। এ পর্যন্ত 'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' পৃথিবীর ২১টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।"*

এ পর্যন্ত বাংলাভাষার অন্য কোন বই ২১টি ভাষায় অনূদিত হবার কথা জানা যায়নি। ফলে বাংলাদেশের এবং বাংলাভাষার বিশেষ করে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে দাবী করা অযৌক্তিক হবে কী?

ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য

বিশ্বসাহিত্যে যে কয়টি ভাষার আধিপত্য এর মধ্যে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে বিশেষ করে মোগল আমলে ফার্সী ছিল রাজভাষা। ফলে আমাদের বাংলাদেশে এ ভাষার ব্যাপক চর্চা হয়েছে। আমাদের কিশোরগঞ্জ অঞ্চল এ ভাষা চর্চার অন্যতম পাদপীঠ হিসেবে চিহ্নিত। মোগল আমলে নির্মিত *এ অঞ্চলের মসজিদগুলোতে যেসব শিলালিপি* স্থাপন করা হয়েছে এর অধিকাংশই *আরবী ও ফার্সীতে লেখা*। এ সময়কালের রাজকীয় ফরমানগুলোও ফার্সীতে লেখা। এসব শিলালিপিগুলো এবং ফরমানগুলো ছাড়াও হাতে লেখা কোরআন শরীফ এ এলাকায় ক্যালিগ্রাফী চর্চার প্রমাণ বহন করে। আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইসলাম খাঁ চিশতি যখন ঢাকার সুবাদার হয়ে আসেন তখন তাঁর সেনাপতি ইতিমাম খাঁ, মীর্জা নাথান, কিশওয়ার খাঁ প্রমুখ এ অঞ্চলে অভিযান পরিচালনায় আসেন। মীর্জা নাথান লিখিত বাহারিস্থান-ই-গায়বী নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থটিও ফার্সীতে লেখা হয়। পাকুন্দিয়ার মঙ্গলবাড়ীয়ায় ১৮০২ সনে একটি ফার্সী মক্তব স্থাপিত হয়- যেটি ১৮৭২ সনে মঙ্গলবাড়িয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিতি লাভ করে। *১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলে* সেখানে ১৮০৫ থেকে ১৮০৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের *অষ্টগ্রাম থানা নিবাসী সৈয়দ রহিমুদ্দিন ফারসী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন।* তিনি পরবর্তীতে আলীগড় এবং বুন্দেল খন্ডে কর্মজীবন অতিবাহিত করে ১৮১৯ সনে দেশে ফিরে আসেন। একই পরিবারের *সৈয়দ নাজমুদ্দীন আহমদ* ১৮০৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর চাচা সৈয়দ রহিমুদ্দীনের কাছ থেকে প্রাথমিক উর্দু, আরবী ও ফার্সী শিক্ষা লাভের পর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য দিল্লী ও ও লখনৌ গমন করেন। তিনি সেখানে উর্দু, ফার্সী, আরবী, ছাড়াও ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিদ্যায় প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উত্তর ভারতে অবস্থানকালে সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর হাতে বয়আত হন এবং জেহাদ আন্দোলনে অংশ নেন। ১৮৩০ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ বেরেলবী শাহাদাৎ বরণ করলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং টালিগঞ্জে বসবাসরত *টিপু সুলতানের পুত্র শাহজাদা গোলাম হোসাইনের অনুরোধে তাঁর দরবারে মেহমান হন।* তিনি সেখানে শাহজাদার পুত্রদের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং একই সাথে সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন ও বিভিন্ন সভা সমিতিতে অংশ নেন। ১৮৬৫ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি মৌলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেবের সংগী হিসাবে ধর্ম প্রচারে ও সমাজ সংস্কারে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর কাব্য নাম ছিল নাদের এবং *রচিত কাব্যের নাম ছিল দেওয়ান-ই নাদের।* ঐতিহাসিক বৌলাই সাহেব বাড়ীর কবি আবদুল হাই আখতার (১৮৪১-১৯২০) *তাবসিরাতুল আতফাল, মাসলাকুল আহনাফ ফী মাসায়েলিল ইতেকাফ, কালেমাতুল হক ইত্যাদি ফার্সী ভাষায় রচনা করেন। কবি মাহমুদুর রব সিদ্দিকী- যিনি খালেদ বাঙালি নামে সারা উপমহাদেশে পরিচিত উর্দু ভাষায় আখতার নামে পত্রিকা প্রকাশ করতেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি মোশায়রা ছাড়াও তাদের নিজবাড়ী বৌলাইয়েও মোশায়রা হতো।* যেখানে বিভিন্ন দেশের উর্দুভাষীগণ অংশ নিতেন। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান লিখিত 'Dacca the City of Mosque' বাইটির নামপত্র শুরু হয়েছে কবি খালেদ বাঙালীর একটি কবিতার লাইন দিয়ে "O Dhaka, the Garden city, the Queen (of the Cities) of the East" থেকেও তার কবি খ্যাতির পরিচয় মিলে। বৌলাইবাড়ীর *সৈয়দ হবিবুল হক সাহেব ছিলেন উর্দু এবং ফার্সীতে খুবই দক্ষ। ইরানের শাহানশাহ পাকিস্তান আমলে ঢাকা এলে তাকে যে ফার্সী মানপত্র দিয়ে বরণ করা হয়েছিল এটির রচয়িতা ও উপস্থাপনায় ছিলেন* সিলেট বিজয়ী সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন মালেকুল উলামার বংশধর *সৈয়দ হবিবুল হক*।

www.pathagar.com

মাওলানা আলী নেওয়াজ রচনা করেন ফার্সী বই পড়তুবে আকতার (১৯০৫), হোসেনপুরের *আফছার উদ্দিন* রচনা করেন চশমায়ে মাসিহী ইত্যাদি।

ফার্সী চর্চায় এখানকার আর যাদের নাম করতে হয় তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক বৌলাই সাহেব বাড়ীর *শেখ মুহাম্মদ নজির এর মসনবীয়ে বিদ্যা সুন্দর, শেখ মুহাম্মদ মুনীর এর বদরে মুনীর,* একই পরিবারের *কবি মনিরউদ্দীন ইউসুফ (১৯১৯-১৯৮৭) বিশ্ব সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কালজয়ী মহাকাব্য কবি আবুল কাসেম ফেরদৌসী রচিত শাহনামা দীর্ঘ সতের বছরের পরিশ্রমে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছেন তার এ অনুবাদকর্ম জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী থেকে ৬ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ব সাহিত্যে বহুল পঠিত এ বইটিই সম্ভবত এ যাবৎ বাংলা ভাষার বৃহত্তম অনুবাদ কর্ম।* ফার্সী থেকে অনূদিত তার অন্যান্য বইয়ের নাম দীওয়ান ই গালিব, কালামে রাগিব, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, ইকবালের কাব্যসঞ্চয়ন ইত্যাদি। এ লাইনে *কবি আজহারুল ইসলামের অনুবাদ রুবাইয়াৎ-ই-সাইফউদ্দিন বাখারজী* উল্লেখ যোগ্য।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য ঃ

এখানকার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে আরবী ভাষায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে *কিশোরগঞ্জে জন্ম গ্রহণকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন মুহিউদ্দীন খান এর তফসীরে মারেফুল কোরান* (মূলঃ পাকিস্তানের মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) সারাদেশে জনপ্রিয় ও সমাদৃত। *সৌদি আরবের আল কোরআন কমপ্লেক্স তাঁর এ তফসির প্রকাশ করে সারাদেশে ও সারা বিশ্বে বিনামূল্যে বিলির ব্যবস্থা করেছে।*

খ্যাতিমান এ আলেমে দ্বীনের আরবী ও উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ সীরাত বিষয়ক বইয়ের মধ্যে সীরাতুল মুস্তাকিম (মূল. ইমাম গাযযালী (র.), সীরাতুন্নবী (মূল আল্লামা শিবলী নোমানী (র.) ও সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র.), হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে, শাওয়াহেদুন নবুওয়াত (মূলঃ আল্লামা আবদুর রহমান জামী), প্রিয় নবীজীর অন্তরঙ্গ জীবন, ওসওয়ায়ে রসুলে আকরাম (সা.) সহ আরও অনেক বই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আর যারা অনুবাদ কাজে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে *মাওলানা খুরশীদ উদ্দিন*-মুসলমানদের উত্থান ও পতন (অনুবাদ,) মুসলিম শরীফ, তাবারী শরীফ ইত্যাদির অনুবাদ ছাড়াও তিনি আরবী মূল বইয়েরও লেখক। তিনি ইরানের ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার লাভ করেন। *মাওলানা মাহমুদুর রহমান, তফসীরে সূরা ইয়াসিন লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। মাওলানা আবুল খায়ের মোঃ নূরুল্লাহ* সাহেব ও বাংলা আরবী উর্দু ও ইংরেজীতে শতাধিক বই রচনা করেন। *মাওলানা ফরিদউদ্দিন মাসউদ* অনুবাদ করেন তফসীরে জানাইল (দুইখন্ড), এছাড়া *উর্দু ভাষায় কবি আবদুল হাই আখতার রচনা করেন বারাহিন এ জিয়াদ ফি সাদ্দে বাব ইল ইলহাদ* (১৮৮৪)। সংস্কৃত ভাষা, নাগরী ভাষা ইত্যাদির চর্চার মাধ্যমেও কিশোরগঞ্জ তার সাহিত্য ভান্ডারকে করেছে উর্বর।

চলচ্চিত্র ঃ চলচ্চিত্র শিল্পে *বিশ্বখ্যাত অস্কার বিজয়ী মসুয়ার রায় পরিবারের সত্যজিত রায়ের* পূর্ব পুরুষগণও প্রথমে যশোদল ও পরে কটিয়াদীর বসতি ছিলেন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান নামকরা অভিনেতা *ইলিয়াস কাঞ্চন* ও এ জেলার করিমগঞ্জ থানার লোক।

ইতিহাস ঃ এ এলাকার ইতিহাস চর্চায় বাইরের যারা আগ্রহী হয়েছেন তাদের মধ্যে *ডা. ওয়াইজ,* (ঈসা খাঁ প্রসঙ্গে) *ইউলিয়াম হান্টার*, A Statistical Accounts of Bengal, 1877, *James Taylor*, A description and historical Account of the cotton manufacture of Dacca, London 1851, *F-A Sachse* "Bengal District Gazetteers Mymensingh, *F.B Brudly birt*: The Romance of an Eastern capital, simla 1906. কিতাবুল হিন্দ গ্রন্থ প্রণেতা *আল বিরুনী, সম্রাট আকবরের সভাষদ আবুল ফজল, প্রমুখ আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিকগণ তাদের মূল্যবান বইগুলোতে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের নানা বিষয়ে বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।*

এছাড়া এখানকার ইতিহাস বেত্তা *মুহম্মদ মতিওর রহমান* রচনা করেন *ঐতিহাসিক অভিধান,* দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা, - ভৈরবের চন্ডিবের নিবাসী মরহুম ড. *এ সাদেক* এর 'Disparity of East Pakistan'. *মরহুম কবি আজহারুল ইসলাম* অনুবাদ করেন *কনস্টান্টিনোপলের পতন*, কটিয়াদীর *প্রমথ রায়* রচনা করেন Mossolini the cult of Italian Youth. P.B Shelly the Romantic, সদর থানার মাহিনন্দ গ্রামের ঐতিহাসিক লেখক *নিশীথরঞ্জন রায়* তার The city of job charnoki, The Bengal Nawabs, Sources of history of calcutta, Review of Historical Studies সহ বহু বই রচনা করেন।

www.pathagar.com

শিল্পকলা ঃ *কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন* (১৯১৪-৭৬) আমাদের আরেক গর্ব। দেশে আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর (Bangladesh Folk Arts & crafts foundation) প্রতিষ্ঠা তাঁর কীর্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্যের এ নন্দন তাত্ত্বিক শাখায় তিনি বিশ্বব্যাপী নন্দিত। Bombay cronicle পত্রিকায় দেখে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্ট্যাটস্ম্যান পত্রিকায় পুরস্কার প্রাপ্তির খবর শোনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক আবহেই তাঁর যাত্রা শুরু। *তাঁর চিত্রকর্ম পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ও আলোচিত হয়েছে। বিখ্যাত বৃটিশ চিত্র সমালোচক এরিক নিউটন (Eric Newton) জয়নুলের আঁকা কাক সম্পর্কে বলেছেন - 'This is somthing which was never achieved before by anyone'. খ্যাতিমান সমালোচক রিচার্ড গ্যারেট উইলসন বলেন 'I would not be surprised of later generations would recognise and acclaim him as the Rabindranath of bengali printing' ডলফ্ রাইসার (Dolf Rieser), জন বাকল্যান্ড রাইট, ড. মুলক রাজ আনন্দ, মি. পি. জে, ব্রুসল্যান্ড, সরোজিনি নাইডু, হার্বার্ট রিড্, অস্কার থমসন, প্রমুখ বিশ্বখ্যাত চিত্র সমালোচকগণ ছিলেন জয়নুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।*

তিনি জাতিসংঘের ইউনেস্কো আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক চিত্রকলা সম্মেলন, ইটালী, রকফেলার ফাউন্ডেশানের অধীনে বিশ্ব সফরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, মেক্সিকোসহ বহুদেশে ভ্রমণ করেন। এছাড়াও সোভিয়েট ইউনিয়ন, পেশোয়ার, ইরান, মিসর, সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন দায়িত্বে যোগদান করেন। পৃথিবীর নামকরা মিউজিয়ামগুলোতে তাঁর ক্যানভাস সাজানো রয়েছে। চিত্রশিল্পে বিশ্বজয়ী এ অমর শিল্পী সম্পর্কে লিখতে গেলে আলাদা বই হয়ে যাবে তাই এখানে ক্ষ্যান্ত দিলাম। কিশোরগঞ্জের আর যে সব শিল্পী আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী তাঁদের মধ্যে *উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর* নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গচিহাটার *হেমেন্দ্র নাথ মজুমদার* (১৩০১-১৩৫০) সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে কলকাতা আর্ট কলেজ সাজানোর আদেশ অমান্য করে কলেজ ত্যাগ, পাতিয়ালার রাজ শিল্পী হিসাবে অধিষ্ঠিত হওয়া- ইন্ডিয়ান মাস্টার অব আর্ট অব এইচ মজুমদার নামক চিত্র পত্রিকা গুলোর সম্পাদনা সহ নানা চিত্র কর্মের জন্য বিখ্যাত। *এম, এ কাইয়ুম* (জন্ম ১৯৪২) সোনারগাঁ লোক শিল্প জাদুঘরে ১৯৮৫-৮৬ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সন থেকে রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে ফোর্ড ফাউন্ডেশানের কনসালটেন্ট এর দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে প্রর্দশক হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি করাচী লাহোর, রাওয়ালপিন্ডীতে দলগত প্রদর্শনীতে ও অংশ নেন। *মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান খান* (জন্ম ১৯৪৬) কটিয়াদীর ধূলদিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। ভারতের বরোদা থেকে ১৯৭৬ এ ফাইন আর্টসে (ব্রডকাস্টিং) মাস্টার ডিগ্রী নেন। এ লাইনে তিনিও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। জাতীয় ভাবে আরো অনেক চিত্র শিল্পী এ এলাকার গৌরব বৃদ্ধিতে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় ঃ মধ্যযুগে তুলট কাগজে, তাল পাতায় ইত্যাদি ত লেখা তিন শতাধিক পুঁথির পান্ডুলিপি রয়েছে আমাদের কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর মিউজিয়ামে। যার অনেকগুলো যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, অংকশাস্ত্র, সন, ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট। এ এলাকায় সাহিত্যিকদের মধ্যে ইটনা থানার সহিলা গ্রাম নিবাসী *ড. নীহার রঞ্জন রায়*- ১৯৩৬ সনে হল্যান্ডের লাইডেন (Leiden) বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টরেট ডিগ্রী নেন। তাঁর রচিত *বাঙালীর ইতিহাস' আদি পর্ব* বিশ্বব্যাপী নন্দিত। তিনি India & image in indian Art, Mughal paintings. Matal sculptures of Bengal, Brahmanical Gods in Burma (১৯৩২), Tera veda buddhism in Burma (১৯৪৬) Indo Burmese Art (১৯৪৬) ইত্যাদি মূল্যবান বই রচনা করেন। কিশোরগঞ্জের অরেক সাহিত্য ব্যক্তিত্ব কটিয়াদীর বনগ্রাম নিবাসী *নীরোদ সি চৌধুরী* (জন্ম ১৮৯৭)। তাঁর রচিত *'The autobiography of an unknown Indian' শুরু হয়েছে এভাবে "Kishoreganj, my birth place...* বর্তমানে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসরত শতায়ু এ লেখকের অন্যান্য বইগুলোর মধ্যে A passage to England (১৯৫৯), The continent of Circe (১৯৬৫) Scholars Extra Ordinary. The Wife of professor The Rt. Hon. Freiedrich Maxmuller P.C. (১৯৭৪), Clive of India (৭৫) উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া *উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী*, প্রথম ভারতীয় এফ. আর. সি. এস উপাধিধারী *সুকুমার রায়*, সমাজ সেবায় কাইজার ই - হিন্দ উপাধি প্রাপ্ত একই পরিবারের *সুখলতা রাও*, যার বাংলা ইংরেজী ২০ টি রচনার মধ্যে New steps, living light ইত্যাদি বিখ্যাত। কিশোরগঞ্জ সদরের মেয়ে *শেফালী নন্দীর*

www.pathagar.com

রচিত Bengali for Foreigners একটি উল্লেখ যোগ্য বই। এ ছাড়াও তার রচনার মধ্যে রয়েছে গীতি মুখর ভিয়েনা, সিস্টার মিস মিত্র, ইভান ইভানোভিচ, বরফের দেশ সাইভ্যান, ইত্যাদি যে গুলো আন্তর্জাতিক বলয়ের আবহে রচিত।

লোক সাহিত্য ঃ ড. *আশুতোষ ভট্টাচার্য* কটিয়াদী থানার বকজোর কান্দি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মোট ৮৫ টি বইয়ের মধ্যে (১) An introduction to the study of medieval Bengali Epics (২) Early Bengali Shiva Poetry (১) সোভিয়েতে বঙ্গ সংস্কৃতি (৪) The Ramayana in India Chhau dance (৫) Chhau Dance of purulia (৬) Chhau Dance of purulia in Europe (৭) পুরুলিয়া থেকে প্যারিস (৮) Chhau Masked Dance of west Bengal in America (৯) পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা (১০) সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া (১১) The Sun and the Serpent love of Bengal (১২) অজানা অস্ট্রেলিয়া (১৩) Folklore of Bengal (১৪) ইরান ভ্রমণ (১৫) জাপানের আঙ্গিনায়- ইত্যাদি বইগুলো আন্তর্জাতিক পাঠ পরিধিতে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। *রেবতী মোহন বর্মনের* (১৯০৫-৫২) হেগেল ও মার্কস, ক্যাপিটাল, (মার্কস এর ক্যাপিটালের বাংলা অনুবাদ), লেলিন ও বলশেভিক পার্টি, Society & its Development, Marxist View of Capital, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইত্যাদি ছাড়াও বেশ কিছু বাম তাত্ত্বিক বইয়ের অনুবাদ করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক আবহে রচিত এখানকার অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে *অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক* রচিত রাজনৈতিক আদর্শ (বার্ট্রান্ড রাসেল) মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব, *শেহাব উদ্দিন আহমদ* এর তিনটি জার্মান গল্প। *সৈয়দ কমরুদ্দিন হোসাইনের-* কান্টের দর্শন, *সৈয়দ নাজমুদ্দিন হোসাইনের-* যুক্তরাষ্ট্রের দিন লিপি, *অধ্যাপক রফিকুর রহমান চৌধুরীর-* ড. জেকিল ও মি. হাইড (অনুবাদ) বারটি বিদেশী ছোট গল্প, *এ. এফ. এম. শহীদুল্লাহর-* এ ম্যানুয়েল অব ইসলামিক হিস্ট্রি, সদর থানার *মোহাম্মদ সাইদুরের* লিখিত ইউনেস্কো প্যারিস থেকে প্রকাশিত বই Popular Art in Bangladesh (1987) An Anthology on Crafts of Bangladesh (National Crafts Council of Bangladesh (১৯৮৭), Woven Air (The muslim & Kantha Tradition of Bangladesh, Witech apel Art Gallery london (১৯৮৮) উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু লোককাহিনীর ও পালার সংগ্রাহক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এখানকার লোকসাহিত্য সংগ্রহের উদ্যোগ, *বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এর প্রকাশনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলি পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তি,* ইত্যাদির কারণে এখানকার সাহিত্য প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক মর্যাদায় মূল্যায়ন পেতে থাকে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য যে থিসিসের উপর এম. ফিল এবং পরবর্তীতে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন এটিও এখানকার একটি বিষয়ের কারণে প্রথমদিকে আটকা পড়েছিল। এ প্রসংগে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর রিপোর্টে লক্ষ্য করা যায় যে, "The candidate does not acknowledge the source of his information in all cases. I find that in eight places he has quoted from my book (pp 57, 67, 78, 80, 111, 128, 136, 138) without acknowledgement (vide my presidential Address of the East Mymensingh literary conference B.S. 1345)." তিনি আরও কতগুলো মারাত্মক ত্রুটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অবশেষে মন্তব্য করেন- "I am sorry that I can not recommend it for D. Litt. as I think it does not come upto that standard."

কবি জসীম উদ্‌দীন, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, রওশন ইজদানী, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, মোহাম্মদ সাইদুর, প্রমুখের লোক সাহিত্য চর্চার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলো এ এলাকা থেকেই সংগৃহীত এবং প্রকাশিত। *ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এখানকার দুই দুইটি সম্মেলনে ভাষণ* এবং এখানকার আরেক কৃতি সন্তান তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি. সি প্রসেফর ড. এম. ও গনি তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম Emeritus Professor এর পদ সৃষ্টি করে তাকে নিয়োগ করে সম্মানীত করেছিলেন। ইত্যাকার অনেক ঘটনা, ঘটনার অনুষংগ কিশোরগঞ্জের সাথে জড়িত। এ জন্যই কিশোরগঞ্জবাসী আজ গর্ব করতে পারে যে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে এখানকার সাহিত্য যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে- যা গোটা বাংলাদেশের নিরিখে যৎসামান্য নয় বরং কিশোরগঞ্জের এ সম্পদকে দিয়েই আন্তর্জাতিক বলয়ে বাংলাভাষার এবং বাংলাদেশের সুনাম বয়ে আনছে এবং আগামীতেও আনতে থাকবে।

www.pathagar.com

এহেন পরিস্থিতিতে কিশোরগঞ্জে একটি আন্তর্জাতিক মানের ফোকলোর ইনস্টিটিউট স্থাপনের দাবী খুবই যৌক্তিক এবং প্রবন্ধকার অত্যন্ত সংগত কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কাজে এ দাবীটি উত্থাপন করছে।

এ ছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভি সি ও ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভি সি- ড. ওসমান গণি, কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভি সি- *ড. আবুল কালাম মুহম্মদ আমিনুল হক*, র‍্যাংলার *আনন্দ মোহন বসু, ড. আবদুল কাদির, ড. আবদুল লতিফ* প্রমুখ পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন এবং কেউ কেউ হুজ হু ইনদি ওয়ার্ল্ড ইত্যাদিতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। রাজনৈতিক সমাজ সংস্কার ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এখানকার মাটিতে পা রেখেছেন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব *মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, রাশিয়ার কৃষক নেত্রী তাতিয়ানা,* ইংরেজ *বড়লাট পঞ্চম জর্জ নেতাজী সুভাষ বোস* (১৯২৭), *মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ* (১৯৩৬) *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী* (১৯৪৫) *লিয়াকাত আলী খান* (১৯৪১), *শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান* প্রমুখ বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এখানকার মাটিতে একাধিকবার পদার্পন করে এ এলাকার সামাজিক, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন। বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে তাই কিশোরগঞ্জের অবস্থান নিঃসন্দেহে গৌরব জনক। বিভিন্ন ভাষা থেকে এখানকার লেখকগণ যেমন অনুবাদ করেছেন তেমনি ভিনদেশী ভাষায়ও এখানকার লেখকদের বই অনূদিত হয়েছে। বাগদাদের দরসে নিজামিয়ার এবং ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরনে গঠিত এখানকার *জামিয়া-ই-এমদাদিয়ায়* বিভিন্ন উচ্চ মানের আরবী ফার্সী সাহিত্য পড়ানো হওয়ায় এ ধারায়ও বিশ্বসাহিত্যের সাথে এখানকার লোকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার এখানকার কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্ম বিশ্বের নামিদামী লেখক-সমালোচক, গবেষকদের দ্বারা পঠিত, চর্চিত হয়ে এ এলাকার সাহিত্য আন্তর্জাতিক বলয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এ বিষয়ে প্রবন্ধ নয়- বড় বই রচিত হতে পারে। আগামীতে বিষয়টিকে আরও সুবিন্যস্ত করার আশা নিয়ে শেষ করছি।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়- ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. Syed Muhammad Taifoor : Glimpses of old Dhaka, page- 30. (Bangladesh Edition).

৩. Ibn Batuta, Rihla- 613 : History of the Muslims of Bengal, volume 1A, Dr. Muhammad Mohar Ali page. 128.

৪. মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর ঃ শ্রী চৈতন্য দেবের পূর্ববঙ্গ সফর ঃ সাহিত্য পত্রিকা- সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তেত্রিশ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৯৬ পৃঃ ১১৭-১১৯।

৫. মোঃ আবদুর রাজ্জাক ঃ বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি (১৪০০-১৯৮৫) ১ম খন্ড পৃঃ ৪৪, ১০৬-১০৮।

৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-লন্ডনে সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য বাংলা বই ঃ মাসিক বই, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র বাংলাদেশ- ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৩।

৭. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ঃ কিশোরগঞ্জের দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুঁথিকার ঃ মাসিক বই অক্টোবর'৯৫ পৃঃ ১৪-১৯।

৮. অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য় খন্ড ২য় পর্ব।

৯. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য- ২য় খন্ড পৃঃ ৮৮৮।

১০. Bengali Folk Ballads from Mymensingh, p. 59 (Foot note).

১১. Dr. Dusan zbavitel : Folk Ballads from Mymensingh pp. 7-8., 38 (Foot note).

১২. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পৃ. ৪২১।

www.pathagar.com

১৩. আ. মু. মু. নূরুল ইসলাম ঃ পত্র-সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।
১৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ (১৮০১-১৯৭১) ১৯৮৬ পৃঃ ২৪২-৪৩।
১৫. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ঃ কিশোরগঞ্জে শিক্ষা সংস্কৃতিকর ক্রমবিকাশ ঃ স্মৃতি প্রাঙ্গণ- সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা ১৯৯৪, গুরুদয়াল সরকারী কলেজ, কিশোরগঞ্জ।
১৬. মোহাম্মদ সাইদুর ঃ মোহাম্মদ আলী খান, কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, ১৯৯৩।
১৭. Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca the city of mosque, Islamic Foundation, Bangladesh-1981.
১৮. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ঃ 'বাংলাদেশে ফারসী সাহিত্য' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩।
১৯. মুহাম্মদ আসাদুর আলী, চর্যাপদে সিলেটী ভাষা, ১৯৯৩ পৃ. ২০, ২৯।
২০. মথুরা নাথ চৌধুরী, শ্রীহট্টের প্রাচীন কথা- শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।
২১. কে. এম. হাবিবউল্লাহ, মাসিক বই ২৯ বর্ষ, ৪র্থ+৫ম (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৪) সংখ্যা।
২২. আবদুল মতিন ঃ জয়নুল আবেদীন, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, এপ্রিল, ১৯৭৮।
২৩. এ সাত্তার ঃ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারী, ১৯৮৮।
২৪. বাংলাদেশ আমলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফোকলোরবিদগণের কিশোরগঞ্জে আগমন এবং অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যগুলো প্রখ্যাত ফোকলোরবিদ মোহাম্মদ সাইদুর এর কাছ থেকে নেয়া।
২৫. সৈয়দ আজিজুল হক ঃ দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯০।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ এ আমাদের অভিনন্দন

সুরম্য ত্রিতল প্রাসাদে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
অপারেশন রুমসহ সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত
ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবায় আমরা সদা প্রস্তুত।

আমাদের এখানে রয়েছে-

০ আলট্রাসনোগ্রাফি
০ চোখের চিকিৎসা ও অপারেশন
০ সাধারণ ডেলিভারী ও সিজারিং ডেলিভারীর ব্যবস্থা
০ ব্লাডার স্টোন অপারেশন সহ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

ফিরোজা নার্সিং হোম ও চক্ষু ক্লিনিক
মাকসুদা টেরেস
বকুলতলা, খড়মপট্টি, কিশোরগঞ্জ। ফোন-৯৭৬

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর সেক্রেটারী বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট নাসিরুদ্দিন ফারুকী'র আলোচনা

আজকের সভার পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক আশরাফুদ্দীন সাহেব, আজকের অনুষ্ঠানের বিপুল সম্মানীত প্রধান অতিথি, আলোচক জনাব অধ্যাপক জালাল আহমদ ও সুধ-ীমন্ডলী-

আসলে যে বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন 'বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান' বিষয়টি নিয়ে আমার কিন্তু সংশয় ছিল যে এরকম একটি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা? প্রবন্ধকার নিজেই বলেছেন "বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান বিষয়টি কারও কারও কাছে হয়ত প্রশ্নের সৃষ্টি করবে। বিশ্বসাহিত্যের বিশাল পরিমন্ডলে একটি দেশের ক্ষুদ্র একটি অঞ্চলের অবস্থান কতটুকুই বা হতে পারে।" প্রবন্ধকার নিজেই যে বিষয়টি বলেছেন আসলে এটি আমারও প্রশ্ন, সকলেরই প্রশ্ন। আমি লক্ষ্য করেছি যে এজন্য প্রবন্ধকারকে অনেক বই পড়তে হয়েছে - অনেক গভীরে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তার এ প্রবন্ধ থেকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কিশোরগঞ্জের শিল্পসাহিত্যের অবস্থান, কিশোরগঞ্জের গুণীজনদের অবস্থান, সাহিত্য-সংস্কৃতির অবস্থান, এইখানকার মানুষের জীবনবোধ, তাদের সমাজ, তাদের কথা, তাদের কল্যাণবোধের প্রয়োগ, এইগুলি আমরা জানতে পেরেছি। এখানকার মাটির সন্তান নিরদ সি চৌধুরী। তিনি বর্তমানে ইংল্যান্ডের বাসিন্দা হয়ে গেছেন। কারও সাথে দেখা হলে তিনি কিশোরগঞ্জের ভাষায় কথা বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলেন কিন্তু পক্ষান্তরে যে বাঙালী ইংল্যান্ডে বসে বাঙালী চরিত্রের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকতে পারে সেটি আবিষ্কারেরও চেষ্টা করেন সেই নিরদ সি চৌধুরীকে নিয়ে আমরা যত আবেগ প্রকাশ করতে পারি কিন্তু আমার মতে সাহিত্যের জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তার সাহিত্য কর্ম খুব একটা উপকারে আসেনি। কাজেই নিরদ সি চৌধুরীকে নিয়ে বিশ্ব সাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান দেখানো যাবে না। আমাদের এখানকার সবচে মূল্যবান সাহিত্য এখানকার লোকসাহিত্য, এখানকার পুথি সাহিত্য। কিন্তু এই পুথি সাহিত্য, এই লোকজ সাহিত্য এগুলি আমরা নিজেরাই ঠিকমত চর্চা করি না। তাহলে বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে এগুলোর চর্চা হবে কিভাবে? আমাদের এই লোকসাহিত্য নিয়ে চর্চা মাত্র সেই দিন শুরু করেছি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ লাইনে কিছুটা কাজ করে গেছেন ।

হয়বতনগর হাবেলীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৯৩) ও শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৯৪) প্রবন্ধকার যে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন এবং আজকের সম্মেলনে যে প্রবন্ধটি পেশ করলেন এতে এ এলাকার সাহিত্য-চর্চার এক একটি অধ্যায় আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ ধরনের পরিশ্রমী অথচ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপহার দেওয়ার জন্য প্রবন্ধকার মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম অবশ্যই প্রশংসা পাবার দাবীদার।

১৯২৫-৩৮ সনে কিশোরগঞ্জে যেসব সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪৭ পরবর্তী গোটা পাকিস্তান আমলে এখানে কোন সাহিত্য সম্মেলন না হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ নতুন করে সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের এই যে সাহসী উদ্যোগ নিচ্ছে এটা অবশ্যই এ এলাকার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি সাহিত্য পরিষদের সকল কর্মকর্তাদের এ ধারা অব্যাহত রাখার আবেদন জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

সরকারী মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক জালাল আহমদের আলোচনা

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত আজকের এ অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, আজকের এ সম্মেলনের উদ্বোধক সম্মানীত জেলা ও দায়রা জজ, উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ, সম্মানীত সুধী-বৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম "বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান" এ বিষয়ে একটি অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে গেছেন। এবং সেটির উপর জনাব নাসিরুদ্দিন ফারুকী সাহেব এইমাত্র তার আলোচনা পেশ করে গেছেন। বিশ্বসাহিত্যে কিশোরগঞ্জের অবস্থান এ বিষয়ে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম যে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি লিখেছেন তা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি বহু বই পড়ে, গবেষণা করে এ মূল্যবান প্রবন্ধটি দাঁড় করিয়াছেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা যারা এ প্রবন্ধটির উপর আলোচনা করবো পূর্বেই লেখাটি আমাদের হাতে এলে এর উপর গভীর মনযোগ দিয়া পড়ার এবং সুন্দরভাবে আলোচনা পেশ করা সম্ভব হতো। গত রাতে

www.pathagar.com

আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম যখন প্রবন্ধের কপি আমার হাতে দিচ্ছিলেন তখন সম্মেলনের কাজের ব্যস্ততার কারণে ঢাকা থেকে তার কিশোরগঞ্জে আসায় বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রবন্ধটি যথাসময়ে আমাদের হাতে পৌঁছলে আমরা নিজেরাও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারতাম।

প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধে যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত তথ্যবহুল তাতে সন্দেহ নেই। প্রবন্ধটির নামকরণের ব্যাপারে আমার কিন্তু দ্বিমত রয়েছে-জানিনা আপনারা এ বিষয়টি কিভাবে নেবেন। প্রবন্ধটি পাঠ করে আমার যা মনে হয়েছে যে কিশোরগঞ্জের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা 'বিশ্বসংস্কৃতিতে কিশোরগঞ্জের অবস্থান' এই শিরোনাম যদি প্রবন্ধটির দেওয়া হতো তা হলে বোধহয় এ প্রবন্ধটি শিরোনামের দিক দিয়ে যথার্থ হতো। শিল্পকলা এবং সাহিত্য-কলার এক একটি শাখা। প্রবন্ধটিতে শিল্পকলার যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা এ প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয় বলে আমি মনে করি। প্রবন্ধকার অবশ্য সাহিত্যের নন্দন তাত্ত্বিক অন্যান্য শাখা হিসাবে শিল্পকলাকে উল্লেখ করেছেন। আসলে শিল্পকলা এবং সাহিত্য- কলার শাখা প্রশাখা। এ অর্থেই চিত্রকলার বিষয়টি এ প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয়। এর পরও এমন একটি পরিশ্রমী অথচ গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ আজকের এ সেমিনারে উপস্থাপনের জন্য আমি প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানাই।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য পরিষদের জন্মলগ্ন থেকেই আমি তাদের নিরলস কর্মতৎপরতা, কর্তব্য নিষ্ঠা দেখে আসছি। তারা সাহিত্য সম্মেলনের মত বিশালায়তন অনুষ্ঠানমালার আয়োজনের মাধ্যমে এতদঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় যে প্রাণচাঞ্চল্য, যে গতি সঞ্চার করে চলেছেন এ জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

উদ্বোধনী অধিবেশন ও সেমিনার এর সভাপতি অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ-এর ভাষণ

সুধীমন্ডলী,

আজকের কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন তথা গুণীজন সম্বর্ধনা সভার আয়োজকসহ সবাইকে আমি জানাই ধন্যবাদ। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ একাধিক্রমে কিশোরগঞ্জে সাহিত্য সম্মেলন করার মত একটা বড় কাজ করে যাচ্ছে- এটা সাম্প্রতিক কালে আমরা কিশোরগঞ্জে দেখছি। এটা নিঃসন্দেহে একটা প্রশংসনীয় কাজ। এই সংগঠনের সভাপতি এবং সম্পাদক যথাক্রমে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান উভয়েই আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র। আমি তাদের এ তৎপরতাকে বরাবরই উৎসাহ দিয়ে আসছি। আজকের এ সম্মেলনের উদ্বোধক মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ সাহেব শুরুর আগেও একটা শুরু থাকে এবং শেষের পরও একটা শেষ থাকে এরকম একটি চমৎকার উপমা দিয়ে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতির বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন সাহিত্য হচ্ছে সংস্কৃতির আয়না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি একটি ভাল কথা বলেছেন। মানুষ যখন একটি ভাল কাজ করতে চায় তখন আসে নানা প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রমের সাহস আমরা সাহিত্য থেকে আহরণ করি। আমাদের দেশের সাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলে তিনি উদ্বোধন করেছেন আজকের এই মহতী সম্মেলন।

আজকের এই সম্মেলনে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি স্নেহভাজন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম যে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করলেন তার শিরোনাম "বিশ্ব সাহিত্য কিশোরগঞ্জের অবস্থান"। এটি একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থান করে নেন কোন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব কিংবা তাকে অবলম্বন করে তার দেশ বা জাতি। কিন্তু একটি জনপদকে সে অবস্থানে আবিষ্কারের চেষ্টা অবশ্যই অভিনব এবং দুঃসাহিক। প্রবন্ধটির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নতুন করে কিছু না বল্লেও প্রবন্ধকার যে সত্যিকার অনুসন্ধিৎষু কৌতুক নিয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করে প্রবন্ধটিকে বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ করে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এতে সন্দেহ নেই। তার এই প্রবন্ধটির উপাদানগুলো বৃহত্তর গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ রূপে গৃহীত হবে।

আমি এ ব্যাপারে আর কিছু বলে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের তরুণ সদস্যবৃন্দ তাদের তারুণ্যের জ্যোতিতে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের যাবতীয় কর্মকান্ডকে আলোকিত করে তুলবে এ বিশ্বাস আমার আছে। অবশেষে আপনারা যারা নানাভাবে সহযোগিতা করে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, যারা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে এর সৌকর্য বিধান করেছেন, আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

www.pathagar.com

কবি মোশাররফ হোসেন খানকে 'কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক' সনদ ও সম্মাননা হস্তান্তর করছেন প্রধান অতিথি কবি মতিউর রহমান মল্লিক ও সভাপতি কবি শাহাবুদ্দিন আহমদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন আশির দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

দ্বিতীয় অধিবেশন
কবিতা পাঠের আসর ও প্রতিনিধি সমাবেশ

(বাম থেকে) অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছেন শিল্পী সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিয়া, বক্তব্য রাখছেন মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী, অধ্যাপক ছফিউল্লাহ মাহমুদী, কবি মোশাররফ হোসেন খান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি কবি শাহাবুদ্দিন আহমদ।

www.pathagar.com

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল কবিতা পাঠের আসর ও প্রতিনিধি সমাবেশ। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বেলা দুইটায় যথাসময়ে এ অনুষ্ঠানে জেলার নবীন প্রবীণ কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। কবি শাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মনমাতানো অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন থানা থেকে কবিগণ অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকা থেকেও কিশোরগঞ্জের বেশ কয়জন তরুণ কবি- এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আশির দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, গীতিকার, সাহিত্য পত্রিকা-কলম সম্পাদক কবি মতিউর রহমান মল্লিক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আশির দশকের আরেক শক্তিমান কবি ও কথাশিল্পী মোশাররফ হোসেন খান, সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের নির্বাহী সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক-সাহিত্যিক উবায়দুর রহমান খান নদভী এবং পাকুন্দিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট কলামিস্ট ছফিউল্যাহ মাহমুদী। কবিতা পড়তে প্রথমেই ডায়াসে আসেন রম্য কবিতায় খ্যাতিমান কবি এস. এম. রমজান আলী (ইটনা থানা)। এর পর একে একে আসেন (২) কবি ও গীতিকার মোহাম্মদ কেরামত আলী (সদর থানা), (৩) বিশিষ্ট কবি ও লেখক মাওলানা খুরশীদ উদ্দীন (সদর থানা), (৪) রাষ্ট্রপতি পদকপ্রাপ্ত কবি ও গীতিকার সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারামিয়া (সদর থানা), (৫) কবি ও গীতিকার ডা. আবদুল বারী (হোসেনপুর থানা), (৬) কবি মুহিবুর রহিম (নিকলী থানা), (৭) কবি মোহাম্মদ মুছলেহ উদ্দিন (সদর থানা), (৮) কবি নজরুল ইসলাম মিশা (সদর থানা) (৯) কবি আবদুল আউয়াল মোহাম্মদী (পাকুন্দিয়া থানা), (১০) কবি আবু বকর সিদ্দিক (ভৈরব থানা), (১১) কবি মোহাম্মদ মজতুবা আলী জাহাঙ্গীর (কুলিয়ারচর থানা), (১২) কবি আবুল কাশেম (ভৈরব থানা), (১৩) কবি জেসমিন কানন (ভৈরব থানা), (১৪) কবি মোহাম্মদ এনামুল হক (করিমগঞ্জ থানা), (১৫) কবি মোহাম্মদ আব্বাস আলী (সদর থানা), (১৬) কবি জীবন তাপস তন্ময় (১৭) কবি মাহবুবুল হক ফারুকী (১৮) কবি মোহাম্মদ অলি উল্লাহ (কুলিয়ারচর থানা), (১৯) কবি মাওলানা তোফাজ্জল হোসেন (ভৈরব থানা), (২০) কবি মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (বাজিতপুর থানা), (২১) কবি মোহাম্মদ নুরুল্লাহ (২২) কবি মোহাম্মদ মোশাহিদুল ইসলাম, (২৩) কবি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন (সদর থানা), (২৪) কবি আবদুল মালেক, (২৫) কবি আবদুল আহাদ, (২৬) কবি ডা. মোহাম্মদ মফিজউদ্দিন, (২৭) কবি মুহিবুর রহমান খান, (সদর থানা) (২৮) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, (২৯) ..... , (৩০) নজরুল ইসলাম।

হলভর্তি জনতার মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে এক ঝাঁক কবি তাদের কবিতা পেশ করে গেলেন। কারো কবিতায় ছিল জগৎ জীবনের ভালবাসা, কারো কবিতা ছিল ব্যঙ্গ সমালোচনামূলক আবার কারোর কবিতা ছিল আল্লাহর রাহে নিবেদিত। সমাজ সচেতনতার ছাপ সহ নতুন সমাজ গড়ার, ইসলামী সমাজ গড়ার অঙ্গিকারও ছিল অনেকের কবিতার মূল প্রতিপাদ্য। সদ্য পরলোকগত কিশোরগঞ্জের সর্বজন নন্দিত কবি আজহারুল ইসলামকে নিবেদন করেও কেউ কেউ কবিতা পেশ করেছেন। ঢাকা থেকে আগত মেহমানবৃন্দ নবীণ প্রবীণ কবিদের কবিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন- যার বিবরণ আমরা পাবো তাদের বক্তৃতার মধ্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র তরুণ সংগঠক মোহাম্মদ আবদুল আজিজ, কবি মুহিবুর রহিম এবং দৈনিক ইনকিলাবের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিশা এ অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন। এ অধিবেশনে আশির দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও কথা শিল্পী মোশাররফ হোসেন খানকে কবিতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক' ১৪০৩ বাংলা প্রদান করা হয়।

১৪০১ বাংলা সন থেকে এডভোকেট হাবিবুল হক সাহিত্য পদক নামে পরিষদ একটি পদক প্রদান করে আসছে। ১৪০১ বাংলা সনের জন্য এ পদকে ভূষিত হন সদর থানার চৌদ্দশত ইউনিয়নের প্রবীন কবি ও গীতিকার মোহাম্মদ কেরামত আলী। ১৪০২ বাংলা সনের জন্য এ পদক লাভ করেন পাকুন্দিয়া থানার পুলেরঘাটের প্রবীণ সাংবাদিক আবদুর রশিদ ভূঞা। ১৪০৩ বাংলা সনে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় 'কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক' নামে একটি পদক প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। কিশোরগঞ্জ জেলার মধ্য থেকে একজন প্রবীণ এবং জাতীয় ভিত্তিক

www.pathagar.com

একজন নবীণকে পদক প্রদানের মাধ্যমে এর শুভ যাত্রা শুরু হয়। সে আলোকেই ১৪০৩ বাংলা সনের জন্য কিশোরগঞ্জের প্রবীণ লেখক কবি তাহেরুদ্দীন মল্লিক এবং ঢাকার সাহিত্য পত্রিকা কলম এর সহকারী সম্পাদক কবি ও কথাশিল্পী মোশাররফ হোসেন খানকে এ পদক প্রদানের জন্য মনোনীত করে। ৫ অক্টোবর সারাদেশে বিরোধীদল আহূত অবরোধ কর্মসূচী থাকায় ঢাকার মেহমানগণ সন্ধ্যার আগেই যাতে কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করতে পারেন তাদের এ আবদারের কারণে সন্ধ্যার পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের আগে কবিতা পাঠের অধিবেশনেই কবি মোশাররফ হোসেন খানকে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা মানপত্র পাঠ করেন কিশোরগঞ্জের উদীয়মান সাংবাদিক সাহিত্যিক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কৃতিছাত্র মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিশা। এর পর কবিকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন পরিষদের সহ-সভাপতি-মাসিক আল হাসান পত্রিকার সম্পাদক এডভোকেট মতিউল হাসান। অধিবেশনের সভাপতি কবি শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্বর্ধিত কবির গলায় সাহিত্য পদক পড়িয়ে দেন এবং সম্বর্ধনা সনদ ও সম্মাননা হস্তান্তর করেন। তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে কিশোরগঞ্জবাসী কবি মোশাররফ হোসেন খানের শ্রমে ঘামে গড়ে তোলা বিশাল কাব্য ভুবনকে সম্মানে, উৎসাহে উদ্দীপনায় ভরে তোলে। নবীণ অথচ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত এবং আগামী দিনে অমেয় সম্ভাবনাময় এ ধরনের কবিদের সম্বর্ধনা দিয়ে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আরেক নতুন ধারার সূচনা করে।

ষোড়শ শতকের সাংস্কৃতিক রাজধানী, কিশোরগঞ্জে এসে বহু কবির তীর্থ ভূমি যশোহরের কবি মোশাররফ হোসেন খান কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত ঈসা খাঁর তসবীরের নীচে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা গ্রহণ করলেন-এ যেন কবির জীবনের এক আনন্দঘন দুর্লভ ক্ষণ।

রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত কবি ও গীতিকার, পরিষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং পরিষদের সাংস্কৃতিক প্রকল্প উজীয়াল শিল্পী গোষ্ঠীর পরিচালক সৈয়দ নুরুল আউয়াল তারা মিয়ার উপস্থাপনায় এ অধিবেশনের শেষ দিকে ছিল কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জারীগান ও পুঁথিপাঠের আসর। সদর থানার চিকনিরচরের লাল মাহমুদ ও আবদুল হাই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের জারী পরিবেশন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কবি ও গীতিকার মতিউর রহমান মল্লিক যখন তার মূল্যবান বক্তব্য রাখাছিলেন তখন শ্রোতাদের কাছ থেকে একের পর এক স্লিপ আসতে থাকে গান গাওয়ার আবদার নিয়ে। কবি মল্লিক এসবে কর্ণপাত না করে তার সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনের পর নিজ আসনে গিয়ে স্লিপগুলো পড়ে বুঝতে পারলেন যে শ্রোতাদের প্রবল দাবী কি ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত আবার ডায়াসে আসেন এবং স্বরচিত একটি গান গেয়ে সবাইকে তৃপ্ত করেন; কেড়ে নেন কিশোরগঞ্জ বাসীর অকুণ্ঠ ভালবাসা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

সভাপতির বক্তৃতার রেশ শেষ হতে না হতেই শহীদী মসজিদ থেকে ভেসে আসে সালাতুল আসরের আযান- অধিবেশনের হয় পরিসমাপ্তি।

সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর ভাষণ ঃ

নাহমাদুহু আনুছাল্লিআলা রাসূলিহিল কারিম-বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

কবিতা পাঠের আসর ও প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি, পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি, অন্যান্য আলোচকবৃন্দ, সমবেত কবি সাহিত্যিকবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমাদের এই কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ একটি উঁচু ধরনের সাহিত্য পরিষদ। এ সংগঠনটি যদিও একটি জেলা ভিত্তিক সংগঠন এবং এর কার্যক্রম যদিও জেলাতেই সীমিত কিন্তু ইতিমধ্যেই সারাদেশে এটি একটি আদর্শ স্থানীয় সংগঠন হিসাবে প্রশংসা অর্জন করতে চলেছে। জেলায় যেসব গুণীজন বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখে চলেছেন তাদেরকে গুণীজন সম্বর্ধনা, কবি সাহিত্যিকদের জন্য সাহিত্য পদক প্রদান, ১০টি বিষয়ে সীরাতুন্নবী পদক প্রদান এবং নিয়মিত সাহিত্য সভা ছাড়াও বড় ধরনের সাহিত্য সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে এ সংগঠন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখে চলেছে। দেশের মাটিতে এ সম্মেলনে এসে আজ আমার খুব উৎফুল্ল লাগছে। কবিতা পাঠের এ অনুষ্ঠানে আজকের যে প্রধান অতিথি কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাই এসেছেন তিনি অনেক বড় কবি। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় গীতিকারও তিনি। আমরা তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান আলোচনা শুনব। অনুষ্ঠানে সারা জেলা

www.pathagar.com

থেকে এবং ঢাকা ও অন্যান্য জেলা থেকে আগত নবীণ প্রবীণ সকল কবি সাহিত্যিকদের আমি খোশ আমদেদ জানাই। আগামীতে এ ধারার কার্যক্রম আরও অব্যাহত থাকুক এ কামনা করে এবং সম্মেলনের উদ্যোক্তদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

পাকুন্দিয়া ডিগ্রী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হুফিউল্লাহ্ মাহমুদীর ভাষণ

কবিতা পাঠের আসর ও প্রতিনিধি সমাবেশ অধিবেশনের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, ঢাকা থেকে আগত সম্মানীত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী- আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

মানুষের ইতিহাসে, সভ্যতার ইতিহাসে সংস্কৃতির ইতিহাসে কবিতার অবদান অপরিসীম। আরন্যক সভ্যতা থেকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির সভ্য যুগেও এই কবিতা এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। কালে কালে দেশে দেশে কবিতা বিদ্রোহী-চেতনার সৃষ্টি করেছে। কবিতা হলো শব্দের মালা। অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাসকে বলা হয় কবিতা। কবিতা শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন শিল্প। কবিতায় ছন্দ, চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষা সর্বত্রই সম্পর্কীয়- অর্থাৎ কাব্যিক কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা না থাকলে যথার্থ কবি হওয়া যায়না।

আজকে যারা এখানে কবিতা পাঠ করেছেন অনেকের কবিতাই আবেগে পরিপূর্ণ। আবেগকে বেগে রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে এসব কবিরা যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম তা তাদের চোখে মুখেই ফুট উঠেছে। আজকের এ সাহিত্য সম্মেলনে কবিতা পাঠের মাধ্যমে এসব কবিদের মধ্যে যে প্রেরণার জন্ম দিয়েছে আগামী দিনে তা মহীরুহে পরিণত হয়ে তাঁদের জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দিক। সৎ সাহিত্যের বিকাশে প্রত্যেকে সাহসী সৈনিকের ন্যায় ভূমিকা রাখবেন এ আশা অসংগত মনে করি না। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য পরিষদের এ সাহিত্য সম্মেলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকুক এ কামনায় শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

কবিতা পাঠের অসর অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কবি মোশাররফ হোসেন খাঁন এর ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

মাননীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি, উপস্থিত কবি সাহিত্যিকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ- আস্সালামু আলাইকুম।

মঞ্চের সামনের দিকে তাকিয়ে আমার আজ খুব ভাল লাগছে। এই এক বিস্ময়কর দৃশ্য। দেখতে পাচ্ছি এই জমজমাট কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন প্রায় শত বছরের বৃদ্ধ থেকে শুরু করে যুবক এমনকি দশ বার বছরের কিশোরও। বলতে দ্বিধা নেই, রাজধানী ঢাকার কোনো কবিতাপাঠের আসরও এতোটা সমৃদ্ধ হয় না, অন্তত উপস্থিতির দিক থেকে। কিশোরগঞ্জবাসীর সাহিত্যের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ও আনুগত্য দেখে আমি বিস্মিত এবং অভিভূত হয়েছি।

আজকে এখানে যারা কবিতা পাঠ করেছেন তাদের অনেকের কবিতার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আশাবাদি। মুহিবুর রহিম আমার স্নেহাস্পদ তার সাথে কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে মাঝে মাঝেই আলাপ হয়।

আবদুল আজিজ আছে- বন্ধু মোশাররফ হোসেন শাহজাহান বন্ধুবর মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম- তাদের কাছ থেকে এখানকার সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কিন্তু যতটুকু আমি জেনেছি তার চেয়েও বেশি জানলাম এখানে এসে। কিশোরগঞ্জ না আসলে আমার জানার বাইরে থাকত যে, এখানে এত প্রতিভার ফুলকি আছে। এখানে আসার জন্য কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ যে সুযোগ করে দিয়েছে সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং সেই মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এই জন্য যে, তিনি এই চমৎকার একটি সুন্দর, সমৃদ্ধশীল জায়গায় আমাকে এনেছেন। এখানে না এ সে যদি মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে সম্ভবত আমার অনেক অপূর্ণতা থেকে যেত। কথা শেষ করার আগে আমি আমার 'পাথরে পারদ জ্বলে' কবিতার মাত্র দুটি লাইন আপনাদের জন্য উপহারস্বরূপ রেখে যেতে চাই ঃ

"পাথরে পারদ জ্বলে জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথি কবি মতিউর রহমান মল্লিক এর ভাষণ

ইয়া রাব্বি লাকালহামদু কামা ইয়াম্‌বাগী লিজ্বীলালি ওয়াজ্‌হিকা ওয়াআঁজিমি সুল্‌ত্বানিক্‌।

আজকের এই কবিতা পাঠের আসরের পরম শ্রদ্ধেয় সভাপতি কবি শাহাবুদ্দিন আহমদ, বিশেষ অতিথি বন্ধুবর কবি মোশাররফ হোসেন খান, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক শফিউল্লাহ মাহমুদী, বিশেষ অতিথি প্রিয়ভাজন উবায়দুর রহমান খান নদভী, অন্যান্য আলোচক বৃন্দ, সুধী মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্‌।

কবি মোশাররফ হোসেন খান ভাই ঠিকই বলেছেন, ঠিকই উচ্চারণ করেছেন যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং এখানে না আসলে একটি অতৃপ্তি নিয়ে বিদায় নিতে হতো।

খুবই আবেগের কথা প্রাণের ভেতরের কথা বলেছেন তিনি। একটু আগেই মোশাররফ ভাইকে বলছিলাম 'কি বলা যায়!' আসলে আবেগ যেখানে সীমা অতিক্রম করে সেখানে কথা বলা খুব কষ্টকর হয়। এই কিশোরগঞ্জে আসার আকাঙ্খা করেছি অনেক আগেই। পত্রিকার পাতায় কিশোরগঞ্জের সাহিত্যের খবর যখন পড়েছি তখন ভেতরে একটি আকাঙ্খা কাজ করেছে 'কিশোরগঞ্জ যেতে হবে'। এ আবেগ আরেক ধাপ এগিয়েছিল তখন- যখন শুনেছিলাম যে, আমার নানাশ্বশুরের বাড়ি কিশোরগঞ্জ। এই নীলগঞ্জ এলাকাতেই নানাশশুরের বাড়ি। সৌভাগ্যক্রমে কালকে রাতেই শ্বাশুরীর সাথে দেখা হয়েগিয়েছিল এবং পুরোপুরি তথ্য আমি তখনই সংগ্রহ করেছি। তারপর থেকেই আরো আবেগ আমার মধ্যে কাজ করেছে।

আমি যে পথের পথিক, যে পথের আওয়াজ আমি শুনতে চাই প্রতি মুহূর্তে, সেই আওয়াজ আমি শুনেছি আজকে যারা এখানে কবিতা পড়েছেন তাদের সবার কবিতার মধ্যে। বিশেষ করে আমি উবায়দুর রহমান খান নদভী- যার নাম শুনেছি- আমার ধারণা ছিল খুব বয়সী লোক কিন্তু আজকে এসে দেখলাম একেবারে তরতাজা তরুণ। ইসলামী সাহিত্যের উপরে সূরা আসশুয়ারার কয়েকটি আয়াতের আলোকে তিনি মাত্র কয়েকটি কথা বলেছেন। তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলামী সাহিত্যের উপরে তার গভীর দখল রয়েছে। আমি ভুলে যেতে পারি, সেজন্য অনুরোধ রাখতে চাই- বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেবার মত ভাল কোন গ্রন্থ নেই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেব যদি ইসলামী সাহিত্যের উপর একটি গবেষনামূলক গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দেন। তাহলে আমরা সবাই উপকৃত হতে পারব। আমি আবেগাপ্লুত হয়েছি সব কবিদের কবিতা শুনে, কিন্তু একজনের কবিতা আমাকে আরও বেশী আবেগাপ্লুত করেছে। যে শব্দ আমি শুনতে চাই, যে বাণী আমি শুনতে চাই এবং সারা জীবন আমি যে বাণী এবং যে শব্দ শুনতে চেয়েছি- সে বাণী যেন আমি শুনেছি আজকের একজন কবির কবিতায়। যে কবির পরিচয় উবায়দুর রহমান খান নদভী সাহেবের ছোট ভাই মুহিব্বুর রহমান খান বলে তিনি দিয়েছেন। আমি কবিকে অনুরোধ করব সম্ভবত ঃ তিনি মাদ্রাসার ছাত্র। তিনি যেন কোরআন এবং হাদীস থেকে এবং ইসলামী সাহিত্যের উপরে এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে এই সব কিছুকে যেন আত্মস্থ করেন। আমাদের দেশে নজরুলের পরে সরাসরি কোরআন এবং হাদীস থেকে রসদ সংগ্রহ করে লেখার মত লোকের সংখ্যা খুবই কম।

আমাদের দেশে যতগুলো অভাব রয়েছে, তারমধ্যে সবচেয়ে বড় অভাব আমি লক্ষ্য করছি, কোরআন এবং হাদীসের আলোকে সাহিত্য এবং শিল্পকে আত্মস্থ করতে না পাড়ার অভাব। কোরআন এবং হাদীসের আলোকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীরা যে অতুলনীয় সম্পদ রেখে গেছেন সেই সাহিত্য এবং সেই সংস্কৃতিকে আমাদের জাতির সামনে আজকে উদ্ভাসিত করা দরকার। উম্মোচিত করা দরকার।

আমি তাঁদের দুই ভাইকে এই গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি মোশাররফ হোসেন শাহজাহান ভাই এবং মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্যে যে আমি যদি আজকে এখানে না আসতাম তাহলে রবীন্দ্রনাথের এ চারটি লাইন আমি নতুন করে উপলব্ধি করতে পারতাম না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"স্বজাতির সিংহাসন উচ্চ করি ধর
মনে রেখ তারও চেয়ে সত্য আরও বড়

www.pathagar.com

স্বদেশের পরো যদি তার উর্ধে উঠো
করোনা দেশের কাছে মানুষের ছোট।"

আমি সারা দেশের সাহিত্য সভায় যাই। আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু এমন একটি সাহিত্য সভা যেখানে অনেক কবি এমন রয়েছেন যাদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লাহর ওলী। অনেক অনেক তরুণ মুখ আমি আজকে দেখলাম, যাদের মুখ দেখলেই মনে হয় এক একজন মুজাহিদ। আবার অনেক প্রতিভাবান মানুষের মুখ আমি দেখলাম, যাদেরকে দেখে আমার মনে হয়েছে এরা সবাই যদি একদিন জাগরিত হয়, একদিন মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে গোটা বাংলাদেশকে এরা কাঁপিয়ে দিতে পারবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, একদিন যেমন এই অঞ্চলটি উপমহাদেশের জন্যে গৌরবের বিষয় ছিল, এই অঞ্চলটি মুসলিম জাহানের জন্যে গৌরবের বিষয় ছিল, তেমনি আবার ও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এই অঞ্চল। কিন্তু সেই মাথা তোলে দাঁড়াবার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে একটি বিশ্বাস। মৌলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী খুব চমৎকার ভাবে সেই বিশ্বাসের কথাটি একটি মাত্র শব্দের মধ্যে গেঁথে দিয়ে বলেছেন, সেই শব্দটি হচ্ছে তওহীদ। যদি এ অঞ্চলের প্রতিভাবান মানুষেরা তওহীদকে তাঁদের সমস্ত সাধনার কেন্দ্রবিন্দু করতে পারে তাহলে আমার বিশ্বাস এ অঞ্চল আবারও একদিন গোটা মুসলিম জাহানকে আলোড়িত করবে, আমার অন্তত এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি যখন এই অঞ্চলে পা দিয়েছি, এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে আমি আরো গভীর অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করেছি তখন আমার ঈসাখাঁর কথা মনে পড়েছে। সুকান্তের একটি লাইন তো সবাই আজকাল ব্যবহার করে। ব্যবহার করে বলে যে- "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমি অমুক আমি তমুক।"

আমার এ লাইনটি কেবল মনে পড়েছে এবং আমি চিৎকার করে বলতে চেয়েছি, "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই ঈসা খাঁ।" এরকম একটি উপলব্ধি যেখানে এসে জাগ্রত হয়, সেখানে আমি বাংলাদেশের সবাইকে আসার জন্য দাওয়াত জানাচ্ছি- এখানে আসুন। এখানকার সম্মেলন অনেক বড় সম্মেলন হউক, এখানে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান মানুষেরা আসুক বুদ্ধিজীবিরা আসুক তারা অনুপ্রাণিত হউক তারা উদ্বুদ্ধ হউক এবং তারা আবার অনুপ্রেরণা নিয়ে তাদের নিজেদের এলাকায় ফিরে যাক।

আজকে আমাদের একটি বিষয়কে উপলব্ধি করতে হবে। আমি কবি ইকবালের দুটি লাইনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমার অস্তিত্বের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। সে দু'টি লাইন হচ্ছে

উয়ো জামানে মে থে ময়াজেজ্ হামেলে কুরআঁ হো কর
আওর তোম খার হোয়ে তারেকে কোরআঁ হো কর।।

আগের দিনের যারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তাঁরা একটি কারণেই মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন তা হচ্ছে তারা কোরআনকে গ্রহণ করেছিল। তারা কোরআনকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করেছিল। যে কথাটি নজরুল চমৎকার করে বলেছেন ঃ

"কোরআনের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মানিক পান্নাতে
লুটে নেরে লুটে নে সব ভরে তোল তোর শূন্য ঘর।"

ঈসাখা কেন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন? ঈসা খাঁ কেন গোটা দুনিয়ার জন্যে বিস্ময়কর এক প্রতিবাদী হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপনারা যতই গবেষণা করেন, গবেষণা করতে করতে একটি সিদ্ধান্তে আপনারা এসে উপনীত হবেন- সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে তিনি তওহিদকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন এবং তওহিদের বিশ্বাসকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে সর্বাত্মকভাবে রোপন করতে পেরেছিলেন। সেই জন্যই মানসিংহের মত লোক যখন অস্ত্র শূণ্য হয়ে গিয়েছিল তখন তিনি তাকে আঘাত করেননি। ঈসাখাঁ যে উদারতা দেখিয়ে ছিলো, সেই উদারতার তুলনা হতে পারে কেবল সাহাবীদের উদারতার সাথে এবং সাহাবীদের পরবর্তীতে যারা জেহাদ করতে করতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদেরই সাথে। একি এক বিস্ময়কর ঘটনা, কেন ঈসা খাঁ একটি মানুষকে হত্যা করার সুযোগ পাবার পরও জানী দুষমণকে তিনি হত্যা করেননি; এজন্য যে তাঁর বুকের মধ্যে ছিল ইসলামের শিক্ষা ইসলামের সংস্কৃতি।

আজও এই বাংলাদেশ এই ছোট্ট একটি বাংলাদেশ গোটা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, শুধুমাত্র কোরআনকে গ্রহণ করলে। এই দেশের কবিরা যদি কোরআনকে গ্রহণ করে, এদেশের নাট্যকাররা যদি কোরআনকে গ্রহণ করে, এই দেশের রাজনীতিবিদরা 'অর্থনীতিবিদরা' ওলামা সবাই মিলে যদি

www.pathagar.com

কোরআনকে গ্রহণ করতে পারে তাহলে এই ছোট্ট দেশটি একদিন গোটা পৃথিবীতে বিস্ময়কর একটি দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই, আজকে যারা এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করেছেন- এই সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান আয়োজকের ভূমিকায় যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস সবসময় কাজ করেছে বলেই এই সাহিত্য সভার ক্ষেত্রে তারা সাম্প্রদায়িকতার কোন পরিচয় দেননি। হৃদয়ের দিক থেকে তারা সমৃদ্ধ, হৃদয়ের দিক থেকে তারা বড়মনের সে জন্যেই সবাইকে তারা ডাকতে পেরেছেন। আমি এই বড়জামা এই গোল টুপী এই করতালি দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছি। এই নির্যাতিত এই নিস্পেষিত মানুষেরা সাহিত্যের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং তাদের সাথে রয়েছে একেবারেই তরুণ টগবগে যুবক, যাদের দেখে মনেহয় সর্বাধুনিক। এই সর্বাধুনিক লোকের মধ্যে এবং এই প্রাচীন লোকের মধ্যে যে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে এই সেতুবন্ধনই আমাদের জাতিকে উদ্ধার করতে পারে, এই সেতুবন্ধনই আমাদের মাথাকে উঁচু করে ধরতে পারে। রবীন্দ্র বলেছিলেন

এ দূর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশ
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাস।"

রবীন্দ্রনাথ মাথা উচুতে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, একটি উন্মুক্ত আকাশ চেয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি জানতেন কোন আদর্শকে গ্রহণ করলে মাথা তুলে দাঁড়ানো যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের মত একজন উদার চিত্তের মানুষ ইসলামকেই গ্রহণ করতেন। সেই কারণেই শুধু মাত্র সেই কারণে মহানবী (সা.) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও প্রশংসা করেছেন। মহামতি কার্লাইল প্রশংসা করেছেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের প্রশংসা করেছেন কোরআনের প্রশংসা করেছেন ইসলামের।

কয়েকদিন আগে চেচনিয়ার মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছেন সোলজিনৎস্কি। চিৎকার করে বলেছেন চেচনিয়ার মুসলমানদের স্বাধীকার দেয়া উচিত। আমার তখনি মনে হয়েছিল সোলজিনৎসিন কেন মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেছেন। সোলজিনৎসিন এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই নির্যাতিত মানুষেরা এই নিস্পেষিত মানুষেরা মানবতারই একটি অংশ। তিনি একজন উদার দৃষ্টির মানুষ। সেই জন্যই মানবতার পক্ষে এগিয়ে এসেছেন।

আজকে আমার কথা বলার সময় নেই। আমি আপনাদেরকে উদারভাবে নজরুলকে পড়তে বলি নজরুলের কবিতা পড়তে বলি। আজকে আপনাদের সামনে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে চাই, তাহলো নজরুল যেমন হিন্দুদের পক্ষে কথা বলেছেন নজরুলের কবিতায় মানুষের কথা আছে নজরুলের কবিতায় পৃথিবীর পক্ষে কথা রয়েছে তারপরও নজরুলকে আজকে কেন অবহেলা করা হচ্ছে? আপনাদের কাছে আমি এই প্রশ্ন রাখতে চাই। নজরুল ছেলের নাম রেখেছিলেন অনিরুদ্ধ, ছেলের নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী নজরুলের বাড়িতে পুজা করত তার শ্বাশুড়ী। এই রকম একটি ব্যক্তিকে কেন এই দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা প্রেতাত্মারা প্রতিক্রিয়াশীল কবি বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করে না। সরকার শুধু নজরুলের ব্যাপারে উদাসীন কেন আমি এই প্রশ্ন যদি করি তাহলে কি বলা যায় না যে, নজরুল ইসলামের পক্ষে কথা বলেছিলেন, নজরুল কোরআনের পক্ষে কথা বলেছিলেন, নজরুল কথা বলেছিলেন মানুষের পক্ষে, নজরুল কথা বলেছিলেন রসূলের পক্ষে, নজরুল কথা বলেছিলেন আল্লাহর পক্ষে, নজরুল কথা বলেছিলেন সমস্ত মানবতার পক্ষে। এটাই নজরুলের অপরাধ। নজরুলের শ্যামা সঙ্গিত রয়েছে। নজরুলের চিঠি পত্রে প্রবন্ধে ভগবানের কথা রয়েছে, ঈশ্বরের কথা রয়েছে, কিন্তু তারপরেও কেন নজরুলকে আজকে অবহেলা করছে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা আমাদের দেশের সরকার। তার কারণ নজরুল নির্ভীক চিত্তে বলেছেন,

"তখ্‌তে তখ্‌তে দুনিয়ায় আজি কম বখতের মেলা
শক্তি মাতাল দৈত্যরা সেথা করে মাতলামী খেলা
ভয় করিও না হে মানবাত্মা ভাঙ্গিয়া পড়োনা দুঃখে
পাতালের এই মাতাল রবেনা আর পৃথিবীর বুকে।

আবারও নজরুল বলেছেন -

পূণ্য বসিয়া যে করে তখ্‌তের অপমান

www.pathagar.com

রাজার রাজা যে তার হুকুমেই যায় তার গর্দান
ভিস্তিওয়ালার রাজত্ব ভাই হয়ে এল ঐ শেষ
বিশ্বের যিনি সম্রাট তাঁরই হইবে সর্বদেশ।"

নজরুল বলেছিলেন একদিন এই গোটা পৃথিবী আল্লাহর পৃথিবীতে পরিণত হবে- এই ধরনের কথা নজরুল বলেছিলেন বলেই- আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নজরুলকে পরিত্যাগ করেছেন। মনে রাখবেন সত্যের পক্ষে যে কবিরা কথা বলবে, সত্যের পক্ষে যে লেখকরা কথা বলবে, চিরন্তন আদর্শের পক্ষে যারা কথা বলবে তাদেরকে খোদাদ্রোহীরা কখনও সহ্য করতে পারে না।

সময় থাকতেই আজকের দিনের কবিদেরকে আজকের দিনের লেখকদেরকে ভাল করে এই কথাটি বুঝতে হবে। নজরুল তাদের জন্য শিক্ষক, নজরুল যেন তাদের জন্য উদাহরণ, নজরুল তাদের জন্য দিক নির্দেশনা।

ফররুখ আহমদকে প্রেম নিবেদন করে ছিলেন সেই সময়ের এক হিন্দু এস ডি ও-এর মেয়ে। এক সাথেই পড়াশুনা করতেন ইংরেজীতে, সেই মেয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলেন ফররুখকে বিয়ে করার জন্য। এই প্রস্তাব পাওয়ার সাথে সাথেই ফররুখ আহমেদ বাড়িতে চলে এসেছিলেন। নানা তাঁকে খুব ভালবাসতেন, নানাকে সমস্ত অবস্থা খুলে বলেছিলেন ফররুখ। নানা তাকে তড়িঘড়ি তারই এক দূর সম্পর্কের বোনের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। একমাস দেড়মাস পরে ফররুখ যখন কলেজে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন তখন সেই অপূর্ব সুন্দরী এসডিওর মেয়ে এসে বলছে যে আপনাকে খুজে পাচ্ছি না কেন? তার উত্তরে ফররুখ বলেছিলেন যে আমি একটি জরুরি কাজে বাড়ি গিয়েছিলাম। আমার নানা ধরে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ফররুখের পক্ষে সাবধানতা অবলম্বন সম্ভব হয়েছিল।

ফররুখ সাবধান হয়েছিলেন নজরুলের দিকে তাকিয়ে। নজরুল ইসলাম সারা জীবন বেদনায়, জ্বালায় যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

তার বুকের মধ্যে ছিলো কোরআন, তার বুকের মধ্যে ছিল আল্লাহ, তার বুকের মধ্যে ছিল রাসূল, এই জন্য জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি 'মরুভাস্কর' কাব্য লেখায় হাত দিয়েছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিঃসন্দেহে তাকে বেহেশত নসীব করেছেন- এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আজকের এই সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে কামনা করে যাই- রাব্বুল আলামীন নজরুল যদি কোন ভুল করে থাকে তুমি রাহমানির রাহীম তাকে মাফ করে দাও। যে কবি উচ্চারণ করেছে -

"তওফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম জাহা পুনঃ হউক আবাদ
দাও সেই হারানো সালতানাত, দাও সেই বাহু সেই দিল আজাদ।

আজকের বড় বড় কবিদের পক্ষে কি এ ধরনের কবিতা লেখা সম্ভব? এ ধরনের বক্তব্য দ্বিধাহীন চিত্তে কি আজ কোনো কবি লিখতে সাহস করতে পারে? নজরুলের মত বিপ্লবী নজরুলের মত বিদ্রোহী আজকের দিনে খুবই দরকার ছিল।

হে রাব্বুল আলামীন এই সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে তোমার দরবারে মোনাজাত করে যাই- তুমি এই জাতির জন্য আরও কোন নজরুলকে দাও - আরও কোন ফররুখকে দাও, আমাদের জাতি আমাদের দেশ রক্ষা পাক। ওয়াআখেরী দাওয়ানা আনীল্ হাম্দুল্লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

অধিবেশনের সভাপতি কবি শাহাবুদ্দিন আহমদ এর ভাষণ

কবিতা পাঠ ও প্রতিনিধি সমাবেশ অধিবেশনে ঢাকা থেকে আগত প্রধান অতিথি কবি মতিউর রহমান মল্লিক, বিশেষ অতিথি কবি ও কথা শিল্পী মোশাররফ হোসেন খান, অধ্যাপক ছফিউল্লাহ মাহমুদী, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী এবং উপস্থিত কবি সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

দীর্ঘক্ষণ যাবৎ সারা জেলা থেকে এবং ঢাকা থেকে আগত নবীন-প্রবীণ কবিরা অনেক কবিতা পেশ করলেন। খুব ভাল লাগল। ঢাকা থেকে আগত মেহমানগণ এবং অন্যান্য আলোচকবৃন্দ যে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। সময়ের অভাবে আমার কথা আমি বলতে পারবো না। আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন। এ সাহিত্য সংগঠনের

www.pathagar.com

সাথে আমাদের যারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট তারা অনেকেই বই প্রকাশ করেছেন, অনেকেই দেশের প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করছেন, অনেকেই বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ইত্যাদি সাহিত্য সংস্কৃতির সংগঠনের সাথে জড়িত। এখানে মাসে মাসে নিয়মিত সাহিত্য সভা হচ্ছে, বিভিন্ন দিবস পালন করা হচ্ছে- ইত্যাকারে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করার জন্য আরও গতি সম্পন্ন করার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আসুন আপনারা যারা এ সংগঠনের সাথে একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক আমাদের অফিসে আসুন সদস্যপদ গ্রহণ করে আমাদের কার্যক্রমের স্রোতকে আরও বেগবান করার জন্য আপনাদের আগমনকে আমরা আগাম শুভেচ্ছা দিয়ে রাখছি। আজকের অধিবেশনে যেসব কবিতা পঠিত হয়েছে এর মধ্য থেকে আগামী দিনে নামজাদা কবি যাতে বেরিয়ে আসে এজন্য আমাদের আরও ব্যাপক ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কবিতার যে চলমান স্রোতধারা এর সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে আরো সামনে এগিয়ে যেতে হবে। সেই সাথে অত্যন্ত কষ্ট করে ঢাকা থেকে এসে যারা আমাদের এ সাহিত্য সম্মেলনকে উজ্জ্বলতা দান করলেন, আমাদের উৎসাহ যোগালেন-আপনাদেরকেও জানাই সাদর অভিনন্দন। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখুক এ কামনা করে সকলের সহযোগিতা কামনা করে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।

কিশোরগঞ্জের আদি ও আসল ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন জর্দা ব্যবসায়ী

এবং

সকল স্টেশনারী ও মনিহারী দ্রব্যের বিপুল সমাহার

ঈদের কেনাকাটার জন্য নিশ্চিন্তে আমাদের এখানে চলে আসুন

শাহাজাদী জর্দাঘর

প্রোঃ মোঃ রেজাউর রহমান

গৌরাঙ্গ বাজার, কিশোরগঞ্জ।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন '৯৭ সফল হউক

সকল প্রকার ধর্মীয় পুস্তক ও স্কুল পাঠ্য বইয়ের বিপুল সমারোহে শহরের প্রায়
শত বর্ষের সেবামুখী ব্যবসায়ের ঐতিহ্যে লালিত

আলীমুদ্দিন লাইব্রেরী

প্রোঃ মোঃ কামাল উদ্দীন

স্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ

www.pathagar.com

তাহেরুদ্দীন মল্লিক

জন্ম ঃ ১৩ জৈষ্ঠ্যে ১৩২৫ বাংলা (মে ১৯১৮ঈ.)

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক প্রদান

সাহিত্য

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা থানাধীন শিমুলবাঁক গ্রামে জনাব তাহেরুদ্দীন মল্লিক জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ মওলা বখশ মল্লিক। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ-র সেনাপতি গৌড়াই মল্লিকের সংশ্লিষ্টতায় অধস্থন জনাব মল্লিকের পরিবার। গ্রামের মক্তবে লেখাপড়া শেষ করে ১৯৩৩ সালে জনাব মল্লিক মাইনর পাশ করেন। গ্রামে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে শিক্ষকতা করে তার কর্মজীবনের শুরু। এরপর তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী কলকাতায় চলে যান। কলকাতা থেকে ফিরে ১৯৪২ সালে ময়মনসিংহ শহরে পুস্তক ব্যবসা এবং পরবর্তীতে নিজ এলাকায় ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। ময়মনসিংহ শহরে প্রেস স্থাপন করে 'ভোরের সানাই' পত্রিকা বের করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে 'মাসিক মোমেনশাহী" প্রকাশ করেন। পঁচিশ বৎসর ময়মনসিংহে মুদ্রণ ব্যবসা পরিচালনার পর ঢাকায় প্রেস ব্যবসা শুরু করেন। বরাবরের মতোই এ ব্যবসায়ও তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি। ইত্তেফাক গ্রুপের প্রকাশনা 'সাপ্তাহিক রোববার' পত্রিকায় তিনি দুবছর কাজ করেন। এ সময় রেডিও বাংলাদেশ-এ কথিকা পাঠে অংশ নেন।

সারা জীবন একজন নিষ্ঠ সাহিত্যকর্মী হিসাবে তিনি তার জীবন চলার বিভিন্ন বাঁকে সফল না হলেও সাহিত্যকর্মে তার সফলতা অনোল্লেখযোগ্য নয়। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় ময়মনসিংহ শহরে বেশ কয়টি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহে 'শুক্রবাসরীয়' সাহিত্য সংসদকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যবলয় সৃষ্টি হয় তা থেকে অনেকেই এ লাইনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। বর্তমানেও তিনি এই সংসদের সভাপতি। এক সময় বৌলাই জমিদার বাড়িতে যে শায়েরে মুশায়রা হতো সেখানে কবি খালেদ বাঙালীর সাথেও তিনি মোশায়রায় অংশ নিতেন। তার প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের মধ্যে 'সমাবেশ' (কাব্য) জানবার মত (কাব্য) 'চেনামানুষের জারী' উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও তার প্রকাশিত আরও বেশ কয়টি বই রয়েছে। পয়ার ছন্দে রচিত 'বৃহত্তর ময়মনসিংহের' লেখক গোষ্ঠী এবং 'চেনা মানুষের জারী' ও 'কিশোরগঞ্জের পথে ঘাটে' নামক কলাম বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিশোরগঞ্জের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এ প্রবীণ সাহিত্যিকের কলম এখানো দূর্দান্ত গতিতে সচল। লেখার মান বা প্রকাশের ফিরিস্তি দিয়ে বিচার না করলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে আজীবন ব্রতী এ নিষ্ঠ লেখক এ লাইনে অন্যদের অনুপ্রেরণার উৎস।

কিশোরগঞ্জের মাটির পরতে পরতে রয়েছে মল্লিক সাহেবের অবাধ বিচরণ। সময় পেলেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান। ঐতিহ্যের খনি থেকে আহরণ করেন উৎসাহের মুক্তা। এভাবেই কিশোরগঞ্জকে তিনি আত্মস্থ করেছেন তা মননে মেধায় এবং লেখায়। আমরা তার বর্ণাঢ্য জীবনের বিশেষ করে সাহিত্র ক্ষেত্রে তার এ নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদকে সম্মানিত করছি।

www.pathagar.com

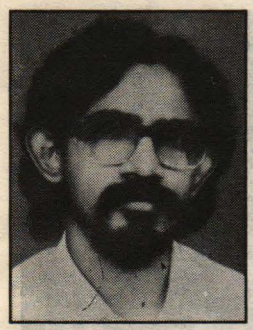

কবি মোশাররফ হোসেন খান

জন্ম ২৪ আগস্ট, ১৯৫৭ ঈ.

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক প্রদান

কবিতায়

কবি মোশাররফ হোসেন খানের বিস্ময়কর উত্থান আমরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছি। কবিতায় তিনি বেগবান স্রোতের মতো। দ্রোহ, প্রেম, জিজ্ঞাসা, রহস্য, দর্শন, আত্মসন্ধান, মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবী ও মহাকাশ তাঁর কবিতায় সমুপস্থিত। কবি- সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষায় ঃ- 'মোশাররফ হোসেন খানের আরেকটি বিস্ময়কর-বিস্ময়কর তাঁর বয়সের পক্ষে- বিশিষ্টতা এই যে মানুষকে তিনি স্থাপন করেছেন চরাচরের বিশাল পটভূমিকায়; সূর্য, নক্ষত্র, আলোকবর্ষ, জীন, ফেরেশতা তাঁর কবিতায় এতো স্বতঃস্ফূর্ত যে মনে হচ্ছে বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছেন কোনো নবীন জুলে সুপেরভিয়েল'। [দরোজার পর দরোজা]

কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর অবাধ বিচরণ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সাহিত্যের কলাম-শিশু সাহিত্য, জীবনী-কোনোটাই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। বিষয় বৈচিত্র্য, ভাষা, টেকনিক সবকিছুতেই তাঁর দক্ষতার ছাপ রয়েছে। তাঁর এ যোগ্যতা, দক্ষতা ও খ্যাতির ফলেই তিনি আজ আশির দশকের কবিদের শীর্ষে অবস্থান করছেন।

অপরিমেয় সম্ভাবনাময় এই মেধাবী কবি ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগস্ট, যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদ তীরে অবস্থিত ঝাঁকড়া গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ডা. এস. এ. ওয়াজেদ খান এবং মায়ের নাম কুলসুম বেগম। বড় ভাই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী অধ্যক্ষ আবুসাঈদ।

সাহিত্যের যাত্রা শুরু সেই শৈশবে। পিতার অকৃপণ উদারতা এবং প্রশ্রয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি।শিক্ষকতা, সম্পাদনা ও সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু হয়েছিল কর্মজীবনের পথচলা। সম্পাদনা এবং লেখা এখন তার পেশা ও নেশা। একসময় মেতে ছিলেন যশোরে, সাহিত্য সংগঠন এবং সাহিত্যের লিটল কাগজ নিয়ে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় পাড়ি জমাবার পর রাজধানীর বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে গড়ে ওঠে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। শত ব্যস্ততার মধ্যেও সাহিত্য পত্রিকা এবং সাহিত্য আন্দোলনের ব্যাপারে এখনো তাঁর আগ্রহের কোনো কমতি নেই।

সার্বক্ষণিক লেখক বলতে যা বোঝায়- তিনি তাই। আপাদমস্তক একজন কবি, এবং নি:সন্দেহে একজন ব্যস্ত কবি। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি সেই সত্যই প্রমাণ করে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত হয়েছে এগারটি গ্রন্থ। এর মধ্যে কবিতার বই ছয়টি ঃ 'হৃদয় দিয়ে আগুন', 'নেচে ওঠা সমুদ্র', 'আরাধ্য অরণ্যে', 'বিরল বাতাসের টানে', 'পাথরে পারদ জ্বলে' ও 'নীতদাসের চোখ'। তাঁর প্রকাশিত দুটি গল্প গ্রন্থ হলো ঃ 'প্রচ্ছন্ন মানবী' এবং 'সময় ও সাম্পান'। এছাড়াও অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো, 'সাহসী মানুষের গল্প', 'বিপ্লবের ঘোড়া' এবং 'হাজী শরীয়তুল্লাহ'।

প্রকাশের অপেক্ষায় আছে তাঁর আরও অনেক পাণ্ডুলিপি। কবি মোশাররফ হোসেন খানের কবিতা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত লিখেছেন এদেশের বহু প্রাজ্ঞ সমালোচক, ডক্টর, অধ্যাপক এবং কবি-সাহিত্যিক। তাঁর ওপর যতোটা লেখালেখি হয়েছে- সম পর্যায়ের আর কোনো লেখকের ভাগ্যে তা জোটেনি। এখনতো তিনি এক ঈর্ষনীয় পর্বতের উপত্যকায় বিচরণ করছেন।

স্ত্রী বেবী মোশাররফও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন কবিজনিত কঠিন সংসার জীবন। নাহিদ জিবরান এবং নাদিরা নাওশিন - এই দু'সন্তানের জনক তিনি।

টান টান ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কবি মোশাররফ হোসেন খান অন্যায়, অপমান, অতি চালাকী, অনাদর্শ এবং মানবতাহীনের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার। একজন যথার্থ কবির মতো তিনিও নি:সঙ্গ। অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা সাহস এবং তারুণ্যের এক জ্বলন্ত শিষ - কবি মোশাররফ হোসেন খান।

পুরস্কার কিংবা সম্বর্ধনাই কেবল সাহিত্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি নয় সাহিত্যের মানদন্ড-শেষ পর্যন্ত সফল সৃষ্টি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে মোশাররফ হোসেন খান যথার্থই একজন সফল এবং স্বার্থক কবি। তরুণ অথচ আয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ এ কবিকে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ সাহিত্য পদক প্রদানের মাধ্যমে আমরা তার কর্ম ও প্রতিভার স্বীকৃতি দিচ্ছি। সেই সাথে আগামী দিনে জাতির জন্য তার আরও অবদান কামনায় শেষ করছি।

www.pathagar.com

(বাম থেকে) অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব হেলাল উদ্দিন ভূঞা, জনাব আবুল কাশেম তালুকদার, অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ নুরুল্লাহ ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাক্তন এমপি মাওলানা আতাউর রহমান খান।

তৃতীয় অধিবেশন
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. বিতরণ

সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় পদক প্রাপক সাপ্তাহিক মুসলিম জাহানের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীকে পদক, সনদ ও সম্মাননা প্রদান করছেন তার পিতা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাওলানা আতাউর রহমান খান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি মাওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ নুরুল্লাহ।

www.pathagar.com

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন '৯৭ এর তৃতীয় অধিবেশন ছিল সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ বিতরণ। ১৯৯৪ ঈ. সালে জেলা শিল্পকলা একাডেমী হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা। অধিবেশনের প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক সংগঠন রাবেতা আলম আল ইসলামীর নির্বাহী সদস্য এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান- কিশোরগঞ্জ জেলায় সীরাত চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য বার্ষিক দশ হাজার টাকার অনুদান ঘোষণা করেন এবং সীরাতুন্নবী পদক প্রবর্তনের প্রস্তাব দেন। তাঁর সেই ঘোষণার আলোকেই ১৪১৬ হি. সন থেকে সীরাতুন্নবী পদক প্রর্বতন করা হয়। গত বৎসর একটি আলাদা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদক প্রবর্তক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান এর উপস্থিতিতে পদক বিতরণ করা হয়। ১৪১৭ হি. পদক প্রতিযোগিতায় পরিষদের সহঃ সাধারণ সম্পাদক শামছুল আলম সেলিমের উপর দায়িত্ব ছিল। কিন্তু কর্মব্যপদেশে জনাব সেলিম দায়িত্ব প্রাপ্তির পর পরই কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করে কুষ্টিয়া এবং পরবর্তীতে হবিগঞ্জে চলে যাওয়ায় পরিষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিয়াকেই এর দায়দায়িত্ব পালনে মূখ্য ভূমিকা রাখতে হয়। ১৪১৭ হি. সনে মোট নয়জন এ পদকের জন্য নির্বাচিত হন। 'সীরাত সংশ্লিষ্ট স্মরণিকা' প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিযোগী অংশ না নেয়ায় এ বছর এ পদক দেয়া সম্ভব হয়নি। এবারের পদক প্রাপকগণ হলেন-

(১) সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা- মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী (২) প্রবন্ধ রচনা (সকলের জন্য উন্মুক্ত) শামছুল আলম সেলিম (৩) রচনা (মেয়েদের) কামরুন্নাহার (৪) রচনা (ছেলেদের) মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ (৫) কবিতা- মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন (৬) আযান- আনোয়ার শাহ (৭) ক্বেরাত- মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম (৮) না'তে রসুল- মোহাম্মদ আবদুল কাদির (৯) আবৃত্তি- মোহাম্মদ ইনামুল হক (সাগর)

এ বছর সাহিত্য সম্মেলন করার অনুকুল পরিবেশ থাকায় পদক বিতরণী অনুষ্ঠানটি সম্মেলনের একটি অধিবেশনের মর্যাদা লাভ করে। সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনকে নির্দিষ্ট করা হয় সীরাতুন্নবী (সা.) পদক বিতরণী অনুষ্ঠান হিসাবে। নির্ধারিত সভাপতি প্রাজ্ঞ আলেম হয়বত নগর আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ নূরুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে পদক প্রবর্তক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেবের অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালন করেন প্রাক্তন এম, পি, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্জ হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব কে. এম. এ আবুল কাশেম তালুকদার, আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলাল উদ্দিন ভূঞা মূল্যবান আলোচনা রাখেন। এর পর সীরাতুন্নবী পদক প্রাপকদের মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং সভাপতি সম্বর্ধনা সনদ, সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী, নগদ ছয়শত করে টাকা, এক সেট সীরাত বিষয়ক মূল্যবান বই প্রত্যেক পদক প্রাপকের হাতে তুলে দেন। বরাবরের মতো এবারও প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে একটি করে সীরাত বিষয়ক বই সৌজন্য পুরস্কার হিসাবে প্রদান করা হয়। উল্লেখ দেশের সেরা শিল্পপতি কিশোরগঞ্জের কৃতি সন্তান মরহুম জহুরুল ইসলাম সাহেবের পরিবার থেকে আলহাজ্ব শফিউল ইসলাম কামাল ১২০টি বই দিয়ে পুরস্কার প্রাপক, বিচারক, অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য সৌজন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করায় আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট পার্লামেন্টারীয়ান মাওলানা আতাউর রহমান খান আগামী অনুষ্ঠানের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অনুদান ঘোষণা করেন। হলভর্তি জনতা তাঁর এ সাহসী ঘোষণাকে অভিবাদন জানায়। পুরস্কার বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়বতনগর আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলা আবুল খায়ের মুহাম্মদ নুরুল্লাহ সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

আজিম উদ্দিন হাইস্কুলের হেডমাস্টার জনাব হেলাল উদ্দিন ভূঞার ভাষণ

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ এর তৃতীয় অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি-বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সীরাতুন্নবী পদক প্রাপকগণ ও সমবেত সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

গুণীজনেরা বলে থাকেন মানুষ আয়নার মধ্যে যেমন তার চেহারা দেখতে পায় তেমনি একটি জাতির পরিচয় মিলে তার সাহিত্যের কর্মকান্ডের মাধ্যমে। আমরা যারা শিক্ষক আমরা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের

www.pathagar.com

পড়ালেখা শিখাই কিন্তু কবিতা লেখা, সাহিত্য রচনা সেই শিক্ষা আমরা দিতে পারিনা। যারা সাহিত্যিক, যারা কবি তারা এই কাজটি করে যাচ্ছেন। অত্যন্ত গর্বের সাথে বলছি যে আমাদের এই কিশোরগঞ্জে- কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ প্রতি বছর এরকম একটি বিরাট সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে থাকেন যা সারাদেশের অন্যকোন জেলায় লক্ষ্য করা যায়না। এ সংগঠন বিভিন্ন পদক প্রদান, গুণীজন সম্বর্ধনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যেন জেলার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পরিষদের সভাপতি আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সরকারী চাকুরীর সুবাদে ঢাকায় থাকার পরও এ কিশোরগঞ্জের সাংস্কৃতিক অংগনে যে ভূমিকা রেখে চলেছেন তা অবশ্যই মূল্যায়নের দাবী রাখে। আমি পরিষদের সবাইকে তাদের এ নিষ্ঠা ও ত্যাগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় গতবার এবং এবারও আমার স্কুলের ছাত্ররা পদক পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করেছে এ জন্যও আমি গর্বিত। পরিষদের এ কাজের জন্য আমাদের সকলেরই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমি পদক প্রাপক সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে পরিষদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

কিশোরগঞ্জ সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব কে. এম. এ. কাশেম তালুকদার সাহেবের ভাষণ

কিশোরগঞ্জে আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ এর তৃতীয় অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি সুধীমন্ডলী ও উপস্থিত সাহিত্য প্রেমিক সুধীজন- আস্সালামু আলাইকুম।

কিশোরগঞ্জ আসার পর বালিয়া হাইস্কুলের হেড মাষ্টার জনাব আবদুল করিম সাহেব আমাকে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের কথা জানান। নিয়মিত মাসিক সাহিত্য সভা এবং সাহিত্য সম্মেলনের কথাও তিনি আমাকে জানান। এত ঝাকজমকপূর্ণ অবস্থায় এত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে আজকে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো আমি তা কখনও ভাবতেও পারিনি।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ এর তৃতীয় অধিবেশন তথা সীরাতুন্নবী (সা.) পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ দেয়ার জন্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহিত্য হচ্ছে মনের খোরাক। সাহিত্য মানুষের মনকে আলোকিত করে, সুন্দরের পথ দেখায়, জীবনকে সমৃদ্ধ করে। কবি শেখ সাদীকে নিয়ে একটি গল্প আছে- শেখসাদী একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটি মাটির ঢেলা কুড়িয়ে পেলেন- শুঁকে দেখেন বাহ্ দারুণ গন্ধ! ঢেলাকে জিজ্ঞেস করলেন- ওহে মাটির ঢেলা, তোমার এতো সুন্দর গন্ধ, কোথা থেকে হলো? মাটির ঢেলা উত্তর দিল "আমি যেখানে ছিলাম-সেখানে জন্মেছিল ইরানের বিখ্যাত গোলাপ, বসরার বিখ্যাত গোলাপ। সেই গোলাপের পাঁপড়ি পড়তে পড়তে আমার গায়ে এরকম গোলাপের গন্ধ হয়েছে।" সাহিত্যও তেমনি। মানুষের মনের মধ্যে এমনভাবে লেগে যায় যার ফলাফল হয় সুন্দর, আলোকিত, পরিচ্ছন্ন মসৃন, চমৎকার।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য পরিষদ সাহিত্য সম্মেলন এর আয়োজন করে এমনি একটি মহতি উদ্যোগ নিয়েছেন যা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। একটি সাহিত্য সংগঠনের পক্ষ থেকে নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষক মহানবী (সা.) এর জীবনী চর্চার উপর পদক প্রবর্তন করে এ সংগঠন একটি অনুকরণীয়- অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমার বিদ্যালয়ের ছাত্র- শিক্ষকগণও এ পদক অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুনামকে উচ্চকিত করেছে এ জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আমিও গর্বিত। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আগামীতেও সৎ সাহিত্যের বিকাশে তাদের এ কর্মধারা অব্যাহত রাখবে এ কামনা করে এবং সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজকবৃন্দ, সুধীমহল এবং আজকে যারা সীরাতুন্নবী (সা.) পদকে ভূষিত হলেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

সীরাতুন্নবী (সা.) পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাক্তন এম.পি মাওলানা আতাউর রহমান খান সাহেবের ভাষণ

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত এই সুন্দর মনোরম ও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত সর্বশ্রেণীর জ্ঞানীগুণি শিক্ষিত এবং সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে এবং প্রতি বৎসরই উত্তরোত্তর এর

www.pathagar.com

কর্মপরিধি এবং কর্মের গভীরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত। গত বৎসর এমনি একটি অনুষ্ঠানে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলাম যে, পরবর্তী বৎসর আমরা এই পদক বিতরণ অনুষ্ঠান অথবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা কোন হলে না করে আমরা একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে উন্মুক্ত ময়দানে যাতে করতে পারি এবং এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে সমস্ত মানুষ এই ক্ষুদ্র পরিসরে অংশগ্রহণ করতে পারেন না তাদেরকেও আমরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ করে দিব। কিন্তু এ বৎসর আমরা আমাদের সেই পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারিনি। আমি এদিকে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের যারা কর্মকর্তাবৃন্দ আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এতে করে সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের পরিচিতি এবং এর যে অবদান সেটা আরও ব্যাপকভাবে মানুষ জানতে পারবে এবং আরও অসংখ্য সুপ্ত প্রতিভা বেড়িয়ে আসবে এবং প্রতিভার বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিশোরগঞ্জের নাম অনেক দিক দিয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মধ্যবর্তী একটা সময় আমাদের এমন গিয়েছে- যে সময় কিশোরগঞ্জ আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসতে ছিল; যেন একটা উজ্জ্বল প্রদীপ আস্তে আস্তে নির্বাপিত হয়ে আসতেছিল। এখন আমাদের কিছুটা আশা হয় যে কিছু সংখ্যক তরুণ এবং অভিজ্ঞ কর্মী তাদের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জের যে অতীত ঐতিহ্য ছিল সেটা আবার ফিরিয়ে আনবে। কিশোরগঞ্জ কেন্দ্রিক একটা ইসলামী চেতনা একটা আইডিওলজিক্যাল চেতনা আবার সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে এই আশা আমি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের কাছে করি। আশা করি সাহিত্য, সংস্কৃতি পরিষদ সুদূর প্রসারী এবং প্রশস্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে তাদের কাজকর্ম করবেন এবং এই ব্যাপারে আমাদের যতো ধরনের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় ইনশাল্লাহ আমরা করতে প্রস্তুত আছি। আর আগামী বৎসর এই অনুষ্ঠানটি আরও বড়ো আকারে বড় আঙ্গিকে আরও আকর্ষণীয় করে করার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করার জন্য পাঁচ হাজার টাকার অনুদান ঘোষণা করলাম। এবং আমি সকল মানুষের কাছে আপীল রাখব যে- আমরা এই সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট কিছু যাতে করতে পারি। একজন বক্তা বলেছেন কিশোরগঞ্জ "আধ্যাত্মিকতারও একটি কেন্দ্র"। আধ্যাত্মিক নৈতিক, ধর্মীয়, আদর্শগত এবং সর্বদিক দিয়ে কিশোরগঞ্জকে আবার আমরা সারা বাংলাদেশের একটা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে চাই। এই জন্য আমি তরুণ-যুবক এবং কবি সকলের কাছে, ওলামায়ে কেরাম এবং ইসলামী চিন্তাবিদসহ অন্যান্য যারা রয়েছেন সকলের কাছে ঐকান্তিকভাবে আমার আবেদন রেখে আজকের এই সমাবেশের সাফল্য কামনা করে, সকলের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।

সীরাতুন্নবী (সা.) পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়বত নগর আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল খায়ের মুহাম্মদ নূরুল্লাহ'র ভাষণ

আলহামদুলিল্লাহ ওয়াছছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাসুলিল্লাহ, আম্মা বা'দ ফাআউজুবিল্লাহিমিনাস শায়তানীর রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানীর রাহীম। ওয়ালা ইন শাকারতুম লা জিদান্নাকুম ওয়ালা ইন শাফারতুম ইন্না আযাবিন লাশাদিদ। ছদাকাল্লাহুল আজীম।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকরিয়া যে আজকে আমরা সারাদিন কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আহুত বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিশেষ করে সীরাতুন্নবী (সা.) পদক প্রদানের অনুষ্ঠানে হাজির হতে পেরেছি, সবাই বলি 'আলহামদুল্লিাহ'। আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে পাকে ঘোষণা করেছেন- "আমার নিয়ামত সমূহ যা তোমরা পাইলা সেইগুলির যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি আরও বাড়াইয়া দিব। আর যদি এসব নিয়ামত পাওয়ার পরও তোমরা এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কর শোকরিয়া প্রকাশ না কর তাহলে "ইন্না আযাবীন লা শাদীদ" আমার আযাব তোমাদের জন্য মুক্ত আযাব হবে।" রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন- মাল্লাম ওয়াস কুরিন্নাছা লাম এয়াসকুরিল্লাহ'- কোন মানুষ কোন ভাল কাজ করলে তার যদি কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, সে যেন আল্লাহ তায়ালারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। সেই হিসাবে আমাদের কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কয়েক বৎসর যাবৎ যে তারা আমাদের গুণীজন সম্বর্ধনা দিতেছেন এবং কবি সাহিত্যিক বিশেষ করে এই সাহিত্য পরিষদের সকল কবি সাহিত্যিকই ইসলামী ভাবাদর্শের দ্বারা সাহিত্য প্রচার করায় আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। আর আমাকে তারা এই 'গুণীজন সম্বর্ধনায়' অতীতে সম্বর্ধিত করার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। আজকের সভায় আমাকে সভাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন সে জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। আমি

www.pathagar.com

তাদের এই সাহিত্য পরিষদের ভবিষ্যতে আরও যেটা আমাদের মৌলানা আতাউর রহমান খান সাহেব এবার বলেছেন - "এটা খোলা জলসায় হওয়া উচিত।" আমিও তাঁর সেই মতের সাথে একমত হয়ে তাঁদেরকে অনুরোধ জানাব- যে ইনশায়াল্লাহ আগামীতে এটা শীতকালে করলে বাইরে করলেও কোন অসুবিধা নাই; আপামর জনসাধারণ শুনতে পারবে। আমি আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া এবং আজকের মাহফিলের যারা এন্তেজাম করেছেন তাদের শুকরিয়া বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, কার্যকরী সভাপতি শাহাবুদ্দিন আহাম্মদ এবং সাধারণ সম্পাদক হয়বৎনগর আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহানসহ সকলের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম যিনি সরকারী চাকরিজীবী হয়েও সকালের সেমিনারে যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন এবং আমাদের মৌলানা খুরশীদ উদ্দিন তারা সরকারী চাকুরি করার পরও ইসলামী সাহিত্য এবং সাধারণ সাহিত্য এবং সারা বিশ্বের সাহিত্যের উপর যে প্রবন্ধ তারা পাঠ করলেন সেসময় আমার চোখে পানি আসতেছিল, এই খুশির পানি। আল্লাহ তায়ালাতো দেখা যায় যারা আমাদের জেনারেশন আছেন তারা আমাদের পূর্ব পুরুষ যারা ছিলেন- হযরত আল্লামা মুছলেহ উদ্দিন (র.), হযরত মৌলানা আতাহার আলী (র.) তাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে এরকম জ্ঞানের স্পৃহা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মৌলানা ওবায়দুর রহমান খান নদভী আজকে এখানে এসেছেন আমার ছেলে সাইফুল্লাহ ও এলাইনে কাজ করছে। আমি সবার কাছে তাদের জন্য দোয়া চেয়ে, আমার নিজের জন্য দোয়া চেয়ে এবং সাহিত্য পরিষদের উন্নতি হউক এ দোয়া চেয়ে আমার কথাগুলি শেষ করলাম। আশা করি আমাদের কিশোরগঞ্জবাসী এই সাহিত্য পরিষদকে আরও উৎসাহিত করবে। ওয়াআখেরী দাওয়ানা আনীল হামদুল্লিল্লাহ রাব্বিল আলামিন।

শোকবাণী

কিশোরগঞ্জের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্দ্র-নজরুল যুগের প্রবীণ কবি আজহারুল ইসলাম গত ২রা আগষ্ট, ১৯৯৭ তারিখ ইন্তেকাল করেন। মরহুম ছিলেন কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা। ১৯৮৪ সনে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৭ সনের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল পর্যন্ত উনি আমাদের এ সংগঠন পরিচালনায় একজন অভিভাবকের ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময়ে তিনি প্রায় শতাধিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব/প্রধান অতিথি ইত্যাদির দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের লালনে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৯৯৩ সনে হয়বতনগর হাবেলীতে অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে তাঁকে কবি সম্বর্ধনা দিতে পেরে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করছে। এ সম্বর্ধনায় জেলা প্রশাসক সহ জেলার ৩৬টি সরকারী বেসরকারী সংস্থার সমর্থন তার সম্বর্ধনাকে আরও গৌরবদীপ্ত করেছে। মরহুমের ইন্তেকালে আজকের এ সাহিত্য সম্মেলন গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাচ্ছে। সেই সাথে আল্লাহপাক মরহুমকে যেন জান্নাতের অতি উচ্চে স্থান দেন সেজন্য আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করছে।

অত্যাধুনিক গ্রাইন্ডিং মেশিনে যে কোন পাওয়ারের
চশমা একদিনে তৈরী করে দেওয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান

ঢাকা অপটিক্যাল
প্রোঃ হাসান আহমদ
স্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ।

www.pathagar.com

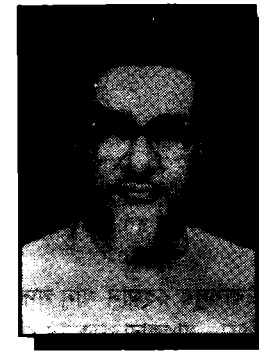

মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন
পিতা - মুহাম্মদ জহুর মিয়া
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭হি. কবিতা

মাওলানা মুহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীন ১৯৪৪ঈ. সনের ১লা ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার স্থায়ী নিবাস শহরের গাইটাল শিক্ষক পল্লীতে। ১৯৬৩ সনে তিনি হয়বত নগর আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল, ১৯৬৪ সালে ঢাকা সরকারী আলিয়া হতে ডিপ্লোমা ইন আদিব এবং ১৯৬৫ সনে ডিপ্লোমা ইন আদিব-ই-কামিল পাস করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকতার কর্মজীবন শুরু করেন এবং বর্তমানে কিশোরগঞ্জ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক (সিনিয়র শিক্ষক) পদে কর্মরত আছেন। ছাত্র জীবন থেকেই তার লেখালেখির শুরু। তার প্রথম কবিতা 'কাশ্মিরি মুজাহিদ' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সনের ২২শে আগস্ট সংখ্যা দৈনিক আজাদ-এ। মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক মদীনা, দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইনকিলাব ইত্যাদি পত্রিকায় তার বহু লেখা প্রকাশিত হয়। তার প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে-

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত

(১) মুসলমানদের উত্থান ও পতন (অনুবাদ)।

(২) মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, ২য় খন্ড ও ৬ষ্ঠ খন্ড (অনুবাদ)।

(৩) তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩য় খন্ড ও ৬ষ্ঠ খন্ড (অনুবাদ)।

(৪) তাফসীরে জালালাইন শরীফ (অনুবাদ)।

(৫) মাবাদিউল আরাবিয়া (অনুবাদ)।

(৬) আকাইদ ও ফিকাহ (৭ম শ্রেণীর মাদ্রাসা পাঠ্যবই)

(৭) শিশুদের আধুনিক আরবী শিক্ষা (মাদ্রাসা পাঠ্য)

তিনি ইরানের ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয় আহুত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ সনে তিনি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক গুণীজন হিসাবে সম্বর্ধিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে পাঁচকন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক জনাব মোহাম্মদ খুরশীদ উদ্দীনের সব ছেলে মেয়েই কৃতিত্বের এবং মেধার পরিচয় দিচ্ছে। সীরাত বিষয়ক কবিতা রচনার জন্য তিনি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. লাভ করেন। আমরা ভবিষ্যতে তার আরও মৌলিক রচনা আশা করি।

www.pathagar.com

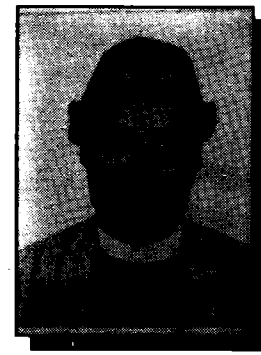

উবায়দুর রহমান খান নদভী
পিতা - মাওলানা আতাউর রহমান খান
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. সীরাত বিষয়কগ্রন্থ রচনা

উদীয়মান ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সাংবাদিক, গবেষক উবায়দুর রহমান খান নদভী ১৯৬৬ঈ. সনের ২৪ শে সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ শহরের এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-আলহাজ মাওলানা আতাউর রহমান খান একজন সুবক্তা, রাজনীতিবিদ, আলেম ও পার্লামেন্টারিয়ান। তার দাদা মরহুম মাওলানা আহমদ আলী খান (র.) [১৯০৪-৮২] একজন সুফী এবং প্রপিতামহ আলহাজ্ব ইবারত খান (মৃ. ১৯৪৬) ছিলেন একজন ইসলাম প্রচারক। জনাব নদভীর লেখাপড়ায় বিসমিল্লাহ হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৮৩ সনে জামেয়া-ই-এমদাদিয়া থেকে সর্বোচ্চ স্তর তোকমীলে হাদীস, ১৯৮৪ সালে চট্টগ্রাম জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া থেকে 'তাখাসসুম ফিল আদাবিল আরাবী ওয়াল ফিকরিল ইসলামী' লাভ করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত গমন করেন। তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনৌর নদওয়াতুল উলামা থেকে ১৯৮৬ সনে ডিগ্রী লাভ করেন এবং সে বছরই চট্টগ্রামের দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়ায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করে তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং মাসিক মদীনার সহযোগী প্রকাশণা সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান পত্রিকায় যোগ দেন। তিনি এখন এ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। এছাড়াও তিনি মাসিক জাগো মুজাহিদ, মাসিক আল হক ইত্যাদি পত্রিকার সাথেও যুক্ত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে (১) আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি, (২) অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী (সা.) (৩) অন্তিম শয্যায় খ্যাতিমানদের শেষ উক্তি, (৪) নবীজী (সা.) কেমন ছিলেন, (৫) আধুনিক বিশ্বের চল্লিশ জন নও মুসলিমের আত্মকাহিনী- উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত এবং ইতিমধ্যেই সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন। তার রচিত সীরাত পুস্তক "অমুসলিম মনীষীদের চোখে আমাদের প্রিয়নবী (সা.)" রচনা ও প্রকাশনার জন্য কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাকে সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. প্রদান করছে।

ব্যক্তিগত জীবনে জনাব নদভী বিবাহিত এবং এক পুত্র সন্তানের জনক। সদালাপী, মিষ্টভাষী এ তরুণ ব্যক্তিত্ব আগামী দিনে কিশোরগঞ্জ তথা দেশ ও জাতির সেবায় আরও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন; পদক দেওয়ার মুহূর্তে আমরা সে দোয়াই করছি।

www.pathagar.com

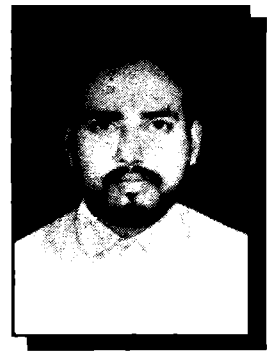

শামছুল আলম সেলিম
পিতা - এম এম রহমান মাষ্টার
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী
সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রবন্ধ রচনায়

জনাব শামছুল আলম সেলিম ১৯৬৫ঈ. সনের ২ মার্চ কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানাধীন ফেলনা গ্রামের বিখ্যাত হাজী বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এম এম রহমান সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুবাদে পাকিস্তান আমল থেকেই কিশোরগঞ্জের সাথে সম্পৃক্ত এবং বিগত প্রায় এক যুগ যাবৎ শহরের তারাপাশার স্থায়ী বাসিন্দা। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর কিশোরগঞ্জ আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় এবং গুরুদয়াল সরকারী কলেজে বিএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ছাত্র জীবনে আদর্শবাদী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় থেকেই তার লেখালেখি এবং সাংবাদিকতারও শুরু। তিনি দৈনিক সংগ্রামের কিশোরগঞ্জ জেলা সংবাদদাতা হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও জনাব সেলিম কিশোরগঞ্জ সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি, মাসিক আল হাসান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, সাহিত্য সাময়িকী 'ঈসা খাঁর' সম্পাদক ছাড়াও কিশোরগঞ্জ রিপোর্টার্স ক্লাবেরও সদস্য। তিনি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বিভিন্ন সময়ে সহ. সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শুরুক সাহিত্য মজলিশেরও সদস্য। তারা পাশা বাইতুন নূর জামে মসজিদের সেক্রেটারী। ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমার) জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য, এনজিও কাইডস এর উপদেষ্টা, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, কিশোরগঞ্জ-এর শিক্ষা সম্পাদক ছাড়াও বহু সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং দুই কন্যা সন্তানের জনক জনাব শামছুল আলম সেলিম বর্তমানে মিল্লাত ফার্মাসিউটিক্যালের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ হিসাবে হবিগঞ্জে কর্মরত।

কর্মব্যপদেশে কিশোরগঞ্জ ত্যাগের প্রাক্কালে খামারবাড়ী মিলনায়তনে কবি আজহারুল ইসলামের উপস্থিতিতে গত বছর জনাব সেলিমকে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে লেখার নেশা তাকে মাঝে মধ্যেই পেয়ে বসে। পত্রিকার পাতায় ফিচার আকারে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর তার লেখা চোখে পড়ে। (১) শরীরটাকে সুস্থ রাখুন. (২) মহানবী (সা.) এর কথা, (৩) ইসলামী আন্দোলন ঃ ঈমানের দাবী, এগুলো তার রচিত পাণ্ডুলিপি। সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাকে সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. তে ভূষিত করে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে। আগামীতে জাতি তার কাছ থেকে আরও মৌলিক লেখাসহ অনেক কিছু আশা করে।

www.pathagar.com

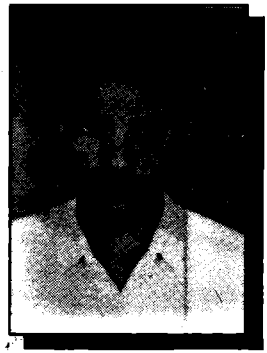

মোহাম্মদ আবদুল কাদের
পিতা - মোহাম্মদ নাছিম উদ্দীন
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী
নাতে রসূল

মোহাম্মদ আব্দুল কাদের ১৯৭৮ সালের ১লা মার্চ হোসেনপুর থানার সুরাটিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালে দাখিল এবং ১৯৯৫ সালে আলিম পাস করে বর্তমানে ফাজিল পরীক্ষার ফলপ্রার্থী। রাবেতা হাসপাতাল ২৮২/১ মাজার রোড, প্রথম কলোনী, মিরপুরে কর্মরত জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদেরের রয়েছে একটি শিল্পীমন। না'তে রসূল পরিবেশনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এবারের প্রতিযোগিতায় জনাব কাদের সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী লাভের বিরল সম্মান অর্জন করলেন। আল্লাহ্ পাক তাকে এ লাইনে আরও সাফল্য দান করুন। তার প্রতিভার বিকাশের সুযোগ করে দিন এবং দ্বীনের একজন খাঁটি মুজাহিদ হিসাবে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমে যথাযথ ভূমিকা রাখার তওফিক দিন। পদক প্রদানের লগ্নে আমরা এ দোয়াই করছি।

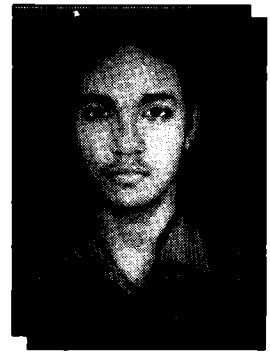

ইনামুল হক সাগর
পিতা - সাইফুল হক সেলিম
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী
আবৃত্তি

সাইফুল হক সেলিম ১৯৮২ সালের ১লা মার্চ কিশোরগঞ্জ শহরের পুরান থানায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম সাইফুল হক সেলিম। আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৯৭ সনে প্রথম বিভাগে এস, এস, সি পাস করে সাগর বর্তমানে গুরুদয়াল সরকারী কলেজে অধ্যয়নরত। আবৃত্তি, অভিনয়, উপস্থিত রচনা, প্রভৃতি বিষয়ে ইতিপূর্বেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়টি পুরস্কার লাভ করেছেন। আবৃত্তি ও অভিনয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে পুরস্কারপ্রাপ্ত ইনামুল হক সাগর এ লাইনে উৎসাহ পেয়েছেন তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বাবু সুধেন্দু বিশ্বাস, মানস কর, তার মা এবং একতা নাট্যগোষ্ঠী থেকে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সীরাতুন্নবী পদক প্রবর্তনের প্রসঙ্গটিকে ইনামুল হক সাগর একটি মহতি উদ্যোগ বলে উল্লেখ করে বলেন - 'এ রকম প্রতিযোগিতার ফলে আমরা ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারি যা আমাদের জ্ঞানার্জনে যথেষ্ট সহায়ক।' অন্যান্য বারের প্রতিযোগিতা দেখতে দেখতে এবার ইনামুল হক সাগর তার নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আবৃত্তিতে সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ অর্জন করলো। আগামীতে আমরা তার আরও ভাল রেজাল্টসহ উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

www.pathagar.com

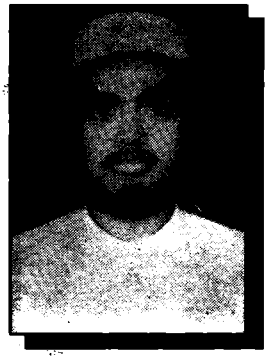

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

পিতা - মোহাম্মদ আলী

সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী

ক্বেরাত

১৯৮১ সালের ৫মে মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম হোসেনপুর থানার ঢেঁকিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোহাম্মদ আলী (মরহুম), এবং মায়ের নাম সমলা খাতুন। একটি অক্ষরজ্ঞানহীন পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী সাইফুল ইসলাম পাশের বাড়ির ছেলেদের দেখে প্রথম লেখা পড়ায় উৎসাহ পান। বিড়ি বাঁধার কাজ ত্যাগ করে এক সময় সাইফুল ভর্তি হন হোসেনপুর ১নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পর হোসেনপুর পাইলট হাইস্কুলে ভর্তি হবার পর মন আস্তে আস্তে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে মোড় নিতে থাকে। ভাই মোহররম আলী এক সময় রাজমিস্ত্রীর কাজ ছেড়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয় এবং সাইফুলকেও কটিয়াদীর মাওলানা শামসুল হক খাজা (র.)-এর মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়।

ইতিমধ্যে তার বাবার মৃত্যুর পর সাইফুল কিশোরগঞ্জে চলে আসেন এবং এখানকার বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল জামেয়া এমদাদিয়ায় ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি আরবী চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত। অনেক চড়াই উৎড়াইয়ের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠা সাইফুলের সংগ্রামী জীবন। জামেয়ার প্রখ্যাত ক্বারী আবদুল ওয়াহহাব এর কাছে ক্বেরাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাইফুলের জীবনে অন্য যেসব উস্তাদের সাহচর্য্য পেয়েছেন তাদের মধ্যে জন্মগ্রাম পূর্ব ঢেঁকিয়া জামে মসজিদের ইমাম হযরত মাওলানা মোফাজ্জল হোসেন, মাওলানা ইদ্রিস আলী, ইমাম হোসেনপুর থানা মসজিদ, ইমাম কটিয়াদী বীর নওয়াকান্দি মসজিদ প্রমুখের অবদান উল্লেখযোগ্য। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়নে বিশ্বাসী 'সাইফুল ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের তলোয়ার এ নামটি সাইফুল বুঝেশুনেই রেখেছেন পূর্ববর্তী নাম 'মহরআলী' পরিবর্তন করে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাকে ক্বেরাতে বিশেষ পারদর্শীতা প্রদর্শনের জন্য সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরীতে ভূষিত করছে।

ইসলামের তলোয়ার হিসাবে অন্যায়ের প্রতিরোধে এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় তিনি নিজেকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলে যথাযথ ভূমিকা রাখবেন- পদক প্রদানের লগ্নে এটাই আমাদের কামনা।

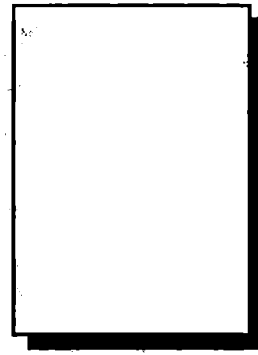

মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ

পিতা - মোহাম্মদ শহীদ

সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী

বিষয়ভিত্তিক রচনা ছাত্রদের

মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ইংরেজী ১৯৮৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার ধামরাই থানার আমতা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম - মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ, এডিশনাল জেলা ও দায়রা জজ, কিশোরগঞ্জ জজ কোর্ট।

মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ১৯৯৫ সনে অনুষ্ঠিত প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় কিশোরগঞ্জ আদর্শ শিশু বিদ্যালয় হতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পায়। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি কিশোরগঞ্জ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত তিনি কিশোরগঞ্জ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলেন। বর্তমানে তার পিতা সিলেট জজ কোর্টে বদলী হয়ে যাওয়ায় তিনি ৬/৭/৯৭ঈ. তারিখ টি. সি. নিয়ে পিতার সঙ্গে সিলেট চলে যান। তিনি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্কুল পর্যায়ের রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. প্রাপ্ত হয়েছেন।

আমরা তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

www.pathagar.com

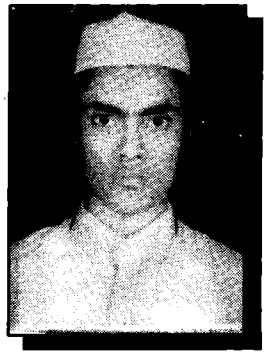

মোহাম্মদ আনোয়ার শাহ

পিতা - মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি.
আযান

কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানাধীন মধ্য গোবিন্দপুর গ্রামে ১৯৮৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মোহাম্মদ আনোয়ার শাহর জন্ম। তার পিতা- মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক সৈয়দপুর হাছানিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক। সৈয়দপুর মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাশ করে আনোয়ার শাহ বর্তমানে বাকচান্দা ফাজিল মাদ্রাসায় আলিম প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। ৫ম শ্রেণী থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আনোয়ার শাহ এ পর্যন্ত অনেক পুরস্কার অর্জন করেছে। দাদার উ ৎসাহে সাংস্কৃতিক লাইনে উদ্দীপনা লাভকারী আনোয়ার শাহ এ ধরনের প্রতিযোগিতার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করেন। আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) এর নির্দেশিত পথে চলার জন্য কেবলমাত্র এ ধরনের প্রতিযোগিতাই উৎসাহ সৃষ্টির মাধ্যমে একজনকে যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে পারে বলে তার অভিমত। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আহূত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে 'আযান'-এ সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. অর্জন তার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে থাকবে। হাশরের মাঠে আযান দানকারীর যে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার কথা রয়েছে দুনিয়াতেও যেন সে মর্যাদা অর্জনে আনোয়ার শাহ সফল হয়- পদক প্রদানের মুহূর্তে আমরা সে দোয়াই করছি।

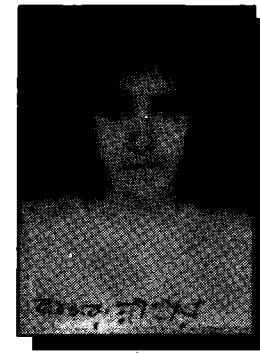

কামরুন্নাহার

পিতা- আবদুর রশিদ
সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হিজরী
রচনা (মেয়েদের)

কিশোরগঞ্জ জেলা স্মরণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী কামরুন্নাহার ১৯৮৪ সালের ৪ মার্চ জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী নদীবন্দর- মনিপুরীঘাট, তারাপাশা এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে লেখাপড়ার পাশাপাশি ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় তার অনুরাগ রয়েছে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আহূত সীরাতুন্নবী (সা.) পদক প্রতিযোগিতায় স্কুল/মাদ্রাসা পর্যায়ে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত "নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) এর ভূমিকা" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে কামরুন্নাহার তার সে অনুরাগের স্বার্থক প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী চর্চায় তার এ কৃতিত্বের জন্যেই কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ প্রবর্তিত সীরাতুন্নবী (সা.) পদক ১৪১৭ হি. লাভ করে বিরল সম্মান লাভে সক্ষম হলেন। আমরা আগামীতে এ লাইনে তার আরও উৎকর্ষতা কামনা সহ ছাত্রীজীবনে তার গৌরবময় ফলাফল কামনা করি-যাতে করে আগামী দিনে আরও সম্মান বয়ে এনে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধিবেশন গুণীজন সম্বর্ধনা

বক্তব্য রাখছেন (বাম থেকে) এ. কে. এম নাছিম খান; জনাব মু. আবদুল লতিফ, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম খান, এডভোকেট ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এডভোকেট ফজলুল কবীর।

সম্বর্ধিত গুণীজন মো: আশরাফুদ্দীনকে ক্রেস্ট, মানপত্র ও অন্যান্য উপহার দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি।

সম্বর্ধিত গুণীজন মৌ. আবদুল হামিদ দ্বিপেশ্বরীকে ক্রেস্ট, মানপত্র ও অন্যান্য উপহার দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি।

সম্বর্ধিত গুণীজন ডা. শারফউদ্দিন আহমদকে ক্রেস্ট, মানপত্র ও অন্যান্য উপহার দিচ্ছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি।

www.pathagar.com

সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা। ১৯৯৩ সনে হয়বৎনগর হাবেলীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কবি আজহারুল ইসলামকে 'কবি সম্বর্ধনা' প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্বর্ধনার সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সনে শিল্পকলা একাডেমী হলে ২৩ জন গুণী ব্যক্তিত্বকে এবং একজন কবিকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এবারের সম্মেলনেও ২ জন কবিকে সাহিত্য পদক প্রদান এবং কিশোরগঞ্জের তিনজন কৃতি ব্যক্তিত্বকে গুণীজন সম্বর্ধনার জন্য পরিষদ মনোনীত করে। সন্ধ্যা ৬-৩০ এ যথারীতি গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি পৌরসভার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ আবু তাহের মিয়ার অনুপস্থিতিতে পরিষদ সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে সম্বর্ধনা সভার কাজ শুরু হয়। অনুষ্ঠান শুরুর অল্প পরে পরেই নির্ধারিত সভাপতি আলহাজ্ব আবু তাহের মিয়া উপস্থিত হলে পরিষদ সভাপতি আসন ছেড়ে দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।

সম্বর্ধনা সভায় কিশোরগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি জনাব এডভোকেট ফজলুল কবীর প্রধান অতিথি এবং কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব মু. আ. লতিফ, গুরুদয়াল সরকারী কলেজের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম খান, জেলা আইনজীবী বারের প্রাক্তন সেক্রেটারী এডভোকেট ভূপেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক, ওয়ালিনেওয়াজ খান কলেজের অধ্যাপক মজির হোসেন চৌধুরীও কিশোরগঞ্জ রিপোর্টার্স ক্লাবের সম্পাদক এ, কে, নাছিম খান প্রমুখ বিশেষ অতিথি হিসাবে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন।

সম্বর্ধিত গুণীজনদের মাল্যদান এবং মানপত্র পাঠ করেন পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা জনাব এডভোকেট মতিউল হাসান, আবদুল করিম মাষ্টার, জনাব ওয়াহিদউদ্দিন ইয়াকুব, জনাব শামছুল আলম সেলিম, জনাব জি. এম. ইয়াহিয়া ভূঞা, জনাব আনোয়ার হোসেন বাচ্চু, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিশা, জনাব মোহাম্মদ রমজান আলী ও জনাব মোহাম্মদ মুছলেহ উদ্দিন।

এরপর সম্বর্ধিত গুণীজনদের হাতে উপহার হিসাবে ক্রেস্ট,মানপত্র ও বই হস্তান্তর করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং প্রধান অতিথিদ্বয়। মুহুর্মুহু হাততালির মধ্যদিয়ে কিশোরগঞ্জের শ্রেষ্ঠ তিন কৃতি গুণী ব্যক্তিত্ব সম্বর্ধিত হন। অনুষ্ঠানের সভাপতি আলহাজ্ব আবু তাহের মিয়া তাঁর ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণার পর পর পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান। এতক্ষণে রাত নয়টা। হল এখনো লোকে টইটুম্বুর। এরি মধ্য দিয়ে শেষ হলো কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন '৯৭-এর দিনভর অনুষ্ঠান। চতুর্থ অধিবেশনের উপস্থাপনায় ছিলেন মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান।

কিশোরগঞ্জ রিপোর্টার্স ক্লাবের সম্পাদক জনাব এ. কে. নাছিম খানের ভাষণ

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন'৯৭ এর চতুর্থ অধিবেশন গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত প্রধান অতিথি, সম্বর্ধিত গুণীজন, আলোচকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

কিশোরগঞ্জ সহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে গত এক যুগেরও অধিক সময় ধরে যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা অবশ্যই আমাদের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। সাহিত্য পরিষদ এখানকার কৃতি গুণীজনদের সম্বর্ধনা দিয়ে আসছে। যারা দেশের জন্য সমাজের জন্য কাজ করেন তাদের এটা পাওনা- কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে কয়জন এগিয়ে আসে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের এ উদ্যোগ পরবর্তী প্রজন্মকে দেশপ্রেমে-সমাজ প্রেমে-সাহিত্য সংস্কৃতিতে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। আমি আজকে আমাদের যে কয়জন শ্রদ্ধেয় গুণী ব্যক্তিত্ব সম্বর্ধিত হচ্ছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে সাহিত্য পরিষদের সকল কর্মকর্তাকে তাদের এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

ওয়ালিনেওয়াজখান কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মজির হোসেন চৌধুরীর ভাষণ

আজকের এ মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয়, প্রধান অতিথী, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সম্বর্ধিত গুণীজন ও সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ইতিহাসের লোক। অতীতকে নিয়েই আমার আলোচনা। যে জাতি তার গুণীজনদের তথা কৃতকর্মা পূর্বসূরীদের যথাযথ সম্মান করেনা সেই জাতি ভবিষ্যতের তেমন কোন দিক

www.pathagar.com

নির্দেশনা পায়না। বিগত কয়েক বছর যাবৎ কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ যাদের পরিশ্রমের দ্বারা কর্মের দ্বারা জাতি ভবিষ্যতে উপকৃত হবে, সারাদেশ উপকৃত হবে- এমন সব গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেওয়ার রেওয়াজ চালু করেছেন। তাদের এ সম্বর্ধনার মাধ্যমে আসলে আমাদের সমাজ কাঠামোর ভীত নির্মাতাদের ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়ে আবহমান কালের মানুষের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির কাজটিই করছেন। তাদের এ অবদান মহা মূল্যবান। আমি তাদের এ সুমহান কর্মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গৌরাবান্বিত বোধ করছি। আগামীতে তাদের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হোক এ কামনা করে সম্বর্ধিত গুণীজনদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার কথা শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব মু. আবদুল লতিফ এর ভাষণ

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনে গুণীজন সম্বর্ধনা অধিবেশনের মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সংবর্ধিত গুণীজন এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী; আপনাদেরকে শরতের এ মনোরম সন্ধ্যায় আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা আমার অজস্র অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি হচ্ছে মনুষ্য সমাজের বাঙময় ক্রিয়াকর্মের অপরূপ বহিপ্রকাশ। সাহিত্য আমাদের চারপাশের ভাল-মন্দেরই নির্যাস। আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে বিরাট অংশ জুড়ে যেমন পল্লবিত হয়েছে, আমাদের চিন্তা-চেতনা এবং কর্মকে উপজীব্য করে সাহিত্য উজ্জীবিত হয়েছে ফল্গুধারার মত। সাহিত্যের জন্য মানুষ নাকি মানুষের জন্য সাহিত্য এ প্রশ্নের যেমন শেষ নেই, মানুষের কৌতুহল ও চিন্তার ভিন্নতারও পরিসমাপ্তি নেই। বরং আদিম যুগের কৌতুহলি মনোজগতই সাহিত্য-সংস্কৃতির বাহনে চড়ে সেদিনের আদিমতাকে সভ্যতার সুন্দরতম অঙ্গনে প্রবেশ করিয়েছে। এর ফলে মানুষে-মানুষে ভালবাসা, সম্প্রীতি, সৌজন্যবোধ এবং আমাদের গুণের মূল্য দিতে শিক্ষা দিয়েছে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আজকে যাঁদের সম্বর্ধনা দিচ্ছে সেত সংস্কৃতিরই অংগ। গুণীদের সম্বর্ধনা দিয়ে তারা দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। কিশোরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি হিসাবে এজন্যে আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই অভিনন্দন জানাই।

বিনয় গুণীদের ভূষণ। এমনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আজকের প্রথম অধিবেশনে আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষা গুরু অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ। অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি নিজেকে বেমানান বলে উল্লেখ করে বিনয় প্রকাশ করেছেন। বিনয় যে মানুষকে মহৎ করে, শুধুমাত্র গুণীদের নিকট থেকেই তা আমরা শিখতে পারি। আমরা গুণীজনদের যত বেশী কদর করতে পারবো আমাদের ততই লাভ। এ বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আজকের এ অধিবেশনের মাধ্যমে এ বোধটুকু জাগ্রত করে দিয়েছে, সেজন্য তারা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। আমি পরিষদের আরো সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং সকলকে পুনরায় শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি-খোদা হাফেজ।

৪র্থ অধিবেশনের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম খান এর ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আজকের এই অনন্য অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথি জনাব এডভোকেট ফজলুল কবীর মঞ্চে উপবিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দ জনাব ম. আ. লতিফ, সভাপতি- কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব, মঞ্চে উপবিষ্ট চারজন গুণী ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম।

আজকের এ অনুষ্ঠানে যে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্বর্ধনা এবং একজনকে সাহিত্য পদক দেওয়া হচ্ছে জনাব মোঃ আশরাফুদ্দীন, জনাব আবদুল হামিদ দ্বীপেশ্বরী, জনাব ডা. এ. কে. শরফুদ্দীন আহমদ, উ. বাদশা মিয়া ও জনাব তাহেরুদ্দীন মল্লিক এই চারজন ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেও অনেক সময় লেগে যাবে। আমি সেদিকে যাবোনা। সাহিত্য সম্পর্কেও আমি কিছু বলতে যাবোনা কারণ এই ব্যাপারেও আমার জ্ঞান খুবই সীমিত।

আপনারা জানেন- যে জাতি তার গুণীজনদের সম্মান দিতে জানে না সে জাতি তার নিজেদেরকেই সম্মানিত করতে জানে না। বিভিন্ন মনীষীরা বলে থাকেন "জন্ম হোক যথা তথা- কর্ম হোক ভাল"। মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে। এ চারজন গুণী ব্যক্তিত্বের যে বর্নাঢ্য কর্মময় জীবন এবং কিশোরগঞ্জের শিক্ষা সাহিত্য- সংস্কৃতিতে এবং মানব সেবায় এরা যে অবদান রেখেছেন তা লিখতে গেলে বই হয়ে

www.pathagar.com

যাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি অনেক জায়গায় এ কথা বলে থাকি আমরা প্রকৃত গুণীজনদের সম্বর্ধনা দিতে জানি না। আজকাল বিভিন্ন উপায়ে গুণী হওয়া যায়। গুণী হওয়া যায় তৈল মর্দনের মাধ্যমে, গুণী হওয়া যায় একশ্রেণীর লোকদের প্রপাগান্ডার মাধ্যমে নিজকে জাহির করার মধ্য দিয়ে - আমি বলবো কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ এদিক থেকে একটি অনন্য সংগঠন। আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার কয়েকজন গুণীজনের সম্বর্ধনার জন্য জেলা প্রশাসককে প্রস্তাব রেখে ছিলাম; দুঃখের বিষয় সেই গুণীজন সম্বর্ধনা দিতেও আমরা কার্পণ্য করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত সে অনুষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছিল। এই যে প্রবণতা এটা আমাদের দুঃখ দেয় ব্যাথা দেয়।

আপনারা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ- যিনি আজীবন শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেই আশরাফুদ্দীন মাস্টার সাবকে সবাই চিনেন। আমরা সবাই আশরাফ মাস্টার বলে উনাকে ডাকি। আমি তিরিশ বৎসর যাবৎ তাকে চিনি। এমন নিবেদিত নিরহঙ্কার, মানুষ যিনি নিজেকে প্রকাশ করার বা জাহির করার কোন ইচ্ছাই কোনদিন পোষণ করেননি এ সমাজে মিলানো ভার। সারা জীবন আজিমুদ্দীন হাইস্কুল, হাশমত উদ্দিন হাইস্কুলে শিক্ষার সঙ্গে তিনি নিজের জীবনকে নিবেদিত রেখেছিলেন। হয়ত আজকের প্রজন্মের অনেকেই তাকে চিনেনা; কারণ প্রচার নেই- তত জাহির করার প্রবণতা নেই। কিন্তু তার পরেও তার অবদান এখানকার ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে তর অবদান অনন্য।

আপনারা জানেন আমার জন্মস্থান হোসেনপুর। আমাদের এখানে রয়েছেন হোসেনপুরের সেই বিখ্যাত বুলবুলে বাংলাদেশ, বুলবুলে পাকিস্তান তৎকালীন ভারতবর্ষ উপ-মহাদেশের যিনি নাকি বুলবুলে পাকিস্তান খেতাব পেয়েছিলেন। যার বক্তব্য ঘরের গৃহবধূদের পর্যন্ত বের করে নিয়ে আসতো। তার দরদী আলোচনা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যারা কোন লেখাপড়া জানতো না, শিক্ষার সঙ্গে যাদের কোন সংযোগ ছিল না, বুলবুলে বাংলাদেশ- বুলবুলে পাকিস্তান মৌলানা আবদুল হামিদ দীপেশ্বরী সাবের কথা শোনার জন্য হাজার হাজার লোক জড়ো হতো। এত হৃদয়গ্রাহী বক্তা তিনি ছিলেন যে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেতো অন্তর স্পর্শ করতো, মানুষ কাঁদতো এবং অকাতরে ধর্মের কাজে দান করতো। আমি অনেক লোককে দেখেছি মূর্খ লেখাপড়া জানেনা; বুলবুলে বাংলাদেশের বক্তৃতা শুনে জমির অর্ধেক দান করে দিয়েছেন। মসজিদের জন্য মাদ্রাসার জন্য- এই সেই বুলবুলে বাংলাদেশ। হয়ত তার নাম খুব প্রচারিত হয়নি। অন্তত আমিত তিরিশ বছরে খুব দেখিনি- যে তাঁকে নিয়ে খুব প্রচার হয়েছে বা তাঁর গুণাগুণ নিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাকে তুলে এনে সম্বর্ধনা দিয়ে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছে।

তাহেরুদ্দীন মল্লিক সাহেব একজন চারণ কবি। যতটুকু আমি জেনেছি তিনি পল্লীর লোকসংস্কৃতি খুঁটে খুঁটে বের করে এনে কিশোরগঞ্জের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন। যে কিশোরগঞ্জ আজকে সাড়া বিশ্বে পরিচিত লোক সাহিত্যের জন্য-লোক সংস্কৃতির জন্য তিনি সেই ক্ষেত্রে নিবেদিত প্রাণ। তাকে অনেক সময় আমি অনেক জায়গায় দেখেছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই গ্রামের পথে প্রান্তরে ঘুরে ইতিহাস সংগ্রহ করতে লোক সাহিত্য সংগ্রহ করে জনগণের কাছে এনে তুলে ধরতে।

ডা. শারফউদ্দিন আহমদ যাকে সবাই বাদশা মিয়া বলে জানেন। বাদশা মিয়া ছোটখাট নাম নয়। আসলেই তিনি বাদশা। সেই বাদশা তথাকথিত রাজ্যের বাদশা নন মানুষের হৃদয়ের বাদশা। যিনি মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ ডাক্তার। চিকিৎসায় রোগী আসছে- গরিব রোগী, পয়সা দিতে পারে না, বললেন 'যাও চলে যাও পয়সা লাগবে না'। ১৯৭১ এ যখন কিশোরগঞ্জের জেলে তিনি ছিলেন সেই খানেও আমি একদিন তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমার আজও মনে পড়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন - দেখো 'জেলীদেরকেও মানুষ করতাছি'। 'জেলীদেরকেও মানুষ করতাছি'। ঠিক এই ভাষায় তিনি বল্লেন। কি মানুষ করতাছেন- আমি বল্লাম- কয় আইস্যা দেহি সব খুস পাচড়ায় ভরা, রোগে শোগে এমুন অইছে আমি অহন বইয়া বইয়া এরারে চিহিসসা করি। প্রেসক্রিপশন দেই। যে মানুষ বল্যা তারারে চিনা যায়না-

এই সেই বাদশা মিয়া ডাক্তার কিশোরগঞ্জের ইতিহাসের পরতে পরতে যার নাম যার অবদান। গুণীজন সূর্যের মত। সূর্যের আলো যেমন অবারিত। তেমনি গুণীজনের প্রভাব সমাজ উপলব্ধি করুক বা না করুক তারা মানুষকে আলোকিত করে চিরকাল।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আমাদের এইসব শ্রদ্ধাভাজন গুণীদের সম্বর্ধনার আয়োজন করে যে কৃতিত্ব অর্জন করলো এর জন্য আমি তাদেরকেও অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। আগামীতেও তারা তাদের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে তুলবে আরও শক্তিশালী করে তুলবে একামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

www.pathagar.com

জেলা বার-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি
এডভোকেট ভূপ্রেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক এর ভাষণ

সাহিত্য সমাজের দর্পন বা আয়না এটা সকালের আলোচনায় বিভিন্ন বক্তা বলেছেন। সাহিত্য আজকে যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে আজকে সংস্কৃতিসেবীগণ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছেন এটা একশ বছর আগের সাহিত্য যদি আমরা পাঠ করি, একশ বছর আগের সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যদি আমরা পর্যবেক্ষন করি তা হলে এক জায়গায় আছে তা আমরা বলতে পারবো না। আমরা যদি সে সময়ের কোন উপন্যাস পাঠ করি তাহলে দেখবো আমলে যারা রাজা জমিদার ছিলেন তাদেরকেই নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বা সাহিত্য কর্মের মূখ্য ভূমিকায় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে আমরা যদি সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গণকে পর্যবেক্ষণ করি, অবলোকন করি, তাহলে দেখবো সে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ- সাধারণ মানুষ, তারা আজকের সাহিত্য কর্মের নায়ক নায়িকার ভূমিকায়, অথবা সাহিত্য কর্মের মুখ্য ভূমিকায় আসছে। ঐ যে রাজা রাজরার সাহিত্য যা সমাজের কেবলই উঁচুস্তরের মানুষের- যারা সমাজের উঁচুস্থরে বিচরণ করেন তাদের সাহিত্য। এটা ভাঙ্গার জন্যই সে সময় এগিয়ে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন এবং ব্রিটিশ ভারতের পর পাকিস্তান আমলে- বাংলাদেশ আমলে কবি জসীম উদ্‌দীন, শামসুর রাহমান সহ বিভিন্ন দেশ বরেণ্য সাহিত্যিক কবি। জয়নুল আবেদীনের চিত্রকর্মেও এ ধরনের সাধারণ মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে। কাজেই এই সাহিত্য-সংস্কৃতি এক যায়গায় দাড়িয়ে থাকে না, এটা অত্যন্ত গতিশীল। মানুষের যে শ্রমলব্দ প্রয়াস এর সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিয়তই এটা বর্ধিত হয়, কলেবর বৃদ্ধিপায় এবং মানুষের মন এবং মননকে বিকশিত করে। আমি সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে- সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে খুবই অজ্ঞলোক, জ্ঞান আমার অত্যন্ত কম। তার পরও এ ধরনের একটি মহৎ অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। যে সুধীজন সমাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করে নিজেদের জীবনকে গৌরবান্বিত করেছেন, সমাজকে কিছু দিয়েছেন এবং সমাজ থেকে নেওয়ার জন্য কোনদিন চিন্তা করেননি এ ধরনের গুণী ব্যক্তিত্ববর্গকে আজকে যে গুণীজন সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে এজন্য কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে জড়িত না থাকলেও এর কর্মকাণ্ডের সাথে প্রায়শ জড়িত থাকি। ১৯৯৩ সালে যখন হয়বত নগর দেওয়ানবাড়িতে এ অনুষ্ঠান হয়েছিল সারাদিন ব্যাপী- আজকে যেমন সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে সারাদিনই উপস্থিত থেকেছি এবং ব্যক্তিবর্গের আলোচনা শুনেছি বক্তব্য শুনেছি। আজকে মনে পড়ে আমাদের একজন প্রখ্যাত গুণী ব্যক্তিত্ব যিনি ঐ অনুষ্ঠানে দীর্ঘক্ষণব্যাপী বাংলা ইংরেজী, আরবী ফারসীতে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন। খান আবদুস সালাম খান আজকে আমাদের মাঝে নেই। আর কবি আজহারুল ইসলাম একজন প্রখ্যাত গুণী ব্যক্তিত্ব, তিনিও ইন্তেকাল করেছেন। তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। দিনে দিনে এ সংগঠনের আরও উন্মেষ ঘটুক, বিকাশ ঘটুক, এই সংগঠন গুণীজনদেরকে আগামী দিনে আরও সম্বর্ধনা দিক এবং স্মরন করুক, এবং এই সংগঠন সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকুক দীর্ঘকাল এ কামনা করে আবারও সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি- ধন্যবাদ।

গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা বারের সভাপতি
এডভোকেট ফজলুল কবীর সাহেবের ভাষণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি, আজকের সম্বর্ধিত বিশিষ্ট গুণি ব্যক্তিত্ব, মুরুব্বিয়ান, সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আমি ব্যক্তিগত বিশেষ অসুবিধার জন্য সকাল থেকে, অন্য অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত হতে পারিনি। মাগরিবের নামাজের পর এখানে এসে আমি খুব ভালভাবে উপলব্ধি করলাম যে, আমার ব্যক্তিগত কাজগুলি ফেলে ঐ সারাদিনের অনুষ্ঠানগুলিই আমার প্রধান কাজের পাথেয় হওয়া দরকার ছিল। আজকের এ অনুষ্ঠান গুণীজনদের সম্বর্ধনা দেওয়ার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। গৌরবান্বিত দুটি কারণে। কিশোরগঞ্জের শ্রেষ্ঠ গুণীজনের ফটো আমার পিছনে- আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, কিশোরগঞ্জের গৌরব, গর্ব পরিচিতি

www.pathagar.com

যাই বলি সবকিছুই কিশোরগঞ্জের ঈসাখা মসনদ-ই-আলাকে নিয়ে। আমি তার ছবির পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আজকে বক্তব্য রাখতে পেরে ধন্য। আমি ব্যক্তিগত ভাবে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য মজলিশ এগুলোর সাথে একসময় জড়িত ছিলাম। তখন সুযোগও ছিল। রফিকুল ইসলাম খান- তার সাথে চাকরি করেছি এবং নিজস্ব গুণাবলীর জন্য নয়, চাকুরির সুবাদেই তখন বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলাম; সম্পৃক্ত ছিলাম। আজ বহুদিন পরে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে এসে আমার নতুন লাগছে। সাহিত্য সম্পর্কে আমার ব্যাপক পড়াশুনা নেই। রফিকুল ইসলাম খান যেমন বলে গেছেন সাহিত্যের সাথে জড়িত না আমি নিজেও নই। আরেকজন অধ্যাপক সাব বলে গেছেন উনি হিস্ট্রির অধ্যাপক, আমি আবার অত্যন্ত খারাপ সাবজেক্ট আজকালকার দিনে সেটা হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তবে সাহিত্য না পরলেই যে সাহিত্যিক হতে পারবেনা এ কথা অন্তত আমি মানি না। সমস্ত শিক্ষিতলোক কম বেশি সাহিত্যের সাথে জড়িত- সাহিত্য সম্পর্কে ধারনা রাখে।

সাহিত্য সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুএকটা কথা বলতে চাই। জানি না আপনারা তা কিভাবে নিবেন। আমার আগে যারা বলেছেন- কেও বলেছেন সাহিত্য সমাজের ছবি, আমি অন্য কোন দিকে না গিয়ে এটিকে ধরেই দুএকটা কথা বলি। আমি জানি আমার এ বক্তব্য অনেকের কাছে ভাল লাগবেনা। আজকের যদি আমাদের এ কিশোরগঞ্জ বা গোটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে এই সমাজকে নিয়ে একটু ভাবি। এই সমাজের বর্তমান যে অবস্থা এবং এর যে বর্তমান অবস্থান এগুলো কি সাহিত্যের অবদান? এগুলো যদি সাহিত্যের অবদানই প্রমাণিত হয়ে যায়- এই রকম সমাজ- তাহলে এই ধরনের সাহিত্যের মানব জাতির কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করিনা। মানবজাতি, যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন- যে উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন- সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আজকের যে সমাজ আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি, এ যদি সাহিত্যের অবদান হয়ে থাকে তা হলে অবশ্যই এ সাহিত্য বর্জনীয়।

আজকে যে গুণীজন সম্বর্ধনা হচ্ছে- এরকম বহু যায়গায় গুণীজন সম্বর্ধনা দেখেছি, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যত জায়গায় দেখেছি এবং আমি নিজেও একটা ক্লাবের সভাপতি হিসাবে এক সময় বেশ কয়েক বছর আগে কয়েকজনকে গুণীজন সম্বর্ধনা দিয়েছিলাম। সেখানে নিজেও আমি নিজেকে দোষী মনে করেছি যে- যাদেরকে আমরা গুণীজন সম্বর্ধনা দিয়েছি তাদেরকে দেয়া উচিত হয়নি; এরকম লোকদেরকেও দিয়েছি। দিতে হয়েছে। এখন দেখুন এ রকম বাধ্যবাধকতা যদি সামাজিক চাপে আসে, তাহলে এটা গুণীজণ সম্বর্ধনা না হয়ে এটা প্রহসন করা যেতে পারে। এ ধরনের সম্বর্ধনা আমরা ইতিপূর্বে বহু দেখেছি। কিন্তু আজকে এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে এসে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত দুঃখিত যে এই সভাস্থলে আসার আগ পর্যন্ত জানতাম না কাদেরকে আজকে এখানে সম্বর্ধনা দেয়া হচ্ছে। এখানে এসে আমি জানতে পেরেছি। জানার পরে আমি বসে বসে চিন্তা করলাম যে এরকম স্বচ্ছ-সুন্দর-নিরপেক্ষ সিলেকশন যারা করেছেন তারা যে এ বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হওয়ার কারণেই তা করতে পেরেছেন- এ পরিচয় তারা রাখতে পেরেছেন। এবং সত্যিকার অর্থে তারা একটা সুশীল এবং সভ্য সমাজ আমাদের দেশে চান, আমার মনে হয় এ ধরনের কিছু ইঙ্গিত যাতে এটা বহন করে- এজন্যই এ রকম সুন্দর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের তারা আয়োজন করেছেন। আমি তাদের এ উদ্যোগকে মোবারকবাদ জানাই এবং সেই সাথে আগামীতেও তাদের এ ধারা অব্যাহত থাকবে এ কামনা করে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি কিশোরগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবু তাহের মিয়ার ভাষণ ঃ

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এ গুণীজন সম্বর্ধনা সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সম্বর্ধিত গুণীজন এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ- আসসালামু আলাইকুম। গত ১৯৯৪ সালেও কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ শিল্পকলা একাডেমি হলে এক বিরাট গুণীজন সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল। সেখানে একজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কিশোরগঞ্জের ২৩ জন কৃতি ব্যক্তিত্ব সম্বর্ধনা লাভ করেন। আজকের সভার উপস্থাপক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সাহেব একটু আগেই বল্লেন যে ঐ সম্বর্ধনা সভায় যারা সম্বর্ধিত হয়েছিলেন এর মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে নেই- আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন। কিন্তু তাদের সারা জীবনের কৃতকর্মের এই যে একটা স্বীকৃতি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ দিয়ে দিলেন এ কাজটি এ সমাজের আর কেও করলোনা। আমি প্রথমেই সেই

www.pathagar.com

পরলোকগত গুণীজনদের মাগফেরাত কামনা করছি। আমাকেও তারা ঐ সময় গুণীজন সম্বর্ধনা দিয়েছিল-সেজন্যও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আসলে দেশ ও সমাজের জন্য সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য, ধর্মের জন্য যারা ভাল কাজ করে যায়, কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাদের মূল্যায়নের জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছেন-আমার পূর্ববর্তী বক্তা এডভোকেট ফজলুল কবীর সাহেব বলে গেছেন যে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। উদ্দেশ্য খুবই ভাল, খুবই সুন্দর তার কোন ব্যতিক্রম নেই। যারা সমাজের ভাল কাজ করে, মহৎ কাজ করে তাদেরকে যারা ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়ে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য উৎসাহের বিষয় করে এটা খুবই মর্যাদাবান এবং দায়িত্বশীল কাজ, জাতির মননের অভিভাবক সুলভ কাজ। এতে নতুন প্রজন্ম দিক নির্দেশনা পাবে যে, আমরাও যদি ভাল কাজ করি তাহলে জাতি ভবিষ্যতে আমাদের এভাবে সম্মান দেবে, মূল্যায়ন করবে। এ কারণেই বিষয়টিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাকে আজকে এমন একটি মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব দেয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আমি যথাসময়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারায় পরিষদ সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি আমার উপস্থিতিকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্বাগত জানিয়েছেন। আমি অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় এ রকম একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের বেশ কিছু অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছি যে জন্য আমি সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে এ ধরনের সুন্দর অনুষ্ঠান যাতে আরও হয়, যাতে আরও ভাল করে আয়োজন করা যায়, উদ্যোক্তাগণ যাতে উৎসাহ পায় সেজন্য আমাদের সকলের সহযোগিতার হাত প্রসারিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি তাদের এ কার্যক্রমে অতীতেও সাহায্য সহযোগিতা করেছি এবং ভবিষ্যতেও ইনশাল্লাহ করে যাবো। এবং এখন আমি এ অনুষ্ঠানের জন্য কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদকে ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার আর্থিক অনুদান ঘোষণা করছি। এই সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ-যাতে আরও উন্নতি লাভ করে, তাদের এ কার্যক্রম যাতে ভবিষ্যতেও দুর্বার গতিতে অব্যাহত থাকে তাদের আশা আকাঙ্খা যাতে পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় এ কামনা করে, সম্বর্ধিত গুণীজনদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে- সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফেজ। স্লামালাইকুম।

শোকবাণী

গত ১০ই রমজান ১৪১৭ হিজরী ২০ শে জানুয়ারী ১৯৯৭ কিশোরগঞ্জের একজন কিংবদন্তীতুল্য কৃতি গুণীজন অধ্যাপক খান আবদুস সালাম খান পরলোকগমন করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুম ছিলেন কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের একজন সম্মানিত উপদেষ্টা। অসাধারণ মেধার অধিকারী বাগ্মী, ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ, নীতিবান, দৃঢ়চেতা ও জ্ঞানের অনুরাগী আজীবন শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চায় ছিলেন নিবেদিত। ১৯৯৩ সনে হয়বৎনগর দেওয়ানবাড়ী হাবেলীতে অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধীন অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে বাংলা, আরবী, ফার্সী, উর্দু, ইংরেজীতে তিনি যে ভাষণ দেন কিশোরগঞ্জবাসী তা আজীবন স্মরণ রাখবে। ১৯৯৪ সনে কিশোরগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলন '৯৪ এ - এ কৃতি ব্যক্তিত্বকে গুণীজন সম্বর্ধনা দিয়ে স্থানীয়ভাবে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে পেয়ে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ একটি দায়িত্ব পালন করেছে বলে মনে করে। মরহুমের মৃত্যুতে কিশোরগঞ্জ তথা সারাদেশ এমন একজন কৃতি মেধা সম্পন্ন গুণীজণকে হারালো যে স্থান সহজে পূরণ হবার নয়। আমরা কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষে থেকে তাঁর এ মৃতুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

শোক বাণী

কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানাধীন কান্দাইলের কৃতি সন্তান পরিবার পরিকল্পনা, ঢাকা বিভাগীয় ভূতপূর্ব পরিচালক মরহুম এ. ইউ, রাশিদ আহমদ খান গত ৯ মে, ১৯৯৭ ই. ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরুহুম ছিলেন একজন সমাজসেবী, দেশদরদী এবং সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ১৯৯৪ সনে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ তাঁকে গুণীজন সম্বর্ধনা প্রদান করে। মরহুমের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতের অতি উচ্চে স্থান দেন সেজন্য দোয়া করছি।

www.pathagar.com

মৌ. আবদুল হামিদ দ্বীপেশ্বরী

জন্ম ঃ উনবিংশ শতকের আশির দশকে

গুণীজন সম্বর্ধনা **দ্বীনের খেদমত**

মৌ. আবদুল হামিদ দ্বীপেশ্বরী গত শতাব্দীর আশির দশকে (১৮৮০-৮১) বর্তমান হোসেনপুর থানার দ্বীপেশ্বর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী আবদুল জলিল এবং পিতামহের নাম ছাবির উদ্দিন মন্ডল। তার পিতা একজন সুফী লোক ছিলেন। নীলকর ও জমিদারদের অত্যাচার উপদ্রুত অঞ্চলে জন্ম গ্রহণকারী মাওলানা দ্বীপেশ্বরীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় স্থানীয় মাইনর স্কুলে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তিনি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে গ্রেপ্তার হন। পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপীলে মুক্তি লাভ করেন। এরপর তিনি গান্ধীজীর সাথে দেখা করার জন্য হিন্দুস্থান গমন করেন। কলকাতায়ও তিনি আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন। এ আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তার লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। তিনি মঙ্গলবাড়িয়া, পাঁচভাগ ইত্যাদি মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে- ঢাকার মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় (বর্তমানে নজরুল কলেজ) ভর্তি হন এবং ঐ মাদ্রাসার ছাত্রসংসদের জিএস হিসাবে দুইটার্মে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি মোনাজারায় (বিতর্কে) অংশগ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি হোসেনপুর হাইস্কুলের কার্যকরী কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে হেড মাস্টারের দুর্ব্যবহারের শিকার হলে প্রতিবাদ স্বরূপ বিদ্যালয় পোড়ানো সহ নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। এভাবে তিনি হিন্দু জমিদার ও মহাজন, শ্রেণীর ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ান। এ সময় তিনি খাদেমুল ইসলাম সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এলাকায় জনসেবার পাশাপাশি অত্যাচারের মোকাবিলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংকল্প নেন। ১৯৩০ সালে জাঙ্গালিয়ার জমিদার কৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে যে গণ আন্দোলন গড়ে উঠে এর অন্যতম নেতা ছিলেন মৌলানা দ্বীপেশ্বরী। এ কারণে তাকে কারাবরণ জেল জুলুম ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। তার জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী নিয়ে আলাদা বই লেখা উচিত। আমরা এ ক্ষুদ্র পরিসরে তার বিপ্লবী এবং আন্দোলনী জীবনের পরিচয় দিতে পারবো না। তিনি পাকিস্তান আমলে ভারতে ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা দিতে গিয়েও এরেস্ট হন এবং বুলবুলে পাকিস্তান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলার আনাচে কানাচে লোকদের আল্লার দ্বীনের দাওয়াত, দ্বীনি জিন্দেগীর বাণী শুনিয়ে দেশ সমাজ ও জাতির সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। এই কয়বছর আগেও তিনি নিজে সাইকেল চালিয়ে দূর দূরান্তে চলে যেতেন ওয়াজ মাহফিলে। বাংলা ও আসামে তাঁর বক্তৃতার আকর্ষণে লোকজন জমি, টাকা ইত্যাদি স্কুল মাদ্রাসায় দান করতে উদ্বুদ্ধ হয়। যার ফলে অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে তার প্রত্যক্ষ অবদান। তিনি তিন তিনবার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জীবনে তিনি একের পর এক এভাবে চার চারটি বিয়ে করেছেন। প্রথম তরফের সকলেই পরপারে। অবশেষ ১০৫ বৎসর বয়সে তিনি যে বিয়ে করেন তাকে নিয়েই এখন দিনাতিপাত করছেন, যিনি নিঃসন্তান। বর্তমানে তার চার ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের সবচে দীর্ঘজীবী এ গুণীজনকে সামান্য আয়োজনের মাধ্যয়ে দ্বীনের খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ গুণীজন হিসেবে সম্বর্ধিত করতে পেরে আমরা গর্বিত।

www.pathagar.com

ডা. আবুল খায়ের শরফুদ্দীন আহমদ (বাদশা মিয়া)

জন্ম ঃ জানুয়ারী ১৯০৬

গুণীজন সম্বর্ধনা সমাজসেবা

জনাব ডা. আবুল খায়ের শরফুদ্দীন আহমদ পিতা - মৌলভী আলতাফ উদ্দীন ১৯০৬ সনের জানুয়ারী মাসে মাতুলালয় কটিয়াদী থানার চারিয়াকোনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম বাদশার মা এবং পৈত্রিক নিবাস পাকুন্দিয়া থানার ঐতিহ্যবাহী মঙ্গলবাড়িয়া গ্রামে। কিশোরগঞ্জের সর্বমহলে তিনি বাদশা মিয়া ডাক্তার হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় কিশোরগঞ্জ শহরের টাউন পাঠশালায়। আজিমুদ্দীন স্কুলে ক্লাশ থ্রী ও ফোর এবং কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে পঞ্চম থেকে দশম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯২২ সনে তিনি গফরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মেট্রিক পাশ করেন।এবং পরবর্তীতে ময়মনসিংহ লিটল মেডিকেল স্কুল থেকে এল, এম, এফ পাশ করে কলকাতায় ডাক্তারী পেশা শুরু করেন। তিনি কলকাতায় ৩ বছর থাকার পর 'ক্রিসেন্ট' নামে একটি ডিসপেন্সারীও প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় ওয়েলেসলি স্কোয়ার ইস্ট এ ৩ বছর ডিসপেনসারী পরিচালনার পর তিনি চাকুরীর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং আবার ডাক্তারী প্রাকটিস শুরু করেন। ১৯৩৫ সনে তিনি কিশোরগঞ্জে 'ক্রীসেন্ট ফার্মেসী' প্রতিষ্ঠা করে এখানে চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি ইসলামিয়া বোডিং এ দীর্ঘ ১৪ বছর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ বা ৩৮ সনে তিনি ইসলামিয়া বোডিং সংলগ্ন পুরান থানা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সনে বৌলাই বাড়ীর তাহের মিয়া সাহেব এর নামকরন করেন শহীদী মসজিদ। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে দেশ ও জাতির সেবায় সারা জীবন আত্মনিয়োগ করেন। অত্যন্ত নীতিবান কর্মনিষ্ঠও শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন এ ব্যক্তিত্ব কিশোরগঞ্জ শহরের দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসের এক নিরব সাক্ষী। তিনি শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ, বিভিন্ন স্কুল কলেজও মাদ্রাসা মিলিয়ে মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মুখী দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সরকারের হজ্জ কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে ২২ বছর দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান আমলে ১৯৬২-৬৮ সন পর্যন্ত তিনি কিশোরগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৯২ বছর। বয়সের ভারে নুয়ে গেলেও তিনি এখনও সচল। প্রতি ওয়াক্তের নামাজেই তাঁকে দেখা যায় তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শহীদী মসজিদের প্রথম কাতারে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সফল এ ব্যক্তিত্ব ৭ ছেলে ও ৫ মেয়ের জনক। ছেলেদের মধ্যে অনেকেই চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ব্যাংকার ইত্যাদি বড় বড় পদে প্রতিষ্ঠিত থেকে কিশোরগঞ্জের গৌরব বৃদ্ধি করছে। পারিবারিক জীবনে তার এ সাফল্য কিশোরগঞ্জের সব কয়টি সফল পরিবারের মধ্যে তাঁর পরিবার একটি অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। ডাক্তারী পেশায় রেডক্রস একটি প্রতীক যা খ্রীস্টান পরিচয় বহন করার কারণেই হয়ত ডা. শরফুদ্দীন সাহেব সেই ব্রিটিশ আমলেই তাঁর ফার্মেসীর নাম দিয়েছিলেন 'ক্রীসেন্ট'। কালের পথ পরিক্রমায় এরশাদ সরকারের আমলে 'বাংলাদেশ রেডক্রস', 'রেড ক্রীসেন্টে' পরিণত হয়। কে জানে হোসেন মুহাম্মদ এরশাদ- সাহেব তার আত্মীয় ডা. শরফ উদ্দীন সাহেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ কাজ করেছেন কী না? বাদশার মা নামে যে মহিলার নামকরণ করা হয়েছিল-কালের পথ পরিক্রমায় অনেক রাজা বাদশা তাঁর পরিবারে আগমন করে বাদশা মিয়া ডাক্তার সাহেবের নিজের এবং মায়ের নামকে উচ্চকিত করেছে এ আমাদেরই গর্ব। তাঁর এ দীর্ঘ কর্মবহুল সফল জীবনে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিশোরগঞ্জবাসীর প্রতিষ্ঠান কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে এ সফল ব্যক্তিকে গুণীজন সম্বর্ধনা দিতে পেরে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি। আল্লাহ তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

মোঃ আশরাফুদ্দীন

জন্ম ঃ ১লা জুন ১৯২২

কিশোরগঞ্জের শিক্ষা- সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদির আলোচনা করতে গেলে যে নামগুলো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠে- জনাব আশরাফুদ্দীন তাদের মধ্যে একজন অন্যতম কৃতি ব্যক্তিত্ব। ১৯২২ সালের ১লা জুন নান্দাইলের বারপাড়ায় মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম মোঃ মফিজ উদ্দীন। জন্মের ৬ মাসের মাথায় মায়ের মৃত্যু হলে তিনি মামার বাড়ীতেই লালিত পালিত হন। দিলালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। কিশোরগঞ্জ ইংলিশ মাইনর স্কুলে (বর্তমানে পিটিআই) তিনি ভর্তি হয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে বৃত্তি পান। অতঃপর আজিমুদ্দিন হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৪০ সনে প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশান পাশ করেন। ১৯৪৫ সনে ১ম বিভাগে আই,এ পাশ এবং ১৯৪৭ সনে তিনি ডিস্ট্রিংশন নিয়ে স্নাতক পাশ করেন। কলেজ জীবনে তিনি প্রথম মনোনীত ছাত্র সংসদের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ছাত্র জীবনে মুসলিম লীগের রাজনীতি দিয়ে শুরু করে জনাব আশরাফুদ্দীন পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে তিনি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের মহকুমা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৯ সন থেকে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময় তিনি রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে উপ নির্বাচনে তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকলেও এম, পি থাকাবস্থায়ও তিনি শিক্ষকতার চাকুরী ছাড়েননি। এ সময় তিনি এম, পি আশরাফ মাস্টার সাহেব রূপে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নিজ বিদ্যালয় আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে হাশমত উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন শেষে অবসর নেন। পরনে পায়জামা, গায়ে সফেদ পাঞ্জাবী, মাথায় কাল টুপি, হাতে ছাতা- এই হলো আমাদের আশরাফ স্যার। তার বেশভূষা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য প্রভৃতি আমাদের অনেককেই প্রভাবিত করেছে এবং নৈতিকতার অনুশীলনেও করেছে উজ্জীবিত। আমাদের অনেকের প্রাণপ্রিয় জনাব মোহাম্মদ আশরাফুদ্দীন স্যার নিজের সন্তানদেরকেও শিক্ষার লাইনেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অধ্যাপনা, শিক্ষকতা তাঁর পরিবারের এক ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর সহধর্মিনী মিসেস আমেনা খাতুনও শিক্ষকতা করেছেন। পাঁচ ছেলে দুই মেয়ের জনক জনাব মোঃ আশরাফুদ্দীন বয়সের ভারে যতটা না নুয়েছেন জ্ঞানের ভারে ঋদ্ধ হয়েছেন তারচে' বেশি। কিশোরগঞ্জের একজন সম্মানিত কৃতি গুণীজন হিসাবে তাঁকে গুণীজন সম্বর্ধনা দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু সহ নিরোগ ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

www.pathagar.com

কবি আজহারুল ইসলাম স্মরণে ক্রোড়পত্র

১৯৯৩ সনে হয়বতনগর হাবেলীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে কবিকে ফুলের মালা ও মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধিত করছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপ-সচিব মীর নূরুদ্দীন। পাশে মরহুম খান আবদুস সালাম খান ও মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে সাংবাদিক শামছুল আলম সেলিমের ক্যামেরায় কবি আজহারুল ইসলাম

সম্বর্ধনায় কবিকে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন পরিষদ সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।

সম্বর্ধনার জবাবে বক্তব্য রাখছেন কবি আজহারুল ইসলাম।

www.pathagar.com

কবি আজহারুল ইসলাম স্মরণে

মীর নূর উদ্দীন

কবি আজহারুল ইসলাম সাহেব সম্পর্কে লিখতে গেলে আমার মত লোক তাঁর ব্যক্তিত্ব, মহানুভবতা ও কবিপ্রতিভার কতটুকুই বা মূল্যায়ন করতে পারব, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবু অন্ততঃ তাঁর প্রতি কিছুটা হলেও শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবো বলে কলম ধরেছি মাত্র। হয়তো বা তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে ততটুকু তুলে ধরতে না পারলেও তাঁর সম্পর্কে কিছু হলেও লিখে মনের আকুতি প্রকাশ করতে পেরেছি - এই বলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

এই প্রতিভাধর কবিকে দেখার এবং জানার সুযোগ ঘটেছিল আমার শৈশবে- স্কুলে পড়ার সময়েই। কবি আজহারুল ইসলাম চলতি শতকের দ্বিতীয় দশকে কিশোরগঞ্জ শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা মৌলভী জহির উদ্দিন সাহেব কিশোরগঞ্জের প্রথম কাতারের একজন মোক্তার ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ী ছিল হোসেনপুর থানার জগদল গ্রামে। শহরে সে যুগে মোক্তার সাহেবের বাসাকে আধুনিক শিক্ষার সূতিকাগার বলা হত। কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে ছাত্র জীবনেই গুণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কোলকাতার ঐতিহ্যবাহী ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীতে বাংলার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে অবসর গ্রহন করেন। অবসর জীবনে শুরুদয়াল কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে তদানীন্তন সরকার তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৬০ সনে তাঁকে তৎকালীন সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। তখন সারা দেশে একটি মাত্র বোর্ড ছিল। দেশের এই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের রেনেসাঁর অগ্রনায়ক ছিলেন। তাঁদের কনিষ্ঠভ্রাতা মাজহারুল ইসলাম (চুন্নু) মিয়া একজন ব্যাংকার, আইনজীবী ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কবি আজহারুল ইসলাম সাহেবের পরিবারের সংগে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। পঞ্চাশের দশকে আমি তখন কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। এক ঈদের দিন বিকেলে অধ্যক্ষ জহুরুল ইসলাম এবং কবি আজহারুল ইসলাম ভ্রাতৃদ্বয় আমাদের বাড়ীতে এলে আমার আব্বা মরহুম আমাদের ডেকে তাঁদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সালাম করতে বলেছিলেন। আমরা ভাইয়েরা এমন দু'জন গুণী ব্যক্তিকে একই সংগে দেখে খুবই আনন্দ ও মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখন থেকে কিশোরগঞ্জ শহরে যখনই কবি সাহেবকে দেখতে পেতাম সালাম ও শ্রদ্ধা জানাতাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং উপদেশ দিতেন। আমাদের স্কুলে প্রায় বছরই রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং নজরুল জয়ন্তী উৎসবে কবি আজহারুল ইসলাম উপস্থিত থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি- ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপরে সারগর্ভ বক্তব্য রাখতেন।

পরবর্তীতে ঢাকায় এসে কর্মজীবনে কবি আজহারুল ইসলাম সাহেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটে ঢাকাস্থ কিশোরগঞ্জ সমিতির মাধ্যমে। কবি সাহেব ছিলেন সমিতির একজন প্রবীণ কর্মকর্তা। আমি প্রায়শই আজিমপুর সরকারী কলোনীর বাসায় যেতাম। বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের জীবনালেখ্য নিয়ে, বিশেষ করে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মন্ডিত জনপদ কিশোরগঞ্জের অনেক কাহিনী শুনার সুযোগ পেতাম তাঁর কাছে। কিশোরগঞ্জ সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কবি সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কিশোরগঞ্জের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বলিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি আমি। সেদিনগুলি আমার স্মৃতিতে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে কবি আজহারুল ইসলাম সাহেব কিশোরগঞ্জে গিয়ে তাঁর পূর্ব পেশায় যোগদান করেন। তখন ছুটিতে বাড়ী গেলে তাঁর সংগে দেখা হত। আমার জীবনের মধুরতম ও স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে যেটিকে গণ্য করে থাকি সেটি হলো ১৯৯৩ সনে কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন "কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক কবি আজহারুল ইসলামকে সম্বর্ধনা জানান। ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়বত নগর হাবেলীর চত্বরে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির গুরুদায়িত্ব পরিষদ অর্পণ করেছিল আমার মতো অখ্যাত ব্যক্তির উপর। মহান কবি প্রতিভার মূল্যায়ন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার যোগ্যতা আমার না থাকলেও নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম সেদিন। কবি প্রতিভার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে আমাদের সমাজের গুণী ব্যক্তিদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদর্শনে এগিয়ে আসার জন্য সনির্বন্ধ আহবান জানিয়েছিলাম। সেই সংগে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদকে-কবি আজহারুল ইসলাম সাহেবের মতো কৃতবিদকে বরণীয় করে রাখার ও মানসিক প্রসন্নতার প্রকাশের জন্য। আজ কবি আজহারুল ইসলাম আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু এদেশের কবিতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে রয়েছে ছায়াপথ (কবিতা), নয়া জিন্দেগী (কবিতা), উত্তম বসন্ত (কবিতা), মনিরার বিরাগ (উপন্যাস), তগ্নাংশ (গল্পগ্রন্থ), রুবাইয়াৎ-ই-সাইফ উদ্দিন বাখারজী (অনুবাদ)। মদিনার পথিক (কবিতা), বর্ষার দিনে, ও 'আরাফাতে চল' (কবিতা) বিভিন্ন সময় বোর্ডের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরীর পত্রিকা সাহিত্য সাময়িকী সৃষ্টিতে প্রকাশিত তাঁর লেখা, কিশোরগঞ্জ আমার কিশোরগঞ্জ' এক উল্লেখযোগ্য সঞ্চয়। কবি প্রতিভার স্বীকৃতি জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনগুলো জীবদ্দশায় দিতে পারেননি-এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। সংকীর্ণতার বাঁধ ভেংগে এ গুণীজনকে জাতীয়ভাবে যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হউক - এ সবার দাবী।।

www.pathagar.com

স্মৃতি আনন্দ বেদনায়

বেগম রাজিয়া হোসাইন

(কবি আজহারুল ইসলাম স্মরণে)

আমাদের কিশোরগঞ্জের 'কবি আজহারুল ইসলাম' আর নেই। এই সংবাদ শিরোনামটি দেখে প্রাণটা ভীষণ কেঁদে ওঠে। কুয়াশায় ঢেকে যায় চোখ। ক্ষতবিক্ষত হয় অন্তর। হৃৎপিন্ডের বৃহৎ আঙিনা জুড়ে কেবল দুঃখই ঘিরে রইল সকাল বিকেল। কেবলই মনে হলো সৌম্য শান্ত সহজ সরল হাস্যময় অতিব্যক্তির অশীতিপর সুঠাম কর্মঠ তরুণ ব্যক্তিত্বটি হারিয়ে গেলেন?

এইতো মাত্র সেদিনের কথা। এই '৯৭ মার্চের প্রথম সপ্তাহ। কিশোরগঞ্জে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা বেগম রোকেয়া রোড ধরে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার মায়ের বাসায় যাবো। পেছন থেকে একটি হাস্যোজ্জ্বল কলকন্ঠ-আরে, বড় আপা না? আপনাকে আমি মনে মনে খুঁজি। হাতের লাঠিখানায় টুক করে পাকা রাস্তায় একটি শব্দ হলো। একখানা হাত উঠিয়ে দিলেন যেন আমি দাঁড়াই। তিনি আমার কাছাকাছি হলেন, আপা আপনাকে আমরা পাই না। তারপর লেখালেখি কেমন চলছে?

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি কাজটাজ কেমন করছেন? শরীর কেমন যাচ্ছে?

আবার সেই উদ্ভাসিত হাসি-ভাল আছি ভাল। আর কাজ? আজহারুল ইসলাম মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করবে। এই দেখেন না হাঁটছি। 'সৃষ্টি'র আগামী সংখ্যা বের হবে। আমার একটা লেখা যাবে অন্যরকম। খোঁজ খবর করতে যাচ্ছি। বললাম, নিশ্চয়ই কবিতা? আপনিতো 'কবি আজহারুল ইসলাম'। তিনি হাসতে হাসতে খুন। আপনারা বলেন কবি। তাই আমি কবি। আসলে জীবনটাকে ভালবাসি। বেঁচে থাকতে চাই আপনাদের মাঝে। কিছু কল্যাণকর্মে। দেখলাম সাহিত্য ছাড়া আর কী করা যায়? তাই একটু নাড়াচাড়া আর কি!

ভাবলাম, এটা নিঃসন্দেহে তাঁর বিনয়। তিনি বহু আগেই ১৯৩৮ সনে ফার্সি রুবাইয়াৎ-ই-সাইফুদ্দীন বাখারজী কাব্য গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করে সাহিত্যের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন এবং কবি কায়কোবাদ তাঁকে উৎসর্গীত এই গ্রন্থখানা পড়ে কবি আজহারুল ইসলামের শক্তি ও কবিত্ব এবং ভাষার উপর দখল ব্যাপারে সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনে তাঁকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এটা সহজ কথা নয়। তারপর ক্রমান্বয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন মনিরার বিরাগ (উপন্যাস ১৯৫২), ছায়াপথ (কাব্যগ্রন্থ-১৯৬৫), নয়া জিন্দেগী (কাব্যগ্রন্থ-১৯৬৬), ভগ্নাংশ (গল্পগ্রন্থ-১৯৬৬), উত্তম বসন্ত (কাব্যগ্রন্থ-১৯৭০) এবং ইংরেজী ইতিহাস 'কনষ্টান্টিনোপলের পতন' বাংলায় অনুবাদ করেছেন (১৯৬৮)। তাছাড়া প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইতে তাঁর কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই কবেই এবং বেশ কিছুকাল সম্পাদনাও করেছেন 'কিশোরগঞ্জ বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা (১৯৪৬) । মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সমিতির সেক্রেটারী হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। কিশোরগঞ্জের ইতিহাস রচনায় তার বিশেষ অবদান আছে। বহু প্রবন্ধ ও অন্যান্য পান্ডুলিপি প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত অবস্থায় তাঁর ভান্ডারে জমা আছে। অতএব এ বিনয়তো তাঁকেই সাজে!

নীরবতা তিনিই ভাঙলেন। বিনিময় হল শুভেচ্ছা। মেয়েদের খবর নিলাম। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর "প্রিয়ধাম" এ। এবার উল্টোপথ। সফেদ রেশমি চুলের চির তরুণ ব্যক্তিটি কলাহাস্যে আমাকে ভরিয়ে দিয়ে চোখের আড়াল হলেন। জানতামনা এটাই শেষ দেখা। যদি জানতাম তবে দু'দন্ড তাঁর বাড়ি ঘুরে আসতাম। নতুন কিছু কথা হতো, জানা হতো। এখন প্রতিটি আলোর কণায় প্রতিটি অশ্রু বিন্দুতে তাঁর সেই অবাক শ্নিগ্ধতার সুখ-দুঃখগুলো যেন শাশ্বত নিখিল পাত্রের উপচে পড়া কোন বিগত সঙ্গীত। ফেনিল নির্ঝর। কারণ তিনি আমাদের মাঝে নেই।

কবি আজহারুল ইসলাম ছিলেন আমাদের পূর্বসূরী। শিকড় সন্ধানে গেলে তিনি অবশ্যই আমাদের মাঝে থাকবেন আলোকবর্তিকা হয়ে। আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনার মর্মমূলে তিনি থাকবেন নব প্রজন্মের পথিকৃৎ হয়ে। দেহের বিলয় ঘটলেই মহৎ মানুষ হারিয়ে যায় না। সৎ চিন্তা, সৎকর্ম এবং নির্মল অভিলাষ যুগ যুগ ধরে ইতিহাস হয়ে থাকে। এভাবেই সময় এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় জাতি উন্নততর সভ্যতা সংস্কৃতি কৃষ্টি ও সাহিত্যের পথে। জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান থাকেন পূর্বসূরীগণ। কিশোরগঞ্জের কবি আজহারুল ইসলাম তেমনি আছেন আমাদের চিন্তা চেতনায়। তিনি তাই চেয়েছিলেন সারাজীবন। বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন মৃত্যুর পরেও।

মৃত্যুকে কেউ রুখতে পারে না। তাই মৃত্যুকে আড়াল করে আমরা জীবনের পথে হাঁটি। জীবনকে করতে চাই মৃত্যুহীন, মহিমময়। যারা পারেন তারা মহীরুহ। তারাই অমর। কবি আজহারুল ইসলামকে স্মরণ করতে গিয়ে তাই জীবনের এই কথাগুলো বলা যায়-

চলমান এই জীবনের স্মৃতিগুলো কথাগুলো
কাজ আর ভালবাসাগুলো
সঞ্চারিত হবে জীবনে জীবনে, এই তো জীবন
রূপময় গন্ধময় সম্ভাবনাময় পরমসুন্দর প্রিয়
আমরা গাই সে জীবনের গান গেয়ে যাই।

কবি আজহারুল ইসলাম কল্যাণময় কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে, তারুণ্যের প্রতীক হিসাবে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে একটি পথ রচনা করে গেছেন। আমরা তাঁকে স্মরণ করি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়। তিনি আছেন জ্যোৎস্নারাতের সতেজ শিশিরে ধোয়া সবুজ ঘাসের ডগায় একরাশ কবিতার মত, তিনি আছেন ঝিকিমিকি তারার আলোয় স্বপ্নভরা এক সুন্দর পৃথিবীর মত। আমরা তাঁর স্মৃতিচারণে 'ফুটন্ত গোলাপের ঘ্রাণ করি সন্ধান'। কামনা করি এক অবাক সূর্যের নন্দিত ভুবনে তাঁর অনন্ত জীবন প্রবাহিত হোক শান্তিময় দ্যুতিময় সুখময় স্বপ্নালোকে, এক নতুন অন্বেষায় প্রাপ্তির বৈভবে। কবি

www.pathagar.com

আজহারুল ইসলাম এর সঙ্গে আমার পরিচয়টি ছিল নাটকীয়। তিনি কিশোরগঞ্জের অধিবাসী হলেও সরকারী চাকরির কারণে একটানা দুই যুগেরও উপর ঢাকায় বসবাস করার পর ১৯৭২ সনে অবসর নিয়ে কিশোরগঞ্জের নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং দু'টি মেয়েকে ভর্তি করার জন্য একদিন আসেন আমার স্কুলে। আমি তখন কিশোরগঞ্জ এস, ভি, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম কথাটি ছিল, পরিচয় করতে এলাম। শুনেছি সাহিত্য ব্যাপারে আপনার ঝোঁক আছে। আমারও মাথায় এই একটি পোকা। সাহিত্যের কথাবার্তা বলতে ভালবাসি। অবশ্য লেখা টেখা তেমন নেই- আমি শুনেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বললেন, উদ্দেশ্য অবশ্য আরও একটি আছে। আমার দু'টি মেয়েকে ভর্তি করতে হবে। আমি তাঁর নাম পরিচয় আগেই জানতাম। তাঁর ভাইয়ের মেয়েরা বেশ ক'জন আমার ছাত্রী ছিল। বললাম, আসলে আমার কাছে এটাই আপনার আসল কথা। প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন তিনি।

মেয়ে দু'টিই ছিল মেধাবী। তাদের পূর্ব ফলাফল পরিচিতি ছিল উত্তম। তাছাড়া সরকারী চাকরি থেকে অবসর প্রেক্ষিতে স্থানবদল। অতএব ভর্তিতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু যা লক্ষ্য করার মত বিষয় ছিল তা কবি আজহারুল ইসলাম এর বিনম্র ব্যবহার এবং একজন উত্তম ভদ্রজনোচিত অনন্য আচরণ। তিনি আমাকে সরাসরি ভর্তি করার জন্য দাবী করে বলতে পারতেন। কারণ তাদের পরিবার বিশেষ করে তাঁর বড় ভাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক জনাব জহুরুল ইসলাম সহ অন্যান্য ভাইয়েরা কিশোরগঞ্জের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তিনি সে দাবী করেন নি। বরং আমার উপর দায়িত্ব দিয়ে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে নিশ্চিত হলেন এমনি ভাব এবং কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

পরবর্তী কথাবার্তা অবশ্য সাহিত্য নিয়েই হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে শফিকুল ইসলাম দুলাল এর একটি উক্তি আমার কাছে চমৎকার ও যথার্থ মনে হয়েছে। উক্তিটি হল- কবি আজহারুল ইসলাম এর চিন্তা কল্পনা সবখানে জীবন জুড়ে যেন বিস্তৃত ছিল সাহিত্য সংস্কৃতির চাদর। আমারও তাই মনে হয়েছে।

আমি যখন কিশোরগঞ্জে ছিলাম প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হত। তিনি ছিলেন একজন উত্তম অভিভাবক এবং একজন আদর্শ পিতা। তাঁর মেয়েরা সবাই সুশিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কুলের অবদানের চেয়ে এক্ষেত্রে কবি আজহারুল ইসলাম এর নিজের অবদান অনেক বেশি। তিনি একটি বংশানুক্রম তৈরী করে গেছেন মেয়ে শিক্ষার সূঠাম সিঁড়ি তৈরী করে। এই প্রচেষ্টা পরিবার তথা সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য এক প্রশংসনীয় প্রাপ্তি। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর ওই সাহিত্য বিলাস ও বিভাস।

একদিন তার স্বাভাবিক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে আমাকে বললেন, আচ্ছা আপা, ভিতরে এত যন্ত্রনা কেন? যেন কিছু লিখতেই হবে, কিছু বলতেই হবে যা সুন্দর ও মাধুর্যময়!

বললাম, তাই নাকি। যন্ত্রণা না থাকলে কি সৃষ্টি হয়? বেদনা থেকেইতো বৈভব।

না ঠিক তা বলছিনা। বলতে চাই কে সে? কেবলই খোঁচায়, ভাবায় এবং ভাসায়।

আপনার কি মনে হয়? - আমার জিজ্ঞাসা। মনে হয় একটি 'কুসুম' এই ভিতরে। তার সুগন্ধ আমাকে পাগল করে। কিছু করতে বাধ্য করে। আপনিও এমন কিছু অনুভব করেন?

বললাম, যারাই এই 'অপকর্ম' টি নিয়ে কিছুটা হলেও নাড়াচাড়া করেন সবারই যন্ত্রণা থাকে। আমার নেই বলতে পারবনা। আছে।

তাই? সে কেমন?

হাসতে হাসতে বললাম, একটি 'কল্লোল'-যে আমাকে ভাঙে গড়ে এবং কাঁদায় হাসায়।

উচ্ছাসে একেবারে দাঁড়িয়ে গেলেন কবি আজহারুল ইসলাম-চমৎকার! আমাদের দু'জনেরই 'ক' দিয়ে কষ্ট ও সৃষ্টি? আনন্দ ও বেদনা? ঠিক যেন ভাইবোন। আমরা দু'জনেও ভাইবোন। সেই থেকে আমি তাঁকে 'কবি ভাই' বলে ডাকতাম।

তাঁর চিন্তার উপজীব্য ছিল প্রকৃতি ও মানুষ। ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে তিনি স্বদেশ স্বজাতির কথা ভাবতেন। ইসলামী ঐতিহ্য ও রেনেসাঁ তার আদর্শের একটি বিশেষ দিক। তবে তিনি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছিলেন। দেশ ও মানুষই ছিল সবার উপরে। তার ক'টি কবিতার শিরোনামে মূল ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- পল্লীমাতার প্রতি, বর্ষার দিনে, মদিনা পথিক, আরাফাতে চল তুমি, যে নিয়েছে আল্লা নাম ইত্যাদি। তার সমসাময়িক কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসিম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া, মৌলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, কবি আবদুল কাদির, কবি আব্দুস সাত্তার, ড. আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং মোহিতলাল মজুমদার এর ছাত্র ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন- আবার কখনও সাহস ও তারুণ্যে কবি নজরুল ছিলেন তাঁর আদর্শ। তবে তিনি নির্দিষ্ট কোন গন্ডি আবদ্ধ লেখক ছিলেন না। নির্দিষ্ট কারো দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন না। যখন যা ভাল বুঝতেন, ভাল লাগত তাই লিখতেন। সহজ সাধারণ বোধ্য ভাষায় ও স্বকীয় অনুভূতিতে কথার ছলে সহজ ভাবনায় গল্প প্রবন্ধ কবিতা লিখতেন। কাঙ্গালের মতই তিনি বিচরণ করেছেন সাহিত্য বাসরে। তাঁর নিজের ভাষায়-

কক্ষচ্যুত যতিহীন আজ, চঞ্চল হলো প্রাণ
স্বপন সায়রে পাড়ি দিতে তবু মন করে আনচান। (কবিতার নাম ঃ মন কাঙ্গাল)

ঋতুবর্ণনা ও প্রেম ভাবনায় কবির জুড়ি ছিল না। তাঁর কবিমন সতত সঞ্চারি ছিল বৃষ্টির নূপুরে নূপুরে, ঘাসের পাখনায়, রৌদ্র মেঘের খেলায় এবং অন্ধকারের জোনাকি শতদলে। তিনি হৃদয়ে অনুভব করতেন এক স্বপ্নময়তা, সেই 'কুসুম' এর সুগন্ধ বিলাস, তার অধীর স্পর্শ। কখনও আনন্দে মেতে উঠতেন, কখনও রোদের খেয়ায় পাল উঠিয়ে মেঘকে দিতেন পাড়ি। তবে সব কি পাওয়া যায়? কবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তার সকল অপূর্ণতা

www.pathagar.com

নিয়ে যতটা ভেবেছেন তাঁর বিশ্ময়তা নিয়ে তা করেননি। আমাদের কবি আজহারুল ইসলামও সৃষ্টির উন্মাদনায় আজীবন ছুটেছেন- এই প্রয়াসটিই সত্য। কবি তার গতিময়তার বিরামহীন সংগ্রামে রেখে গেছেন সত্যিকার জীবন স্বাক্ষর, মহৎ কর্মের স্বাক্ষর।

তাঁর নির্মল ভাবনার স্নিগ্ধ কলম থেকে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে এসেছে কঠিন গুরুভারপূর্ণ প্রবন্ধও। তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ ও স্মৃতি কথাগুলোর মধ্যে 'কবি চন্দ্রাবতীর জীবন ও কাব্য', 'কিশোরগঞ্জ আমার কিশোরগঞ্জ' এবং 'বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিসিজম' উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জের সাহিত্য সাময়িকী 'সৃষ্টি' ছিল তার এক অনন্য ভুবন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় 'সৃষ্টি'র কর্ণধার ও সম্পাদক অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ এই বৃদ্ধ-তরুণ লোকটির আগ্রহ ও নিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে রোরুদ্যমান হয়েছেন, রুদ্ধকণ্ঠ হয়েছেন বারবার। তাঁর ভাষায়- 'সৃষ্টি' পরিচালনার ক্ষেত্রে কবি আজহারুল ইসলাম ছিলেন একটি বিশাল স্তম্ভ যার উপর নির্ভর করা যেত। সে স্তম্ভটি এখন নেই। শূন্যতাই শুধু বিরাজ করছে চারদিকে।

যার অবর্তমানে এমনি সব শূন্য মনে হয় তিনিইতো অমর জীবনের অধিকারী। সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে কবি আজহারুল ইসলাম আমৃত্যু 'সৃষ্টি'কে দিয়ে গেছেন সেবা-আলোকে প্রত্যয়ে নিষ্ঠা ও ভালবাসায়। তাই শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহোদয়ের এই একাকীত্ব ও শূন্য ভাবনা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বর্ষীয়ান কবির জীবন অবসানের বিকল্পও যে নেই। দীর্ঘ সাতাশি বৎসর প্রায় এক শতাব্দীর ব্যাপ্তিতে তিনি প্রাচীন বিটপীর মত কিশোরগঞ্জের পথে ঘাটে স্নেহছায়া ছড়িয়ে গেছেন, মানুষের মাঝে ছড়িয়ে গেছেন আপন হৃদয়। তা কম কিসে? কবির নিজের ভাষায়-

জীবনের পথে তরিয়ে পরান ভেসে যাব দেশে দেশে
কোথা সে জীবন? জনতার মাঝে গেছে তাহা আজ মিশে।

জনতার মাঝেই মিশে গেছেন কবি আজহারুল ইসলাম। মিশে গেছেন আনন্দ বেদনায়। আনন্দ বেদনা নিয়ে এই যে জীবন তাই সত্য। রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে জীবনের তরীখানা বোঝাই করে মুক্তির আস্বাদনেই জীবন কল্যাণময় ও অর্থবহ। এদিক থেকে কবি আজহারুল ইসলাম এর জীবন সুন্দর ও কল্যাণময়। তিনি নব প্রজন্মের অগ্রপথিক। তাঁর জন্য আমাদের হৃদয় কাঁদে। তাঁর প্রচন্ড আবেগ আপ্লুত 'কিশোরগঞ্জ আমার কিশোরগঞ্জ' স্মৃতি মূলক রচনাটির শিরোনামটিই যেন আমাদের জন্য সুধামিশ্রিত এক অনন্য উপহার। চিরজীবী হয়ে থাকার যে অদম্য বাসনা ও সাধনায় তিনি ব্যাকুল ছিলেন সারাজীবন তা যেন পূর্ণ হয়েছে। তাছাড়া মৃত্যুর স্বল্পকাল আগে তিনি বাঙ্গালীর মূল সুরে সকল দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে জাতীয়তাবোধ ও মুক্তিস্পৃহায় দেশপ্রেম ও দেশনায়কের শত লাইনের কবিতায় (শিরোনাম : তুমি অমর, তুমি অক্ষয়) চিৎপ্রকর্ষের যে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন সে এক অপূর্ব উদ্ভাস ও উন্মেষ। এর মধ্য দিয়ে তিনি গণমানুষের আরও কাছে এসেছেন। তাঁর এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিশোরগঞ্জের দৈনিক প্রাত্যহিক চিত্রে, তাঁর মৃত্যুর দিনে (২ আগষ্ট'৯৭)। কি অদ্ভুত! কবিতার শেষ চরনগুলি এরকম-

বন্দীশালা হতে ফিরে এলে
বিজয়ের মালা পরে
তুমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
জাতির জনক
তোমার মৃত্যু নাই
তুমি অমর অক্ষয়।

জীবনের গভীরে প্রোথিত জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এ যেন এক মধুগন্ধ গোলাপ। এই গোলাপের স্নিগ্ধতায় কবি এখন ঘুমাবেন নীরবে। আমরা কবির ঘুম ভাঙাতে চাইনা। তার চেতনার দিগন্তে দীপ্ত মশাল জ্বেলে তাঁকে শুধু স্মরণ করতে চাই আনন্দ বেদনায়, মাটি ও মানুষের অনবদ্য বন্ধনের ব্যাকুল জীবনে। জীবনে জীবনে।

কবি আজহারুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা

মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ

স্কুল পাঠ্য বইয়ে সংকলিত লেখার মাধ্যমেই সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে কবি-সাহিত্যিক-লেখক -প্রাবন্ধিকের প্রাথমিক পরিচয় ঘটে। এ ছাড়া শিশুকালে কবিদের বা অন্য আঙ্গিকের লেখকদের নাম জানা বা তাঁদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়ার জন্য কোন সাধারণ মাধ্যম বর্তমানে যেমন কম, দুই তিন যুগ আগে তার চেয়ে আরো কম ছিল। সে কারণে কবি আজহারুল ইসলামের নামের সঙ্গে প্রথম পরিচয় পাঠ্যপুস্তক সূত্রেই ঘটেছিল। সেই কিশোর বয়সে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রাবস্থায় যখন জানতে পারলাম যে কবি আজহারুল ইসলাম আমাদের জেলারই সন্তান, তখন মনের মধ্যে কী অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রকাশযোগ্য নয়। আরো পরে যখন কবিকে সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম, তখন সত্যি সত্যি তাঁর সৌম্য কান্তি কবিত্বময় মুখাবয়ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

কবি আজহারুল ইসলামের নিকট সাহর্চ পাবার সুযোগ হয়নি বটে, তবে মানসিকভাবে তাঁর নৈকট্য উপলব্ধি করেছি। একটা সময় ছিল যখন কিশোরগঞ্জ তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোন খ্যাতিমান কবির কথা আমাদের জানা ছিল না। সে সময়ে কবি আজহারুল ইসলামই ছিলেন আমাদের একমাত্র গৌরবের ধন। প্রধানত কিশোরগঞ্জ মহকুমার মধ্যে নাম উচ্চারণ করার মতো কবি ছিলেন তিনি। মনিরউদ্দীন ইউসুফ কবি এবং অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু কোন পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কোন কবিতা অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তাঁর পরিচিতি শিক্ষার্থীমহলে ব্যাপকতা পায়নি। কবি রওশন ইয়াজদানীর নাম আমরা জানতাম। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ সদর মহকুমার অধিবাসী। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক খালেক দাদ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠা ছিল,

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি ছিলেন নেত্রকোণার গৌরব এবং প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক। তাছাড়া কবি পরিচিতি যেমন সহজে প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপকতা লাভ করে অন্য মাধ্যমের লেখকদের প্রতিষ্ঠা তেমন সহজে ঘটে না। তাই কবি আজহারুল ইসলামই ছিলেন কিশোরগঞ্জের তথা বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম প্রধান কবি যাঁর প্রতিষ্ঠা অবিতর্ক বাংলাদেশেই ঘটেছিল।

কবি আজহারুল ইসলাম ১৯১০ সালে কিশোরগঞ্জ শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল হোসেনপুর থানার জগদল গ্রামে। তাঁর অগ্রজ বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতে খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই জনাব মাজহারুল ইসলাম চুন্নু কিশোরগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গুরুদয়াল কলেজে অধ্যয়নকালে ষাটের দশকে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। এই তিন ভাইয়েরই পরিচিতির ব্যাপকতার ফলে এবং তাঁদের খ্যাতিমান পিতা মরহুম জহির উদ্দিন মোক্তার সাহেবের পরিচিতির কারণে এই পরিবারটি একটি সংস্কৃতিবান সমৃদ্ধ পরিবার হিসাবে সারা মহকুমায় পরিচিত ছিল।

কবি আজহারুল ইসলাম কবি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু গল্প উপন্যাস সহ অন্যান্য গদ্য রচনায়ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বেশ কয়েকটি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও সমাদৃত হয়েছিল। যে সময় তিনি কাব্যসাধনা শুরু করেছিলেন, তখন অনেক খ্যাতিমান কবি এদেশের সাহিত্য জগতে ছিলেন। সেই অবস্থায় কবি আজহারুল ইসলাম তাঁর নিজের সাধনার বলে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ছায়াপথ', নয়া জিন্দেগী, 'ভগ্নাংশ', 'উত্তম বসত', 'মনিরার বিরাগ' প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়া তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন। ইংরেজী ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ কনস্টান্টিনোপলের পতন, ফার্সী থেকে বাংলা কাব্যানুবাদ 'রুবাইয়াৎ-ই-সাইফুদ্দীন বাখারজী" এ লাইনে উল্লেখযোগ্য শেষোক্ত অনুবাদ কর্মটি ১৯৩৮ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল।

আজহারুল ইসলাম মূলত প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য করেছিলেন। মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতিও মনোযোগী ছিলেন। তা ছাড়া স্বীয় জাতির প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে।

পরিণত বয়সে ১৯৯৭ সালের ২রা আগষ্ট কিশোরগঞ্জে নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আমাদের কবি আজহারুল ইসলাম আর নেই - এ সংবাদ জানার পর স্বাভাবিকভাবেই মর্মাহত হয়েছিলাম। কিন্তু মৃত্যুত মানবজীবনের এক অবধারিত সত্য। সে সত্যকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আজহারুল ইসলাম মানুষ হিসাবে, কবি হিসাবে, সজ্জন হিসাবে যে সুকৃতির অধিকারী ছিলেন তা কিশোরগঞ্জবাসী আরো বহুদিন স্মরণ করবে। আমরা কায়মনোবাক্যে এই কবির আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

স্মৃতি অম্লান

জিনাত বেগম (শিরিন)

আমার পিতা কবি আজহারুল ইসলাম গত ২রা আগস্ট কিশোরগঞ্জে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ১৩১৭ সালের ৩০শে ফাল্গুন তিনি এই পৈতৃক বাসভবনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত।

আমি তার জ্যেষ্ঠ কন্যা। বাবা সম্বন্ধে কিছু যেন লেখা দরকার এ তাগিদেই কিছু লিখছি। তিনি ছিলেন চল্লিশ দশকের সাড়া জাগানো কবি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতির কবি তাই প্রকৃতিকে ভালবেসে তিনি ষড়ঋতুর উপর কবিতা লিখেছেন। তার কবিতায় পল্লী প্রীতি স্থান পেয়েছিল। তিনি ছিলেন তৌহিদে বিশ্বাসী। তিনি লিখেছেন ঃ

আরাফাতে চলো, আরাফাতে চলো তুমি
যেথায় শুনিবে মুক্তির বাণী, সে তোমারি প্রিয়তূমি।

তিনি তার জন্মভূমি কিশোরগঞ্জকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি কিশোরগঞ্জ সাহিত্য জগতের মধ্যমণি হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন। তিনি সবার সাথে বিনয় ব্যবহার করতেন। আমাদের বলতেন মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। ছোটবেলায় ঢাকার আজিমপুরে সরকারী বাসভবনে থাকাকালীন আমাদের বাসায় বিভিন্ন সাহিত্যিক আসতেন- মরহুম কবি বন্দে আলী, কবি আবদুল কাদির, শেখ ফজলুল করিম প্রমুখ। এবার আব্বার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বলি। আব্বা নিজ হাতে বাজার করতেন। এটা তার অভ্যাস ছিল। এটা না করলে মনে করতেন দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

রসিকতা করে কথা বলা আব্বার একটি অভ্যাস ছিল। আমরা যখন কথা বলতাম আব্বার সাথে কখন যে অনেকটা সময় পার হয়ে যেত টের পেতাম না।

মনে পড়ে ঈদের আগে কোন একটি দিনে আব্বাকে আম্মা বলছেন মেয়ের জন্য কাপড় কিনতে হবে। আব্বা চুপ করে থাকেন উত্তর দেননা।

আমিও কথা বলি না। ঈদের দিন সকালে আব্বা আমাকে একটি নতুন শাড়ী বের করে আমার হাতে দেন। বুঝলাম সব কাজ আব্বার গোপনে। হঠাৎ করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিবেন। এমনি বহু স্মৃতি আজ আমার মনে পড়ে।

আব্বা ছিলেন নিরব কবি। প্রচার বিমুখ। বেঁচে থাকতে তার মূল্যায়ন জানি না কতটুকু হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে তার কোন ক্ষোভ ছিল না।

আব্বা ছিলেন দৃঢ়চিত্তের মানুষ ও নীতিতে বিশ্বাসী। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সৎভাবে জীবন যাপন করেছেন। আব্বা তার সাহিত্যের মাধ্যমেই চিরদিন মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন। মহান আল্লাহ তার রুহের শান্তি দেন।

www.pathagar.com

স্মৃতির এ্যালবামে

শামছুল আলম সেলিম

বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় ব্যক্তিত্ব কবি আজহারুল ইসলাম বেঁচে নেই- একথা ভাবতে সত্যিই কষ্ট হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার কৃতিসন্তান এ প্রিয় মানুষটি ইহকাল ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন, রেখে গেছেন অফুরন্ত স্মৃতি-অগাধ ভালবাসা। একজন মহান কীর্তিমান ব্যক্তি হিসাবে তিনি বহু সৃষ্টি কর্মের নিদর্শন রেখে গেছেন। সাহিত্যাঙ্গনের এ উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতনে কিশোরগঞ্জ জেলার সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

আমি তখন কুষ্টিয়ায় থাকি। দৈনিক আজকের দেশ পত্রিকাটি নিয়মিত পাওয়ার সুবাধে একদিন জানতে পারলাম কবি আজহারুল ইসলাম পরলোক গমন করেছেন। তার চির বিদায়ের সংবাদ জেনে শোক প্রকাশ ও তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। তবুও একটু জানার জন্যে ছুটে গেলাম কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের শাহজাদপুরস্থ পৌর অফিস ভবনে। কিন্তু তিনি তখন কিশোরগঞ্জে স্মরণসভা আয়োজনে ব্যস্ত থাকায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শাহজাদপুর থেকে কুষ্টিয়ায় ফিরে আসি।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে কবি আজহারুল ইসলামের জন্ম হলেও শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও তিনি সাহিত্য সাধনায় ছিলেন চির যৌবন। বয়সের ভারে নুয়ে গেলেও সাহিত্য সাধনা থেমে থাকেনি। কিশোরগঞ্জে সরকারী বেসরকারী সব অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তিত্ব। কিশোরগঞ্জে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার অনুপস্থিতি যেন কল্পনাও করা যায়নি। তিনি ছিলেন সহজ সরল মনের মানুষ- কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিতির ব্যাপারে তিনি দাওয়াতের অপেক্ষা করতেন না।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের মাসিক সাহিত্য সভা প্রতি ইংরেজী মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তিনি সব সময় সভাগুলোতে উপস্থিত থাকতেন। নির্ধারিত দিনে তিনি ষ্টেশন রোড ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে আসতেন কবিভবনে। সাহিত্যসভায় পঠিত লেখার উপর সারগর্ব আলোচনা করতেন। সাহিত্যসভায় কবি হাজির হলেই রসিকতা করে শিল্পী সৈয়দ নুরুল আউয়াল কবির বেলাফত পাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে কবিকে পীড়াপীড়ি করতেন। সভায় তাঁর কাছ থেকে নতুন লেখকরা অনুপ্রেরণা পেয়েছে। তাঁর স্মৃচিচারণ মূলক বক্তব্যগুলি সবচেয়ে মূল্যবান মনে হতো। এ বয়সেও অতীতের স্মৃতিগুলো অত্যন্ত সরস আবেগে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করতেন যেন মনে হতো আমরা জীবন্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করছি!

ইশ্বরগঞ্জের বড়ই বাড়ীতে কবি আবু ফাতেমা মোঃ ইসহাক স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায়ও তিনি উপস্থিত থাকতেন। সকল সভায় তার অব্যাহত উপস্থিতি সাহিত্যের প্রতি তার একনিষ্ঠতারই প্রমাণ বহন করে। সেদিন কবি শাহাবুদ্দীন আহমদ আপসোস করে বললেন আমার মনে হয় কবি সাহেব যেন হেঁটে হেঁটে আমার দোকানের দিকে আসছেন।

কিশোরগঞ্জে গুণীজনদের সকলে ব্যবহার করে, কিন্তু সম্মান জানাতে সম্বর্ধনা জানাতে যত দ্বিধা। এ অবস্থায় কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন। গুণীজনদের যথাযথ সম্মান প্রদানে এ সংগঠন কখনই কার্পণ্য করেনি। এ সাহিত্য সাধককে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৯৩ সনে হয়বত নগর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে কবি সম্বর্ধনা প্রদান করে। সুসাহিত্যিক কথাশিল্পী ও দৈনিক ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক রাহাত খান, মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওঃ মুহিউদ্দীন খান, অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক খান আবদুস সালাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উপ-সচিব মীর নূরুদ্দীন, ঢাকাস্থ কিশোরগঞ্জ সমিতির মহাসচিব প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ ছাড়াও জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসন সহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

কবি আজহারুল ইসলামের সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের কিন্তু কখনো তার বাসায় যাতায়াত হয়নি। গত ফেব্রুয়ারীতে কুষ্টিয়ায় চলে আসায় সিদ্ধান্ত নিলাম এ মহান ব্যক্তির একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে কোন দৈনিকে প্রকাশের ব্যবস্থা নিব। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একদিন তার বাসায় যাই এবং তাঁর নিকট একটি প্রশ্নমালা হস্তান্তর করি। তিনি খুশী হয়ে বললেন-শীঘ্রই আমি জবাব দিয়ে দিব। চলে আসার সময় তাঁর 'প্রিয়ধামের' বারান্দায় বসিয়ে নিজ হাতে ক্যামেরায় দু'টি স্নেপ নেই। কিন্তু সে সাক্ষাৎকারে জবাব তিনি আর দিতে পারেননি। এরি মাঝে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরতরে। আমার হাতে রয়েছে কেবল তার অসুস্থ অবস্থার শেষ দিকের সেই তোলা ছবি দু'টি। আমাদের সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ভাই বললেন এবার সাহিত্য পরিষদের যে স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে তাতে কবির উপর একটি ক্রোড়পত্র থাকবে। ছবিটি ম্যাগাজিনে প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করে উনি ছবি দু'টি আমার কাছে চাইলেন। শুধু ছবি কি দেয়া যায়? তাই পাঠকদের সম্মুখে কিছু কথা নিয়ে হাজির হয়েছি? কবি আজহারুল ইসলাম এর সাহিত্যকর্মগুলো ছিল রোমান্টিক ঐতিহ্যবাদী এবং ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন। বাতিল পন্থী এবং বামপন্থী কর্মধারার সাহিত্যকে উনি বরাবরই অপছন্দ করতেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর মত কবি সাহিত্যিকদের আজ বড় বেশী প্রয়োজন। অপসংস্কৃতির ধারক ও ধর্মীয় মূলবোধ বর্জিত সাহিত্যের মহামারী থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য কবি আজহারুল ইসলামের মত মহান ব্যক্তিত্বের আজকে জাতির খুবই প্রয়োজন। সে প্রয়োজন পূরণে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসবে কি?

শোক বাণী

গত ১৯৯৯৪ সনে শিল্পকলা একাডেমী হলে কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক কবি সম্বর্ধনায় সম্বর্ধিত হোসেনপুরের কবি ইসমাঈল হোসেন ফকির এর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

www.pathagar.com

নাজাত আমরা মাগি

(কবি আজহারুল ইসলাম স্মরণে)

শাহাবুদ্দিন আহমদ

মানুষ আসে মানুষ যায়
আসা যাওয়ার খেলা,
অনন্তকাল চলছে খেলা
সকাল সন্ধ্যা বেলা।
এই ধরাতে কিছু মানুষ
করছে অনেক দান,
সেই সে দানে তুষ্ট ধরা
স্মৃতি তার অম্লান।
প্রিয় কবি রেখে গেলেন
কাব্য মোদের জন্য,
কাব্য সুধা পান করিয়া
আমরা আজি ধন্য।
দিন রজনী কঠোর শ্রমে
বাংলা ভাষার বাগে,
বাগবানের কর্মধারায়
স্মৃতি সৌরভ জাগে।
যেথায় আছো সুখে থাকো
তোমার সুখের লাগি,
উর্দ্ধ পানে হস্ত তুলি
নাজাত আমরা মাগি।

"হে অমর কবি"

(ঐতিহ্যের কবি আজহারুল ইসলাম স্মরণে)

মুহিব্বুর রহমান খান

বিচ্ছেদে তব ধরা-সংসার হারালো যে মণিহার
সেই শূন্যতা কভু-কোনদিন পূর্ণ হবে কি আর
বড় অবেলায় গিয়েছ চলিয়া
নূহের কিশ্‌তি উঠিছে দূলিয়া
নোঙ্গর তুলিয়া, ভাঙ্গা মাস্তুল সাম্‌লাবে কে আবার
দেবে হায় পাড়ি, পঙ্ক জোয়ারে উত্তাল পারাবার

আলোক ঝরায় পূর্ণিমা চাঁদ, পুষ্প ছড়ায় ঘ্রাণ
তেমনি তোমার তুখোর লেখনি করেছ মোদের দান
তব প্রেরণার পথটি ধরিয়া
গাহিবে কে আজ নতুন করিয়া
সাম্য-ধর্ম, প্রকৃতি আর ঐতিহ্যের গান
লাখো হৃদয়ের মস্‌নদে তুমি রবে চির অম্লান

বিরহে তোমার হারায়েছে কবি ছন্দের সমাহার
নক্ষত্রের ঘটেছে পতন অঙ্গনে প্রতিভার
মোরা যেন পারি ধরিতে সে হাল
নবচেতনার জ্বালিতে মশাল
তুলিয়া দু'হাত, করি মোনাজাত দরবারে আল্লাহ্‌র
জান্নাতী হও, হে অমর কবি, হে মহান আজহার

নানার সাক্ষাতকার

রাহেনুমা আখতার কেয়া

[১৯৯৬ সনের মে মাসে কবির নাতনী রাহেনুমা আখতার কেয়া কবির কিশোরগঞ্জের বাসা 'প্রিয়ধাম'-এ, এ সাক্ষাতকারটি ক্যাসেটবদ্ধ করে। সম্ভবতঃ ক্যাসেটে এটিই কবির শেষ সাক্ষাতকার। ধারণকৃত ক্যাসেট থেকে সাক্ষাতকারটি কেয়া নিজেই শ্রুতি লিখন করে দিয়েছেন। আমরা এ ক্ষুদে সাক্ষাতকার গ্রহণকারিনীকে উৎসাহ দেবার লক্ষ্যে এটি ক্রোড়পত্রে ছেপে দিলাম- সম্পাদক]

কেয়া ঃ আপনার নামতো আজহারুল ইসলাম। আপনার এ নামটি কে রেখে ছিলেন মনে করতে পারেন কি?
আ. ই. ঃ হ্যাঁ আমার নাম আজহারুল ইসলাম। আমার নাম রেখেছিলেন আমার পিতা।
কেয়া ঃ আপনার ডাকনাম কি?
আ. ই. ঃ আমার ডাকনাম দুধু মিয়া।
কেয়া ঃ আপনার দাদার নাম কি?
আ. ই. ঃ মরহুম আমীর উদ্দিন।
কেয়া ঃ আপনার পিতার নাম কি?
আ. ই. ঃ মরহুম জহির উদ্দিন আহ্‌মদ।
কেয়া ঃ তিনি কি করতেন?
আ. ই. ঃ তিনি কিশোরগঞ্জে মোক্তারী পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।
কেয়া ঃ আপনার জন্ম কত সালে?
আ. ই. ঃ আমার জন্ম ইংরেজী ১৯১০ সালের ১৪ই মার্চ। বাংলা ১৩১৭ সালের ৩০শে ফাল্গুন।
কেয়া ঃ বর্তমানে আপনার বয়স কত?
আ. ই. ঃ আমার বয়স এখন ৮৬।
কেয়া ঃ আপনারা কয় ভাইবোন ছিলেন?
আ. ই. ঃ আমরা ৬ ভাইবোন ছিলাম।

www.pathagar.com

কেয়া : তারা কি কেউ এখনও জীবিত আছেন?
আ. ই. : তারা কেউ জীবিত নাই।
কেয়া : আপনার পেশা কি ছিল?
আ. ই. : আমার পেশা ছিল ওকালতি এবং সরকারী চাকুরী।
কেয়া : আপনি মনে করতে পারেন কি আপনার এস. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন আপনার কেমন লেগেছিলো?
আ. ই. : এস.এস. সি পরীক্ষার ফল আমি গোপনে জেনেছিলাম ফল বেরুবার এক মাস আগে। তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।
কেয়া : আপনি ছোটবেলায় আপনার জীবনের লক্ষ্য কি ঠিক করেছিলেন বা কিছু হতে চেয়েছিলেন কি?
আ. ই. : আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল আমি লেখাপড়া সম্পূর্ণভাবে শেষ করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করব। তারপর কি হব না হব সেটা ভাবি নাই। স্বাভাবিক ভাবে যা হয়েছে, ওকালতি করেছি সরকারী চাকুরী করেছি এ পর্যন্তই আমার কাজ।
কেয়া : আপনি ছোটবেলায় কী কী খেলা খেলতেন?
আ. ই. আমি ছোটবেলায় ফুটবল খেলা খেলতাম।
কেয়া : আপনি কি ছোটবেলায় মাঝে মধ্যে দুষ্টামী করতেন?
আ. ই. : এটা দুষ্টামি বলা যায় না। ছোট ছোট ছেলেদের দলে মিশতাম।
কেয়া : আপনার কি এখন কোন বন্ধু-বান্ধব আছে?
আ. ই. এখনতো বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা খুব কমে গেছে। আমার বয়সী লোকেরা জীবিত নেই। বগুড়াতে "কে. এম. শমসের আলী সাহেব" তিনি আছেন। ঢাকাতে কিছু বন্ধু আছেন।
কেয়া : তাদের সাথে গল্প করে কাটাতে আপনার কেমন লাগে?
আ. ই. তাদের কাছে যখন যাই খুবই আনন্দবোধ করি।
কেয়া : আপনার চার কন্যাইতো প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে আপনার অনুভূতি কি?
আ. ই. : এরা নিজেদের চেষ্টায় তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে আমি আনন্দিত।
কেয়া : আপনি কী খেতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন?
আ. ই. : বাঙালীর প্রিয় খাদ্য মাছ, ভাত, ডাল আর মাংস-পোলাও। এগুলোই।
কেয়া : আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বা দিন সম্পর্কে কিছু বলুন।
আ. ই. : ১৯৩৬ সালের কথা। সে সময়ে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতাম। মুসলিম হলে থাকতাম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল। ১লা বৈশাখের দিন মুসলিম হলে একটা সাহিত্য সভা হয় সেখানে আমি বাঙালী মুসলমানের আনন্দ এবং উৎসবের কথা নিয়ে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। সেই প্রবন্ধটির সমালোচনা করেছিলেন তৎকালীন ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত প্রফেসর মোহিতলাল মজুমদার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা কলেজের প্রফেসর কাজী আবদুল ওদুদ, আরও অনেক প্রফেসর। তাদের নাম মনে পড়ছেনা। এই দিনটা ছিল আমার খুব একটা বড় স্মরণীয় দিন। সেদিন আমার খুব প্রশংসা হয়েছিল। এবং আমি একজন লেখক এটা আমি তাদের মুখ থেকে জানতে পারলাম এবং আমি ভাল লিখি, সেটাই আমার একটা স্মরণীয় দিন।
আরেকটি ঘটনা ১৯২৫ সালে কিশোরগঞ্জের শহরের উপর দিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চট্টগ্রামের দিকে গিয়েছিলেন। সেদিন আমি স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম।
কেয়া : অবসর সময় আপনার কি করতে ভাল লাগে?
আ. ই. : অবসর সময়ে আমি বই পড়ি, লিখি, ভোরের বেলায় প্রাতঃভ্রমণ যাকে বলে; তাই করি। এগুলো আমার খুব ভাল কাজ।
কেয়া : এত কিছু থাকতে আপনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হলেন কিভাবে?
আ. ই. ছেলেবেলায় আমি আবৃত্তি করতাম। সাহিত্যের বই লাইব্রেরী থেকে এনে পড়তাম। তাতেই আমার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়।
কেয়া : কি লিখতে আপনি বেশি ভালবাসেন কবিতা, গল্প নাকি প্রবন্ধ?
আ. ই. : কবিতাই লিখতাম বেশি। ইউনিভার্সিটিতে যাবার পর আমি প্রবন্ধ লিখা শুরু করি। প্রবন্ধ লেখাতে আমার একটু সুনাম হয় এ দুটোতে আমার খুব .. গল্প লিখেছি কিন্তু গল্পে যেখানে রসিকতা সৃষ্টি করা যায়; সে কাজটি আমি করেছি। তবু বলব গল্পে আমার ততটা আগ্রহ ছিল না, যতটা ছিল কবিতা এবং প্রবন্ধে।
কেয়া : আপনার প্রথম লেখা সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
আ. ই. : ময়মনসিংহ পল্লী সমাজ পত্রিকাতে।
কেয়া : নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখতে পেলে তখন আপনার অনুভূতি কেমন হয়?
আ.ই. : খুবই আনন্দ হয়। প্রত্যেক লেখকেরই এই হয় ছাপার অক্ষরে দেখলে কেনা আনন্দিত হয়।
কেয়া : আপনি ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত পরিশ্রমী। এ পরিশ্রম আপনার জীবনকে স্বার্থক করেছে মনে করেন?
আ. ই. : এতে আমার জীবন সার্থক হয়েছে এই জন্য যে আমি স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পেরেছি।
কেয়া : আপনার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে?
আ. ই. : আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি, কবি নজরুল ইসলাম। আরও একজন আছেন যার সঙ্গে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিত হয়েছিলাম তিনি কবি মোহিতলাল মজুমদার। এই দুই কৃতি সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বহুদিন।
কেয়া : আপনার সাহিত্যিক জীবনে আপনি কি কারো অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন বা কেউ কি আপনাকে প্রভাবিত করেছিল?
আ. ই. : হ্যাঁ, আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছি আজাদ সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেব, তিনি আমার লেখা পছন্দ করতেন। তার সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদীতে আমার লেখা ছাপতেন। তার স্নেহ, ভালবাসা আমি জীবনে ভুলতে পারিনা।
কেয়া : আপনি কি আপনার এ জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট?
আ. ই. : হ্যাঁ, যা আছে তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট।
কেয়া : সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনি পর্যাপ্ত স্বীকৃতি পেয়েছেন বলে কি মনে করেন?
আ. ই. : পর্যাপ্ত কিনা জানি না তবে স্বীকৃতি আমি পেয়েছি।
কেয়া : আপনি কি আজীবন সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত থাকতে চান?
আ. ই. : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।
কেয়া : আচ্ছা আপনিতো ওকালতি করতেন তাই না? ওকালতি করতে আপনার কেমন লাগতো?
আ. ই. : খুব ভাল লাগতোনা। তবে কাজকর্ম চলতো আর কি!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সঞ্চয় জগতে এক নতুন পদক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংকের
মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড প্রকল্প

বিনিয়োগকৃত টাকা ৫ বছরে প্রায় দেড়গুণ ও ৮ বছরে দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা ইনশাআল্লাহ

ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান, জনগণের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা বিধান, ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী সঞ্চয় নিরাপদ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়-বৃদ্ধি এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড প্রকল্প চালু করেছে।

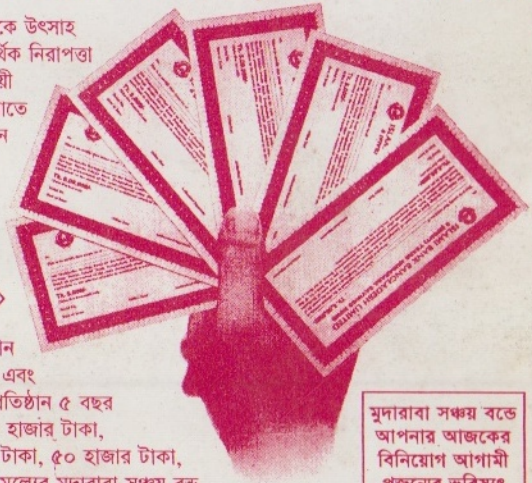

এই বন্ডের উপর সর্বোচ্চ হারে মুনাফা প্রদান করা হবে।

এই প্রকল্পের আওতায় যে কোন ব্যক্তি স্বনামে অথবা যুগ্মনামে এবং অলাভজনক আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৫ বছর ও ৮ বছর এই দুই মেয়াদে ৫ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা, ২৫ হাজার টাকা, ৫০ হাজার টাকা, ১ লক্ষ টাকা ও ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড ক্রয় করতে পারবেন। নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও এই বন্ড ভাঙ্গানো যাবে।

মুদারাবা সঞ্চয় বন্ডে আপনার আজকের বিনিয়োগ আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ

বন্ডের মালিক ইচ্ছা করলে তার বন্ডের উপর মুনাফা বছরান্তে তুলে নিতে পারবেন।

জনগণের অভূতপূর্ব সাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুদারাবা সঞ্চয় বন্ড এখন থেকে সকল শাখায় পাওয়া যাবে। শীঘ্রই এক হাজার টাকা মূল্যের বন্ডও ছাড়া হচ্ছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যেকোন শাখায় যোগাযোগ করুন।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত